একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

চতুর্দশ কল্প।

প্রথম ভাগ।

১৮১৭ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫২। কলিগতাব্দ ৪৯৯৬। ১ চৈত্র শুক্রবার।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

অকারাদি বর্ণক্রমে চতুর্দশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬।

৭২১ সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষ।

অন্ধকারের ঘোর আবরণ ভেদ করত তরুণ সূর্য্য আকাশে সমুদিত হইয়া আজ নববর্ষের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিল। আলোকে প্রেমে আনন্দে আজ চারিদিক পরিপূরিত হইল। যিনি সকল জগতের সম্ভজনীয় মহান পুরুষ, যাঁহার আদেশে পৃথিবী সূর্য্যকে সমাবর্ত্তন করিয়া আসিল, আজ তাঁহাকে ভক্তিভরে সকলে প্রণিপাত কর। যিনি জীবন ও সৌন্দর্য্যে চারিদিক পূর্ণ করিয়াছেন, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের চরণতলে আজ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার পারিজাত রাশি রাশি অর্পণ কর। শ্রদ্ধাভক্তির অনন্ত উৎস উৎসারিত হইয়া আজ খর বেগে তাঁহার চরণের দিকে ধাবিত হউক। দেব-মনুষ্য মিলিত হইয়া, সমস্বরে তাঁহার স্তুতি গানে গগনের মহাশূন্য প্রতিধ্বনিত করুক।

আজ বর্ষচ্ছেদ্য মানব আয়ুর এক নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা। আমরা যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছি, অদ্যকার প্রাতঃকালই তাহার এক সোপানান্তর গ্রহণের সময়। এমন শুভ মুহূর্ত্তে, ভূত ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে, ঘোর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের দিনে, সেই অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য সনাতনের অমোঘ আশ্রয় দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর। নববর্ষের সম্বল তাঁহার নিকটে প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা করিয়া লও।

যদি সুখ সম্পদে স্ফীত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে পড়িয়া থাক তবে তাঁহার নিকটে আজ প্রার্থনা কর তিনি তোমার আধ্যাত্মিক বল বর্দ্ধিত করিয়া এবং তোমাকে ধর্ম্মকবচে আবৃত করিয়া তোমাকে সাধনের পথে অগ্রসর করিবেন। যদি দারিদ্র্যের কশাঘাতে অবসন্ন হইয়া থাক, তবে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হও,তিনি তোমার দুঃখ দুর্দ্দশা অচিরাৎ বিমোচন করিবেন। যদি নানারূপ উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়া থাক,তবে করুণস্বরে তাঁহার নিকটে শান্তিবারি ভিক্ষা কর, তিনি তোমায় তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। যদি সাধনার বলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে আজ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাক, তিনি তোমার আত্মার পিপাসা আরও বর্দ্ধিত

করিয়া, আপনাকে দিয়া তাহার শান্তি করিবেন।

বিষয় বাণিজ্যের ক্ষতিলাভ গণনার দিনে, আজ একবার তাঁহাকে স্মরণ কর। মর্ত্ত্যের ক্ষুদ্রকীট হইয়াও যাঁহার আশ্রয়ে সুখে অবস্থান করিতেছ, তাঁহার মহান ভাব আজ হৃদয়ে উদ্দীপ্ত কর। যাঁহার প্রীতি প্রবাহের উপরে তোমার জীবন নির্ভর করিতেছে, এই বর্ষমূলে সেই স্নেহময় পিতা করুণাময়ী মাতার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য হও। তুমি নববর্ষের অলক্ষিত ভয় বিপদের হস্ত হইতে সুরক্ষিত থাকিতে পারিবে, পাপতাপ মোহ অন্ধকার তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে।

পরমাত্মন্! বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া যাইতেছে, আমরা আবার নববর্ষের নূতন সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছি। এ লোক হইতে লোকান্তরে ক্রমাগত আমাদিগকে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কোথায় গিয়া যে সে গতির অবসান হইবে তাহা তুমিই বলিতে পার। কিন্তু তোমার প্রসাদে ইহা জানিতে পারিয়াছি যে তুমিই আমাদের শেষ গতি। তুমিই আমাদের গতির পরিসমাপ্তি। যখন আমরা তোমাকে শেষ গতি ও মুক্তির নিদান জানিয়া নিসংশয় হইব, তখনই আমাদের ভাগ্যাকাশে সুখতারার উদয় হইবে। যখন আমরা তোমাকে পরম সম্পদ পরম লোক বলিয়া জানিতে পারিব, তখনই আপনাদিগকে দেবতাদিগের সন্নিহিত জানিয়া কি স্বর্গীয় শান্তি না উপভোগ করিব। আমরা সংসারের অস্থায়ী সুখে উৎফুল্ল হইয়া, কখন বা তাহা যোগানন্দ প্রেমানন্দ অপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা করি। কিন্তু যখন তোমাকেই একমাত্র পরমানন্দ চরমশান্তি জানিতে পারিব, তখনই আমাদের মনুষ্য জন্মের সার্থকতা হইবে। তুমি যে আমাদের প্রকৃত লোক, আত্মার চির নিবাসভূমি, এ সংসারপ্রবাসে থাকিয়া আমরা তাহা সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। তুমি আমাদের জ্ঞানকে উন্নত কর। তুমি দিব্যালোকে আমাদের চক্ষুকে এমনই জ্যোতিষ্মান্ কর যে এই মোহযবনিকা ভেদ করিয়া, তোমার অনন্ত সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে সক্ষম হই। স্ত্রী পুত্র পরিবার পিতা মাতার স্নেহবিন্দুর অভ্যন্তরে তুমি যে প্রেমসিন্ধু চিরবিরাজ করিতেছ, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত যেন বলিতে পারি

এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্ এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ।"

পরম পিতা! এই জীবন্মুক্ত অবস্থার জন্য আমরা লালায়িত হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। তুমি আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত কর। তুমি তোমার প্রসাদবারি আমাদিগের মস্তকের উপরে বর্ষণ কর, যেন আমরা সমস্ত বর্ষ নির্ভয়ে এখানে সঞ্চরণ করিয়া ক্রমিকই তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি এবং পরিশেষে তোমাকে লাভ করিতে সমর্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

আমরা মূল রামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে রামের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছি। রামের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বনে উপনিষদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের ঈশ্বরতত্ত্বাদি প্রকাশিত করা অধ্যাত্মরামায়ণকারের উদ্দেশ্য। এই সকল শাস্ত্রীয় মত সকলের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য অধ্যাত্মরামা-

য়ণকার রামজীবনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া আলোচ্য বিষয়কে সরস সহজ ও সুগম করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পাছে বেদান্তাদি শাস্ত্রের কঠোরতায় মন বিচলিত হইয়া উঠে ও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, এইজন্য রামজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া পুরাণকার ধর্ম্মের সারমর্ম্ম বলিয়া চলিয়াছেন। যে জন্য ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় উপদেশের সহিত সংগীতের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, অনেকটা সেই অভিপ্রায়েই অধ্যাত্মরামায়ণকার রাম জীবনীর সহিত বেদ বেদান্তাদির যোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতের সহিত উপদেশের যোগ নিবদ্ধ করিবার কারণ পরিস্ফুট, দুঃখের বিষয় এই অধ্যাত্মরামায়ণকারের উদ্দেশ্য আমাদের নিকট তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। একটু তলাইয়া না দেখিলে সে অভিপ্রায় বুঝা যায় না। বালকদিগকে সরল ভাবে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য "কথামালার" সৃষ্টি। কিন্তু সেই জ্ঞানোপদেশের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য না রাখিয়া যদি কেহ সিংহ বা শৃগাল কথা কহিতে পারে কি না, এই বিষয়ের জল্পনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে গ্রন্থকারের ক্ষোভের সীমা থাকিতে পারে না। সেইরূপ পুরাণতন্ত্র পাঠান্তে রামকৃষ্ণাদির অবতারত্ব লইয়া যদি আন্দোলন পড়িয়া যায়, ঈশ্বর অবতার হইতে পারেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আলোচনা কি না, এরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা যে বিপথগামী এ কথা বলিয়া দিবার আর আবশ্যকতা থাকে না। এক সময় ছিল যখন মনুষ্যে দেবত্ব ও অনৈসর্গিকত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুকে রহস্যময় করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া ধর্ম্মোপদেশ বাহির করাইবার প্রয়োজন হইত। তখন অনৈসর্গিকত্ব দেবত্বের পরিমাপক ছিল। কিন্তু সে দিন আর নাই। বর্ত্তমানে ইশার অপৌরুষেয় জন্ম, কয়েক খানি মাত্র রুটিতে সহস্র সহস্র লোকের ভোজন, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ তাঁহাদের দেবত্ব স্থাপন করে না। যাঁহারা অবশ্যস্বীকার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারের মূলমন্ত্র বলিয়া ঐ সকল বাজে কথার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে যান, ও স্বপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল। ঐ সকল মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত এক একটি কথা এক একটি উপদেশ যাহা দেশ ও কালের মধ্য দিয়া শাস্ত্রের ভিতরে অতুল হীরকখণ্ডের ন্যায় বিদ্যুতপ্রভায় সমভাবে জ্বলিতেছে, ও নর নারীর চরিত্র গঠনে সম্যক সাহায্য করিতেছে ঐগুলিই তাঁহাদের জন্য শ্রদ্ধাভক্তিখচিত রত্নসিংহাসন নির্ম্মাণ করিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের প্রকৃত দেবত্ব সংস্থাপন করিবে। প্রত্যুত মূল রামায়ণের ভিতরে আমরা অবতারত্বের কিছুই দেখিতে পাই নাই। অধ্যাত্মরামায়ণে রামচন্দ্রের স্তবস্তুতি ছলে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না।

এদিকে রামচন্দ্র বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। রাজা দশরথ পুত্রদিগের বিবাহ দিবার জন্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাক্ষসবধার্থ রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিবার জন্য বিশ্বামিত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঋষির আগ্রহাতিশয়ে লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিদায় দিলেন। রামচন্দ্রের হস্তে তাড়কা নিহত

হইল। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে মারীচ ও সুবাহু অনুচর সহ সিদ্ধাশ্রমে নানা অন্তরায় উপস্থিত করিতে লাগিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা রামহস্তে ধরাশায়ী হইল। যজ্ঞাবসানে মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকরাজার যজ্ঞদর্শনার্থ মিথিলাভিমুখে বহির্গত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। পথি মধ্যে রামচন্দ্র ঔৎসুক্যবশতঃ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও একে একে পথমধ্যস্থ আশ্রম সকলের বিশেষ পরিচয় দিয়া, নিজ বংশ বিবরণ, গঙ্গার উৎপত্তি, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, সগর বংশধ্বংশ, এবং ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন এই সমস্ত ফলশ্রুতির সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গে মুনিজনসংশ্রবশূন্য এক আশ্রমে উপস্থিত হইলে,রাম জিজ্ঞাসা করিলেন পূর্ব্বে ইহা কাহার তপোবন ছিল? মহর্ষি বলিলেন পুরাকালে গৌতম অহল্যার সহিত এখানে তপস্যা করিতেন। একদা গৌতম কার্য্যপ্রসঙ্গে বহির্গত হইলে ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতমবেশে অহল্যার নিকট আগমন করিয়া আপনার দুষ্ট অভিলাষ সিদ্ধ করেন। এদিকে গৌতম আশ্রমে আসিয়া দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষভরে কহিলেন যে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হউক। এবং অহল্যাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন

ইহ বর্ষসহস্রাণি বহুনি নিবসিষ্যসি॥
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥
যদৈতদ্ধি বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভমোহবিবর্জ্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি॥

তুই বায়ুভক্ষণ করিয়া অনাহারে অনুতপ্তা ভস্মশায়িনী ও অন্য কর্ত্তৃক অদৃশ্যা হইয়া এই আশ্রমে অনেক সহস্র বৎসর বাস কর্। যখন দশরথপুত্র দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র এই ভয়ানক অরণ্যে আসিবেন তখন তুই পবিত্র হইবি। রে দুষ্টে! লোভমোহবিবর্জ্জিতা হইয়া তাঁহার আতিথ্য সেবায়—তোর পূর্ব্বদেহ প্রাপ্তি এবং আমার সহিত সম্মিলন হইতে পারিবে। এখানে পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন যে অন্যান্য পুরাণোল্লিখিত অহল্যার পাষাণত্ব সম্বন্ধে কোন রূপ উল্লেখ নাই। অনুতপ্তা হইয়া থাকিতে অহল্যা আদিষ্টা হইয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন

দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাং
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ।

তপস্যা প্রভাবে অহল্যার প্রভা অধিকতর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। লোকের কথা দূরে থাকুক, দেবদানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। বিধাতা যেন আয়াস স্বীকার করিয়া তাঁহাকে মায়াময়ী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ অহল্যা ধূমব্যাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, তুষারাবৃত মেঘান্তরিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, মেঘ মধ্যস্থ সূর্য্যের ন্যায় একান্ত মনোহারিণী হইয়াছিলেন। তিনি গৌতমবাক্যে রামের দর্শনকাল অবধি লোকের দুনিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপাবসান হওয়াতে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। অহল্যাও তাঁহাদিগের নিকট গৌতমবাক্য স্মরণে প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক আতিথ্য করি-

লেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দভিধ্বনি হইতে লাগিল। দেবতারা তপোবলবিশুদ্ধা ভর্ত্তৃপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া অহল্যার সহিত সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমকৃত সৎকারে প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন। রাম অবতার হইলে অহল্যার পাদদ্বয় গ্রহণ করিতেন না। অহল্যা যে রামের নিকট প্রণতা হইয়াছিলেন তাহা অতিথি বলিয়া। শাস্ত্রে অতিথির দেবোচিত পূজার ব্যবস্থা আছে। গৌতমও রামচন্দ্রের আতিথ্য সৎকারের আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন।

অহল্যাকে যে কতকাল অনুতপ্তা হইয়া থাকিতে হইবে, তাহার কালনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না রামচন্দ্র সেই তপোবনে আসিবেন, অহল্যাকে তদবস্থায় থাকিতে হইবে। অধ্যাত্মরামায়ণকারের বর্ণনা প্রায়ই এইরূপ; তবে শিলা এই কথার উল্লেখ আছে, ভবিষ্যতে এই শিলা হইতে অহল্যাকে পাষাণী করা হইয়াছে মনে হয়।

দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা।
... ...
যদা ত্বদাশ্রমশিলাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি
তদৈব ধূতপাপা ত্বং ... ...

হে দুষ্টে! হে দুর্ব্বৃত্তে! তুই আমার আশ্রমে নিরাহারা ও তপঃপরায়ণা হইয়া শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া থাক্। যখন রামচন্দ্র আসিয়া এই আশ্রমশিলা স্বীয় চরণযুগল দ্বারা স্পর্শ করিবেন তখনই তুই বিধূতপাপ হইবি।

রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্ট্বা তাঞ্চাপশ্যৎ তপোধনাম্।
ননাম রাঘবোঽহল্যাং রামোঽহমিতি চাব্রবীৎ।

রাম পদ দ্বারা শিলা স্পর্শ করিয়া তাপসী অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন আমি রাম। অহল্যা তাঁহাদিগকে অর্ঘ্যাদি প্রদানান্তর রামচন্দ্রের স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন। এখানে পাষাণী অহল্যার কোন নিদর্শন পাইলাম না। রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন আমি আসিয়াছি, তোমার অভিশাপের অন্ত হইয়াছে এই মাত্র। স্তবের ভিতরে রামচন্দ্রকে ওঁকারপদবাচ্য ও বাক্যের অবিষয় বলা হইয়াছে। এবং ইহাও বলা হইল—

আকাশবৎ ত্বং সর্ব্বত্র বহিরন্তর্গতোঽমলঃ
অসঙ্গোহ্যচলো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সদব্যয়ঃ।

অধ্যাত্ম রামায়ণকার অহল্যাকে পাষাণী করিয়া রামচন্দ্রচরণরেণুস্পর্শে তাহার উদ্ধার সাধন করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী কাব্যে সে টুকু সাধিত হইয়াছে।

প্রত্যপদ্যত চিরায় যৎ পুনশ্চারু গৌতমবধূঃ শীলাময়ী।
স্বং বপুঃ সকিল কিল্বিষচ্ছিদাং রামপাদরজসামনুগ্রহঃ।
রঘুবংশ। ১১ স্বর্গ ৩৪ শ্লোক।

প্রস্তরময়ী গৌতমবধূ যে স্বকীয় সুন্দর দেহ পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিলেন সে কেবল পাপহারী রামচন্দ্রের পদধূলির প্রসাদে। আমাদের মনে হয় এখানে শিলাময়ী শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অর্থ যে অহল্যা বাস্তবিক প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে শীতবাত ও অনাহার সহ্য করিতেছিলেন, তাহাতে শিলাময়ী ভিন্ন

অন্য কোন বিশেষণ তাঁহাতে সঙ্গত হয় না। প্রকৃত পক্ষে শিলাময়ী শব্দের এইরূপ অর্থ ধরিলে কোনরূপ গোলযোগ উঠিতে পারে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে অহল্যাউদ্ধারের দুই চারিটি কথা পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উদ্ধৃত হইল। অহল্যার কাতরতায় গৌতম বলিলেন।

জন্মিবেন যবে রাম দশরথ ঘরে।
বিশ্বামিত্র লৈয়া যাবে যজ্ঞ রাখিবারে॥
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন।
তখনি হইবা মুক্ত না কর ক্রন্দন।
ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন শুন মুনি।
কেমনে দিবেন পদ উনি যে ব্রাহ্মণী।
বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রঘুবর।
ব্রাহ্মণী নহেন ইনি এখন প্রস্তর।
একথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
তদুপরে করিলেন চরণ অর্পণ।
তাহাতে হইল তার শাপ বিমোচন।

অহল্যাউদ্ধারের পরে কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামের চরণস্পর্শে কৈবর্ত্তের নৌকা সুবর্ণে পরিণত হইবার উল্লেখ আছে, কিন্তু মূল রামায়ণে এরূপ অসম্ভব ঘটনার আদৌ কিছুই নাই।

শিলাময় এই শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিবার দোষে ভাবী গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও দুই একটি কথার অর্থভ্রংশের উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। প্রজাপতির প্রকৃত অর্থ প্রজা অর্থাৎ মনুষ্যলোকের পতি বা স্রষ্টা, যাঁহা হইতে প্রজা সকল উৎপন্ন হয়। জন্ম ও বিবাহের সময়ে ঈশ্বরের প্রজাপতি নামটি যেমন মধুর ও উপযোগী এমন আর কিছুই নহে। এই জন্য বিবাহের পত্রে 'প্রজাপতয়ে নমঃ' এইরূপ পাঠ লেখা হয়। কিন্তু আমাদের হাতে পড়িয়া প্রজাপতির দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাঁহাকে ফড়িঙ্গের রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাকে পত্রের শিরোদেশে ঐরূপে বিরাজ করিতে হইয়াছে। অনেকে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে আজকাল 'প্রজাপতয়ে নমঃ' ইহার নিম্নে প্রজাপতির মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রজাপতি শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞানের অভাবের পরিণাম যে কি হইতে পারে তাহা মনে হইলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। ভবিষ্যতে এই হস্তপদবিশিষ্ট প্রজাপতি হয় তো বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান অধিকার করিবে ও তাহার পূজার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

স্বর্গোদ্যানের সুবর্ণ বৃক্ষে মুক্তাফল।

সর্ব্বজাতির মধ্যেই স্বর্গে বিশ্বাস ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। হিন্দুর বিশ্বাস নন্দনকাননে, মুসলমানের বিশ্বাস বেহেস্তে, খৃষ্টীয়ানের বিশ্বাস প্যারেডাইসে; কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস পবিত্র হৃদয়ে; কারণ,কোন দেশীয় ও কোন কালীন মহাজনগণ উহা অপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গ আর জানিতেন না। মহম্মদীয় উক্তি এই যে, "উচ্চতম স্বর্গের জ্ঞানেতে উন্নত এবং মহিমান্বিত দেবগণও "হে প্রভু! হে প্রভু!" বলিয়া সদা অনুসন্ধান করিয়াও যাঁহাকে লাভ করিতে অসমর্থ, তিনি আমার এই মলিন হৃদয়ের যে স্থানটী তাঁহার জন্য যত্নের সহিত ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছি, সেই স্থানটীতে—সেই আমার ক্ষুদ্র মলিন হৃদয়ের কোণটীতে চিরবাস করিতেছেন।" তবে, বল, দেবগণ তাঁহাকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিয়াই বা কিরূপে তাঁহার দর্শন লাভ

করিবেন? দীনাত্মার ক্ষুদ্র ও নিভৃত হৃদয়-কোণই যে তাঁহার নিত্য-প্রিয় বাসস্থান।

১ কোন সময়ে জনৈক দেবতা মোহবশতঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আর হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিলে স্বর্গের সে পূর্ব্বশোভা, সে অমৃত, সে সুখ আর অনুভব করিতে পারিতেন না। আর তিনি হৃদয়-মধ্যে স্বর্গের সেই অমৃতস্বরূপ অধীশ্বরকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার আত্মার পূর্ব্বশান্তি অপহৃত হইয়াছিল। তিনি এখন স্বর্গ হইতে বহু দূরে—মর্ত্ত্যে—মৃত্যুলোকে।

এই প্রকার স্বর্গচ্যুত অবস্থায় একদা তিনি হৃদয়াকাশ হইতে অনাহত ভেরীধ্বনির ন্যায় এই বাণী শ্রবণ করিলেন, "যদি তুমি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সামগ্রী দিয়া, হৃদয়নাথের পূজা করিতে না পার, তবে তুমি কিছুতেই আর স্বর্গবাসের অধিকারী হইতে পারিবে না। তিনি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আর অন্য কোন বস্তুই গ্রহণ করিবেন না।" ধ্বনি নিস্তব্ধ হইল। দেবতা ধ্বনির তাৎপর্য্য বুঝিলেন—বুঝিলেনও না।

তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুলোকে তদন্বেষণে বহির্গত হইলেন। নানা জনপদ পর্য্যটন করিতে করিতে একস্থানে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সম্মুখে একটী অগ্নিপ্রদীপ্ত গৃহ; চতুর্দ্দিকে লোকে হাহাকার করিতেছে ও যতই বারি নিক্ষেপ করিতেছে, ততই অগ্নিশিখা দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত হইয়া সমবেত মানবচেষ্টাকে উপহাস করিতেছে, এবং সহস্র বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ঐ গৃহের উচ্চতলস্থ একটী নিদ্রাভিভূত শিশুকে গ্রাস করিবার উদ্দেশে কতই আড়ম্বরের সহিত অগ্রসর হইতেছে। কাহার সাধ্য যে সে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে। করিলেই বা কি হইবে? শিশুটী তখন পর্য্যন্তও জীবিত থাকিলে ত! কে তাহার জননীর তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত না হইয়াছিলেন? কিন্তু কেই বা তাঁহার ক্লেশ দূর করিবার উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছিলেন?

সহসা এক অপরিচিত যুবা পুরুষ অগ্নিশিখাকে, যেন, স্বীয় হৃদয়ের উপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তি-শিখা দ্বারা পরাভূত করিয়া তড়িদ্গতিতে সেই ধূমরাশির মধ্যে প্রবেশ করত নিমেষমধ্যে মৃতপ্রায়া জননীর ক্রোড়ে মৃতকল্প শিশুটীকে আনয়ন পূর্ব্বক শায়িত করিলেন। জননীর ক্রোড় শীতল হইল—মাতৃ-হৃদয় জুড়াইল। আমাদিগের দেবতার মুখে, যেন, সেই জননীহৃদয়ের আনন্দ-রশ্মি খেলিতে লাগিল। তাঁহার প্রাণে আশার অঙ্কুর সঞ্চারিত হইল। তিনি সেই যুবার হৃদয়টুকু লইয়া স্বর্গ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, তাহাতে ও দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না—পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধই রহিল! কি আশ্চর্য্য! এমন হৃদয়াপেক্ষা মনোহর বস্তু সংসারে আর কিই বা আছে? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমাদিগের দেবতা পুনরায় মর্ত্ত্যে ধাবিত হইলেন।

এইবার দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটী বিধবা নারী—নারী নহে, দেবী বলিয়া বিবেচনা হইল। শুভ্র বেশ, মুক্ত কুন্তল, উজ্জ্বল পবিত্র মুখমণ্ডল—তাহাতে নিরাশার তমোরাশি তিরোহিত হইয়া, নব আশার বিমল জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তাহাতে এক নব উষার আলোক বর্ত্তমান। ইনি সাধ্বী রমণী—ইহাঁর হৃদয়ে মৃতপতির স্মৃতি জ্বলন্ত রহিয়াছে ও রহিবে। ইহাঁর

১এই উপাখ্যানটীর ছায়া কোন ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

চক্ষু সর্ব্বদা হৃদয়পটের সেই প্রিয় চিত্রের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে। তাঁহার হৃদয় "কামগন্ধহীন," "তাঁহা নাহি নিজ-সুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ।" এই দেবী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের দেবতা আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, "আর কি! যাহার জন্য এতই ভ্রমণ করিতেছি,তাহাইত এই সতীর পবিত্র হৃদয়!" ঐ হৃদয়খানি লইয়া তিনি স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া, কবাটে আঘাত করিলেন—কিন্তু এবারেও দ্বার খুলিল না। তিনি চকিতও হতাশ হইলেন! ইহা অপেক্ষাও আরও সুন্দর ভগবানের আদরের ধন আর কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্তচিত্তে সংসারের অভিমুখে তিনি পুনঃ নিঃশব্দে পদনিক্ষেপ করিলেন। এই সমুদায় রহস্যের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে যেমন যুক্তির সোপান হইতে সোপানান্তরে উপনীত হইতেছিলেন, অমনি যেন ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাবিতেছিলেন যে, "জড় সৌন্দর্য্য ত মানসিক সৌন্দর্য্যের নিকট পরাস্ত, এবং মানসিক সৌন্দর্য্যও ত হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের নিকট নতমস্তক। ইহা যদি স্থির, তবে কি বাণী আমাকে ভ্রান্ত করিল? না—তাহাও কি কখনও হইতে পারে? আমি পূর্ব্বে যে ধ্বনি শুনিতে পাইতাম, এ বাণী ত তাহারই সদৃশী—উহা ত কখনও প্রতারণা করিতে পারে না!" তিনি আবার সুন্দর বস্তু আহরণার্থে সংসারাভিমুখে ফিরিলেন।

পুনর্ব্বার তিনি তন্নিমিত্ত সংসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আরও সুন্দরতর কিই বা আছে ভাবিতে ভাবিতে যেন তিনি বসিয়া পড়িলেন। এরূপ সময়ে সহসা তাঁহার নয়নপথে আর একটী অভিনব দৃশ্য নিপতিত হইল। একজন মহাপুরুষ সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশ ও মানবজাতির জন্য স্বীয় জীবন পর্য্যন্তও সানন্দ চিত্তে ও বিনীত ভাবে উৎসর্গ করিলেন। ইহাই সেই সুন্দরতম বস্তু পাইয়াছি, এই ভাবিয়া সেই মহাপ্রাণতাপূর্ণ হৃদয়টীকে লইয়া স্বর্গচ্যুত দেবতা স্বর্গদ্বারে উপাগত হইলেন। স্বর্গদ্বার তখনও অবরুদ্ধ, অনেক চেষ্টাতেও উহা খুলিল না। দেখিয়া শুনিয়া দেবতা হতবুদ্ধি হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এই বার তাঁহার হৃদয়ে আশার ক্ষীণ আলোক নির্ব্বাতপ্রায় হইল। নিরাশার কুজ্ঝটিকা তাঁহার অন্তরাকাশকে ঘনাচ্ছন্ন করিল। এইবার তিনি স্থির করিতেছিলেন যে, বাণী নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে—কিন্তু তাঁহার মন, যেন, সে উদীয়মান অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে সায় দিল না। পুনরায় তিনি ভাবিলেন যে, একেবারে হতাশ ভাবে নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্ব্বে বারেক শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। এই মানসে সংসার মধ্যে পুনরায় পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সে অতি নির্জ্জন দেশ। সেখানে চন্দ্রতারকার জ্যোতি প্রবেশ করে না, চতুর্দ্দিকে সিংহ বরাহ ভল্লুক শার্দ্দূলাদি হিংস্র প্রাণিগণ ভীষণ নাদ পূর্ব্বক আস্ফালন করিতে করিতে আহারান্বেষণে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন কালের সাক্ষী স্বরূপ দুই চারিটী মহীরুহ, লতিকাও শৈবাল জড়িত দেহে, গম্ভীর সভাতে সমাসীন। তাহাদের শাখা প্রশাখায় সন্ধ্যার সহিত নিশা আশ্রম রচনা করিয়া বাস করিতেছে,

এবং সেই সমস্ত শাখাতে অসংখ্য অসংখ্য নানাজাতীয় বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র বিহঙ্গম-সমাজ, যেন সামাজিক সমারোহের ও আদর অভ্যর্থনা এবং আপ্যায়িত করিবার সনাতন মিলনস্থল পাইয়াছে—ভীতি, গাম্ভীর্য্য ও নির্জ্জনতা যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক পাদপ-ছায়াতলে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে। সন্ধ্যা বালা পল্লবাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ধরণীতে অবতীর্ণ হইলে চতুর্দ্দিক নিঃস্তব্ধ হইল; দিবালোকের সহিত বিহঙ্গমের কোলাহল তিরোহিত হইল—থাকিয়া থাকিয়া ক্ষুধার্ত্ত অভুক্ত সিংহ শার্দ্দূলগণ অতি ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে নিদ্রিতা প্রতিধ্বনি সুন্দরী শৈবালময় পর্য্যঙ্ক হইতে চকিতভাবে জাগিয়া উঠিল—সে গুহার মধ্যে নির্ঝর-পার্শ্বে জলপ্রপাত-সঙ্গীতের মনোহারিত্বে হৃতচৈতন্য হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল।

আমাদিগের দেবতা সহসা এইরূপ প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদূরে বৃক্ষছায়ার অভ্যন্তর দিয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীর তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ের কৌতূহল জাগরিত হইল এবং তিনি তদভিমুখে সভয় পদসঞ্চারে যাইতে লাগিলেন। অবিলম্বে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তদভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—নয়ন আর সে পথ হইতে ফিরিল না। তন্মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিরাজিত। কোন আশ্‌বাব্‌ নাই বটে, কিন্তু যেন অন্য কিছুরই অভাবও নাই। মধ্যস্থলে মৃগচর্ম্মাসনোপরি মুদিতলোচন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় যুবা পুরুষ ধ্যানমগ্ন। দেবতা পূর্ব্বে সে প্রকার দৃশ্য কখনও নয়নগোচর করেন নাই। শুনিয়াছি ঐ যুবার মুখ-জ্যোতিতে জড়ের উপর চৈতন্যের প্রভাব জাজ্বল্যমান ভাবে প্রকাশিত ছিল। দেখিলেই বোধ হয় তাঁহার আন্তরিক রিপুকুল দৈবভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া, দেবহস্তে দৈত্যকুলের ন্যায়, বিধ্বস্ত হইয়াছে, জ্ঞান অজ্ঞানকে পরাস্ত করিয়াছে, আত্মা দেহ মনকে বশীভূত করিয়াছে এবং তিনি যেন এক ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মুখ-জ্যোতিতে ইহাই প্রকাশিত ছিল। পবিত্র আত্মার একটী অনির্ব্বচনীয় শান্ত মধুর ভাব যেন অস্ফুট হাস্যের ন্যায়—ঘনাবলীর পশ্চাদ্বর্ত্তী শশিকিরণের ন্যায়—সেই মুখমণ্ডলের চতুস্পার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছিল। মুখের কোন্‌ অংশে যে সে শোভা আবদ্ধ ছিল, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না; তবে উহা যে মুখের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল তাহা বলিতে পারা যায়। এ শোভা দেহের, না, আত্মার, কে বলিবে? এ শোভা আত্মার না পরমাত্মার তাহাই বা কে বলিবে?

সেই ধ্যাননিরত ধর্ম্মশীল যুবার পার্শ্বে অদূরে একজন ধবলকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ দণ্ডায়মান। বৃদ্ধ অনিমিষ নয়নে সেই যুবা পুরুষটীকে দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন যে, আত্মা যখন পরমাত্মার সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করে, তখন কি এক জ্যোতি, কি এক আনন্দধারা হিরণ্ময় কোষ হইতে প্রবাহিতা হইয়া অন্নময় কোষ পর্য্যন্ত নিম্নগামিনী হয়। দেখিতেছিলেন যে, সেই পবিত্র হৃদয়ের সহিত পবিত্রস্বরূপের যে সুন্দর যোগ এবং সেই যোগের যে অজস্র আনন্দ, তাহার উপমা জগতে আর নাই—"ইহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর!" বৃদ্ধ ভাবিলেন তিনিও একদিন এই সুখের অধিকারী হইতে পারিতেন—কিন্তু হায়! জানিয়া শুনিয়া ও হেলাপূর্ব্বক তিনি

এই সুদুর্ল্লভ রত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি আশৈশব আত্মজীবন আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে মঙ্গলময়ের অনন্ত দয়ার কথা স্মরণ করিয়া তিনি বিহ্বল হইতে লাগিলেন। মঙ্গলময় জীবগণকে উপভোগ্য রূপ রসাদি নানা বস্তু প্রদান করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন। কি প্রকারে জীবকুলকে তাঁহার স্বীয় ভূমানন্দের একবিন্দু আস্বাদন করাইবেন তজ্জন্য তিনি অসংখ্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইত্যাকার সরল, একান্ত ও গভীর চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধ নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অশীতি বর্ষের ভারের নিম্নে যে প্রাণটী ধুক্ধুক্ করিতেছিল—চিরাভ্যাসের শৈত্যশক্তির প্রভাবে যে ধর্ম্মবহ্নি নির্ব্বাতপ্রায় হইয়াছিল, অদ্য, বুঝি, তাহা সেই যুবা পুরুষের মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতি কর্ত্তৃক নব-প্রজ্জ্বলিত হইল, এবং এতকাল যাহার সম্ভাবনা হয় নাই, অদ্য তাহা সংঘটিত হইল—অর্থাৎ সেই তুষারাচ্ছাদিত প্রস্তরবৎ কঠিন ও মরুসদৃশ উষর হৃদয়ক্ষেত্র ভেদ করিয়া জীবনের উৎস স্যন্দিত হইল। লব্ধদ্বার আবদ্ধ জলরাশির ন্যায় প্রবল বেগে সে স্রোত অন্তর হইতে বাহিরের দিকে ছুটিল—বৃদ্ধের হৃদয় উদ্বেলিত হইল, ও যে চক্ষে কখনও অশ্রু বিন্দু দেখা দেয় নাই, তাহার কোণে অনুতাপ ও প্রেমের ঘনীভূত সাররূপ দুইটী মুক্তা ফলের ন্যায় সুগোল, সুন্দর, স্ফটিকস্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু উদিত হইল। ধীরে ধীরে গণ্ড বহিয়া উহা বক্ষোপরি পতিত হইল, এবং পাছে ধরণীর ধূলির উপর উহা পতিত হয়, এই ভয়ে বৃদ্ধের হৃদয় আগ্রহ সহকারে সে দুইটীকে অতি যত্নের সহিত স্বয়ং ধারণ করিল। ঐ দুইটীর পশ্চাতে ধীরে ধীরে আরও দুইটী অশ্রুকণা বহির্গত হইল। এইরূপে বৃদ্ধের কুঞ্চিতত্বক মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব আলোক,এক নবযৌবন দেখা দিল। সেই ক্ষুদ্র স্বচ্ছ অশ্রুকণাগুলির উপরে স্বর্গের আলোক পতিত হইল। সেই কিরণ প্রতিফলিত হইয়া বৃদ্ধের মুখমণ্ডলকে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভায় শোভান্বিত করিল। সেই বারিবিন্দুগুলি তাঁহার হৃদয়ের চিরসঞ্চিত মলিনতা বিধৌত করিল। সেই জ্যোতি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়গুহার সকল অংশকে আলোকিত করিল। আমাদিগের দেবতা পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ ও নিশ্চল ভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার নয়ন মন প্রাণ কোনটীই নড়িতে চাহিল না—পারিল না।

দেবতা নবীন সাধকের নিত্যানুভূত আনন্দ ও পবিত্রতার ভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ জীবনেরও অননুভূত সুখ দুঃখ রাশির একত্র এককালীন উচ্ছ্বাসস্বরূপ ঐ অশ্রুকণা দ্বয়ের শোভার নিকট সকল শোভাই পরাস্ত হইল—অশীতি বর্ষের দীর্ঘ নিশ্বাস, অশীতি বর্ষের শোকতাপ,অশীতি বর্ষের অনুতাপও বিরহযাতনা, অশীতি বর্ষের প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মবহ্নি ও নিদ্রিত অন্তর্বৃত্তিনিচয় এবং যেন, তাহাদের উপভোগ্য সুখ দুঃখ সমূহ এককালেই ঐ অশ্রুবিন্দুরূপ দ্বার দিয়া নির্গম-প্রয়াস পাইয়াছিল। সে মাধুর্য্যের মধ্যে এমন একটী রস ছিল, যাহার অকপট প্রকাশের নিকট অন্য সর্ব্বমাধুর্য্য পরাস্ত হইয়া যায়। সেই সুবর্ণ বৃক্ষের মুক্তাফলের ন্যায় প্রাণবিমোহন দুইটী অশ্রুকণার শোভা অতীব অনির্ব্বচনীয়।

আমাদিগের দেবতার মনে তড়িল্লতার ন্যায় এই চিন্তা চমকিয়া উঠিল যে, সেই বারিবিন্দুদ্বয় স্বর্গদ্বার পুনরুদ্ঘাটনক্ষম। বিদ্যুদ্বেগে সেই অশ্রুবিন্দু দুইটীকে লইয়া

দেবতা স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র উহা উদ্‌ঘাটিত হইল—স্বর্গের অধীশ্বর কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেবতার সেই উৎসর্গ স্বীকার করিলেন, এবং সেই ভ্রষ্ট দেবতাকে পুনঃ স্বর্গবাসাধিকার প্রদান করিলেন। পুনরায় হৃদয়-নিকেতনে উপবেশন করিলেই তিনি পূর্ব্ববৎ স্বর্গ, তৎশোভা, তদানন্দ অনুভব এবং তৎপ্রভুর প্রেম আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন কালের পুরাণাদির মধ্যেও কোন কোন স্থলে এই প্রকার স্বর্গের ছবির আভাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বর্গের ছবি স্বতন্ত্র—স্বীয় জীবনের তূলিকা দ্বারা চিত্রিত। হৃদয়ের পবিত্রতাই স্বর্গসুখ। পবিত্র হৃদয়ই স্বর্গ হইতেও উচ্চতর স্থান। উহাই পরমাত্মার প্রিয় চির-বাসস্থান। যাঁহাকে লইয়াই স্বর্গ, তিনি যেখানে, স্বর্গও সেইখানে। সাধু ব্যক্তি বলিয়াছেন, "আমি নরককেও ভয় করি না, কারণ সেখানেও আমার তিনিই আছেন।" যে চিন্তায়, যে স্মৃতিতে, যে চেষ্টায়, এবং যে কার্য্যে পবিত্রতা আছে—তাহারই মধ্যে পবিত্র-স্বরূপ বিদ্যমান। যে হৃদয়ে তিনি বিরাজিত তাহাই স্বর্গ।

—

অপরাধ ভঞ্জন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তিরূপে এই সাধুলক্ষণ কথিত হইয়াছেঃ—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
কামৈরহতধী র্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ॥

এই গুলি যদি সাধুলক্ষণ হয়,—হায় আমরা এই সকল লক্ষণ হইতে কত দূরে আছি। আমরা যে শক্তি সামর্থ্য পাইয়াছিলাম, মনের যে সরলতা ও নির্ম্মলতা আমাদের স্বাভাবিক ছিল, আমরা তাহার কত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের যে মানসবিহঙ্গ অহরহ ঈশ্বরনাম গান করিবে, তাহাকে আমরা বিষয় রূপ ব্যাধের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমাদের যে হৃদয় ঈশ্বরপূজার পুষ্পস্বরূপ, তাহাকে আমরা ভোগবিলাসিতার শয্যাতলে বিদলিত করিতেছি। সর্ব্বজীবের পরিপোষণকর্ত্তার প্রাকৃতিক পরিবেশন ক্রমে যে অন্নরাশি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, হায়, আমরা আত্মোদরের জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহার কতই না অপচয় করিতেছি। যে সকল লোক দীন দরিদ্র দশায় পতিত হইয়া সাহায্যার্থ আমাদের মুখাপেক্ষা করিতেছে, হায়, স্বার্থপর হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি কতই কঠিন ব্যবহার করিতেছি। আমাদের যে জ্ঞানচক্ষু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্রহ্মধামের অনন্ত অক্ষয় মহৎ জ্যোতি দর্শন করিতে পারে, হায়! তাহাকে আমরা কি সঙ্কীর্ণ বিষয়কূপের অন্ধকারে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি!

যাহারা আমাদের জীবনদাতা, পোষণকর্ত্তা, শিক্ষক, বন্ধু, সহায়, আশ্রয় বা আশ্রিত, তাহাদের প্রতি আমরা কি অযোগ্য ব্যবহারই করিয়া থাকি। এই সংসারে আসিয়া যে সকল কর্ম্ম পাইয়াছিলাম, তাহারই বা কি সম্পাদন করিতে পারিলাম। যাহারা আমাদের পুত্র, কন্যা ও পরিবার মধ্যে গণ্য, তাহাদিগকে কি আমরা উপযুক্ত রূপে পালন করিতেছি?

আমাদের সন্তানগণ কি আমাদের বংশের প্রদীপবৎ উজ্জ্বলকারী বংশধর হইতে পারিয়াছে? যাহাদিগকে প্রতিবেশী বলি,—যাহাকে আমরা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি বলি, যে পৃথিবীর বক্ষে লালিত পালিত হইয়া উহাকে আমরা ধর্ম্মক্ষেত্র রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদের প্রতি কি আমরা সুপুরুষোচিত ব্যবহার করিতে পারিতেছি? এতাবৎ বিষয়ে আমাদের যে কর্ত্তব্য ছিল, হায়, তাহার কতই ত্রুটি রহিয়া যাইতেছে—কতই পাপ তাপ অপরাধ আমাদিগকে দগ্ধাই করিয়া তুলিয়াছে।

অথচ মৃত্যু সন্নিকট। শীঘ্র শীঘ্রই আমাদিগকে এই অপ্রস্তুত, অসংশোধিত, অপরাধবিশিষ্ট অবস্থায় এই মর্ত্ত্য লোক ত্যাগ করিতে হইবে। আর সপ্তাহকাল কর্ম্ম করিতে পারিব এমনও কোন স্থিরতা নাই। ক্রমশঃ আমাদের সকল শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; এমন কোন উপায় নাই যাহাতে অল্পকাল মধ্যে আমাদের অকৃত কর্ত্তব্যের সম্পাদন হইতে পারে—এমন কোন পন্থা নাই যাহাতে আমরা অচিরকাল মধ্যে লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

এমন অবস্থায় আমরা সেই অশরণের শরণ, জগদ্বন্ধুকে ডাকিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি। তাঁহাকে ডাকি। তিনি কোথায়, তিনি কেমন, তাহা না জানিয়াও তাঁহাকে ডাকি। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিব না। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,—তাঁহাকে কিরূপেই বা জানিব? আমাদের বাগ্‌জাল, তর্কবুদ্ধি,বিচারশক্তি, দিব্যদর্শন, সকলকেই অতিক্রম করিয়া, তিনি দূরাৎ সুদূরে। তিনি গুহন্তনিহিত হইয়া গূঢ়রূপে রহিয়াছেন।

আমরা ঈশ্বরকে না চাহিলেও তিনি আমাদিগকে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়া পোষণ করিতেছেন। আমাদের পাপ অপরাধ মোচন করিয়া তিনিই আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইবেন। ঈশ্বর আমাদের নিরাশার আশা; সঙ্কটের রক্ষাস্থল, অগতির গতি; এবং সর্ব্বাবস্থাতেই শরণ্য। তিনি আমাদের মৃত্যুর মধ্যে অমৃত স্বরূপ, অনিত্যের মধ্যে নিত্যস্বরূপ এবং শূন্যতার মধ্যে পূর্ণস্বরূপ। আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাহার গুণ কীর্ত্তন করি, তাঁহাকে আশ্রয় করি। তাহাতে সর্ব্বারোগ্য ও সর্ব্বশুদ্ধি লাভ হয়, এবং আমরা আপ্তকাম হই। যদি কাল সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, এখনি আমরা এই মর্ত্ত্য লোক সচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারি। কেবল প্রার্থনা এই যে পতিতপাবন দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

হে ঈশ্বর! আমরা যতই অপরাধী হই, তুমি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া অমৃত ধামে লইয়া যাইবে। তোমার অপার করুণাগুণে আমাদের উদ্ধার হইবে। এই আমাদের ভরসা। আমরা অকৃতী, অধম, হীন ও দীন। কেবল তোমারই কৃপায় যেমন আমরা তোমার অমৃত নিকেতনের ও মঙ্গলচ্ছায়ার নিদর্শন পাইতেছি—যেমন অল্পে অল্পে তোমার পবিত্র জ্যোতির বিভাস অবলোকন করিতেছি, তেমনি আবার আমাদের পাপঅপরাধ, মলিনতা ও হীনতা অনুভব করিতেছি। কাল স্বল্প। আমাদের শক্তি কিছু নাই।

তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়,
অভয়ে তোঁহারি বিশোয়া।

তোমার পবিত্র মঙ্গল জ্যোতির দিকে চাহিয়া অপরাধ-সহস্র-সঙ্কুল আপনার মলিনতা দর্শনে কাতর হইয়া পড়ি। কে-

বল তোমার কৃপা ভরসা। পাপ মোচনের জন্য অপরাধ ভঞ্জনের জন্য কেবল এই প্রার্থনা করি—

অজ্ঞত্বাদ্দীনশক্তিত্বাদালস্যাদ্দুষ্ট ভাবনাৎ।
কৃতাপরাধং কৃপণংক্ষন্ত মর্হসি মাং বিভো॥
অপরাধসহস্রাণাং সহস্রমযুতং তথা।
অর্ব্বুদং চাপ্যসংখ্যেয়ং করুণাব্ধে ক্ষমস্ব মে॥

সেতারায় মাঘোৎসব।

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্টিতম সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সেতারায় এবার বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। সহরের মধ্যে একটি বৃহদায়তন গৃহ ভাড়া লওয়া হয় এবং নারিকেলপত্র, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদি দিয়া ঐ গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। পুনা বোম্বাই হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত সুধীজন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিয়া সেতারার ব্রাহ্মসাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

১০ই মাঘ সন্ধ্যাকাল হইতে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পরেই ব্রাহ্মমণ্ডলী এবং স্থানীয় শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। ইহুদি ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস (পূর্ব্ব নাম সলমন্) সপরিবারে একটি ভজন গান করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। পরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সীতারাম যাদবরাও জাহ্বেরে মহাশয় এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন ঃ—হে পরমপিতা পরমেশ্বর, আমরা যে এমন অধম পাপী যে তোমার নাম উচ্চারণ করিবারও যোগ্য নহি, আজ তোমারই কৃপায় তোমার সত্যধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছি এবং তোমারই নিকট হইতে বলপ্রাপ্ত হইয়া অদ্যকার উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি—যাহাতে এই সনাতন ও পবিত্র ধর্ম্ম সম্যক্ পালন করিতে পারি, হে প্রভু, আমাদিগকে এমন শক্তি দাও।

প্রার্থনান্তে উপস্থিত জনগণের অনুরোধে সেতারার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সেতারা সমাজের রিপোর্ট পঠিত হইল। পূর্ব্বে সেতারায় দুই তিন জন মাত্র ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা সমাজের জনৈক প্রচারক এবং কলিকাতার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সেতারায় আসিয়া কিছুকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করেন। তদবধি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তৎপরে রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত চিন্তামণ নারায়ণ ভট্ মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে সেতারায় আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। তাঁহারই যত্ন ও উৎসাহে এইখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনাদি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু লোকে ইহাকে বিদেশীয় নূতন ধর্ম্মের ছায়া মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বড় সদয় ছিল না। গত ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গলায় যে ব্রহ্মোপাসনা হয় তাহাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী দেখিয়া লোকের মন হইতে সকল ভ্রম দূরীভূত হয়। এখন সেতারার শিক্ষিতমণ্ডলী সকলেই বুঝিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশের ধর্ম্ম নহে—আমাদেরই দেশের, আমাদেরই জ্ঞানী পূর্ব্বপুরুষদিগের সনাতন ধর্ম্ম। এই জন্য এই ব্রহ্মসভাকে সনাতন ধর্ম্মবোধিনী সভা

নামে স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। সভ্যসংখ্যা এক্ষণে অধিক না হইলেও স্থানীয় শিক্ষিত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ যখন ইহাতে যোগদান করিয়াছেন তখন ইহার ভবিষ্যতে শুভ ফলই আশা করা যায়।

রিপোর্ট পাঠান্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কালে মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রার্থনাসমাজ ব্রাহ্মসমাজ সকলই একার্থবাচক। বর্ত্তমান কুসংস্কার ও কদাচার সকল দূর করিয়া দিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করা সকলেরই উদ্দেশ্য। পরে সভাপতি মহাশয় এই বাক্য সমর্থন করিয়া বিশ্বাসে ও আচরণে সঙ্গতি রক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক এবং তাহা করিলেই যে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয় এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

পরদিন ১১মাঘ প্রাতঃকালেই উৎসবগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুসজ্জিত গৃহের এক পার্শ্বে বেদী স্থাপিত। বেদীর পশ্চাতে বিচিত্র তরুকুঞ্জ। অপর পার্শ্বে পুষ্পমালা সুশোভিত সঙ্গীতমঞ্চ। গৃহের এক অংশে মহিলাদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এবং সেতারার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ সকলেই এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যথাসময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রদ্ধাস্পদ রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত চিন্তামণ নারায়ণ ভট্ বেদীগ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রথম মাসিক উপদেশ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলকে উদ্বোধিত করিবার জন্য পাঠ করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত চিন্তামণ নারায়ণ ভট্ মহাশয় এই ভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন যে,নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল সনাতন ধর্ম্ম প্রার্থনা সমাজের প্রথম এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্টিতম উৎসব—ইহার অর্থ কি? আমরা যে এত লোককে এখানে আনন্দ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি—কিসের জন্য আনন্দ? লোকে আশ্চর্য্য হইতে পারে যে, যদি সনাতন ধর্ম্ম হইল তবে প্রথম উৎসব কিরূপ?

এইরূপ আরম্ভ করিয়া ভট্ মহাশয় ক্রমে দেখাইলেন যে, বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম কালক্রমে কিরূপে পরিবর্ত্তিত ও কলঙ্কিত হইয়া পৌত্তলিকতায় আসিয়া পরিণত হয় এবং কিরূপে সুদূর বঙ্গদেশে ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায় এই পতিত ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে নূতন জীবন দান করেন এবং সেই নবজীবনলব্ধ সনাতন ধর্ম্মের বীজ কিরূপে বৃহৎ ছায়াবৃক্ষে পরিণত হইয়া এক্ষণে বহুসংখ্যক লোককে শান্তি দান করিতেছে! তিনি আরও বলিলেন যে, এই দিনে প্রথম সেই সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার সাধিত হয় বলিয়াই এই দিনের এত গৌরব। সেই জন্যই অদ্য আমরা ভ্রাতা ভগিনী সকল মিলিত হইয়া সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে এখানে সমাগত হইয়াছি।

উপাসনান্তে সকলে মিলিয়া "জয় দেব" গান করিলেন এবং তৎপরে সকলে পরস্পরের সহিত কোলাকুলি করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র বিতরণের পর সেতারার ব্রাহ্মমণ্ডলী ও পুনা বোম্বাই হইতে সমাগত ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত

হইলেন এবং পরস্পরের মূল মত ও উদ্দেশ্যের ঐক্য অনুভব করিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিলেন। আগন্তুক দিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত পালকার (সুবোধ পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ—বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস (বোম্বাই ব্রাহ্মসমাজ) পণ্ডিত সেবকলাল (আর্য্যসমাজ) উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রিকালে সেই প্রশস্ত গৃহেও সকলের স্থান সংকুলান হইল না—স্থানাভাবে দ্বারদেশ হইতেই অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

উপাসনারম্ভে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া একটি বেদগান গাহিলেন। এদেশে সকলের বিড়বিড় করিয়া মন্ত্রবৎ বেদপাঠ করা অভ্যাস। এরূপ ভক্তিপূর্ণ গম্ভীর স্বরে বহুকণ্ঠে একত্র বেদপাঠ শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। অনন্তর উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গতপূর্ব্ব মাঘোৎসবের বক্তৃতাটি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করেন।

নিরাকার পরব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে মনুষ্যরচিত কদাকার মূর্ত্তি যে কি পরিমাণে অক্ষম এবং এরূপ পৌত্তলিকতা যে মনুষ্যচরিত্রকে কত দূর নীচ করিয়া ফেলে তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ করা হইয়াছিল। পরে শুনা গেল যে, এ বক্তৃতা অনেকেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল।

১২ই মাঘ। সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত ঈশ্বর দাস সপরিবারে একটি ভজনগান করিলে শ্রীযুক্ত সেবকলাল আর্য্য সমাজের মতামত সম্বন্ধে সহজ হিন্দিতে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রথমে বলিলেন যে,এ কয়দিন যাহা শুনিলেন তাহা হইতে তিনি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিলেন যে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনা সমাজ এবং আর্য্য সমাজ এই তিনের মধ্যে মতের কোন মূলগত অনৈক্য নাই। [এই ঐক্যের ভাব যদি উক্ত তিন সমাজের মধ্যে আরও বিস্তার লাভ করে তাহা হইলে প্রচুর সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।] তিনি আরও দেখাইলেন, যে সরল যুক্তি অবলম্বন করিয়া এবং সরল অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমুদয় যত্নপূর্ব্বক অনুশীলন করিলে উহা হইতে কত রত্ন উদ্ধার করা যায়। নিজ নিজ মত সমর্থন করিতে গিয়া পণ্ডিত এবং অপণ্ডিতগণ উহাকে শত সহস্র জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা আক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আজ এত অবনতি এবং এত মতভেদ।—এ বক্তৃতা অনেকের বড়ই প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে ব্রাহ্মেরা সকলে শ্রীযুক্ত ভট্ মহাশয়ের বাটীতে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে প্রীতি ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

১৩ই মাঘ অপরাহ্ণে ব্রাহ্মগণ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। পরে আহারান্তে উৎসবগৃহে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বাবা কীর্ত্তন করিলেন— কতকগুলি নীতি পূর্ণ গল্প সঙ্গীত ও হাস্য কৌতুকের দ্বারা সরল করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সন্তোষ সাধন করিলেন। ইনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নহেন কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইহাঁর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে।

১৪ই মাঘ। প্রাতঃকাল। উৎসবের শেষ উপাসনায় ব্রাহ্মমণ্ডলী ভিন্ন আর কেহ বড় উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "সবে কর আজি তাঁর গুণগান" এই গানের প্রথমে ব্যাখ্যা করিয়া পরে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সহিত উহা গান করিলেন। শ্রীযুক্ত কালে মহাশয়

বেদীতে ছিলেন, তিনি "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজটির ব্যাখ্যা করিলেন, এবং সকলকে অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত অমূল্য গ্রন্থ বারম্বার পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। বৈকালে সমাজগৃহে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সহরের অনেক মহিলা একত্র হইয়া শ্রীযুক্ত রাও বাহাদুর কালীনাথ বালকৃষ্ণ মরাঠের নিকট গল্পের ছলে অনেক সারগর্ভ উপদেশ শুনিলেন। পরে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাসের ভজনগান হইয়া উৎসব সমাপ্ত হইল।

তিনচারিটি ভিন্ন সমাজের ব্রাহ্মগণ একত্র হওয়ায় এ উৎসবে সকলে পরস্পরের সহিত আন্তরিক মিলন অনুভব করিয়াছিলেন। এবং উৎসবের আনন্দ অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

সমালোচনা।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১, ২ ও ৩য় সংখ্যা। আমরা এই নূতন সহযোগীকে সাহিত্য সমাজে সমাদরে আহ্বান করিতেছি। আমরা পত্রিকাগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবন্ধটী ঠিক সময়োপযোগী হইয়াছে। যখন বাঙ্গালা ভাষায় অনেকানেক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে তখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আদৌ সাব্যস্থ করা অতীব আবশ্যক। যে সকল খ্যাতনামা লেখক এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হয় ঐ পরিভাষা অচিরে স্থিরীকৃত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবে। "বাঙ্গালা রচনা" প্রভৃতি প্রবন্ধ নিচয় সুযুক্তিযুক্ত গবেষণাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু দেশপ্রচলিত কতকগুলি ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া দেশে কুরুচি ভাবের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। ছড়াগুলির অধিকাংশই নীরস, অনর্থক ও উদ্দেশ্যশূন্য। যদি কোন বঙ্গীয় সুকবি ছেলেদের জন্য ঈশ্বরের মহিমাসূচক স্বভাববর্ণনামূলক ও পরস্পরের প্রতি প্রণয়োদ্দীপক ছড়া রচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে সেগুলি প্রচলিত হইলে দেশের মহোপকার সাধিত হয়।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫ ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৭২॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৪৫২৸১১
সমষ্টি	৩৭২৫।৶১১
ব্যয় ...	৩৬৬/০
স্থিত	৩৩৫৯।৵১১

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ		১৪০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের ফাল্গুন মাসের দান		১৪০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৩২॥৵০
শ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	উত্তরপাড়া	১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ তালুকদার	টাঙ্গাইল	৩৷৵০
" " হরিমোহন রায়	কলিকাতা	৩৲
" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	ঐ	৩৲
" " রামশঙ্কর সেন	ঐ	৩৲
" " দ্বারকানাথ রায়	ঐ	৩৲
" " দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	২।০
" " রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
" " গোপালচন্দ্র দে	ঐ	১৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	ঐ	১৲
		৩২॥৵০
পুস্তকালয়		৬৸/০
যন্ত্রালয়		৯৩।০
সমষ্টি		২৭২॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭৩।৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৬৸৩
পুস্তকালয় ...	২৯৸৶৬
যন্ত্রালয় ..	৯৮৶৬
গচ্ছিত	১/৬
সেভিংস ব্যাঙ্ক ...	২৬৸০
সমষ্টি	৩৬৬/০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬।

৬২০ সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বর্ষারম্ভে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

১ বৈশাখ শনিবার ১৮১৭ শক।

পরমাত্মন্! বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া যাইতেছে, আমরা আবার নববর্ষের নূতন সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছি। এ লোক হইতে লোকান্তরে ক্রমাগত আমাদিগকে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কোথায় গিয়া যে সে গতির অবসান হইবে তাহা তুমিই বলিতে পার। কিন্তু তোমার প্রসাদে ইহা জানিতে পারিয়াছি যে তুমিই আমাদের শেষ গতি। তুমিই আমাদের গতির পরিসমাপ্তি। যখন আমরা তোমাকে শেষ গতি ও মুক্তির নিদান জানিয়া নিসংশয় হইব, তখনই আমাদের ভাগ্যাকাশে সুখতারার উদয় হইবে। যখন আমরা তোমাকে পরম সম্পদ পরম লোক বলিয়া জানিতে পারিব, তখনই আপনাদিগকে দেবতাদিগের সন্নিহিত জানিয়া কি স্বর্গীয় শান্তি না উপভোগ করিব। আমরা সংসারের অস্থায়ী সুখে উৎফুল্ল হইয়া, কখন বা তাহা যোগানন্দ প্রেমানন্দ অপেক্ষা মূল্যবান বিবেচনা করি। কিন্তু যখন তোমাকেই একমাত্র পরমানন্দ চরম শান্তি জানিতে পারিব, তখনই আমাদের মনুষ্য জন্মের সার্থকতা হইবে। তুমি যে আমাদের প্রকৃত লোক, আত্মার চির নিবাসভূমি, এ সংসারপ্রবাসে থাকিয়া আমরা তাহা সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। তুমি আমাদের জ্ঞানকে উন্নত কর। তুমি দিব্যালোকে আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে এমনই জ্যোতিষ্মান্ কর যে এই মোহযবনিকা ভেদ করিয়া, তোমার অনন্ত সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে সক্ষম হই। স্ত্রী পুত্র পরিবার পিতা মাতার স্নেহবিন্দুর অভ্যন্তরে তুমি যে প্রেমসিন্ধু চিরবিরাজ করিতেছ, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত যেন বলিতে পারি

"এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্ এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ।"

পরম পিতা! এই জীবন্মুক্ত অবস্থার জন্য আমরা লালায়িত হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। তুমি আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত কর। তুমি তোমার প্রসাদবারি আমাদিগের মস্তকের উপরে

বর্ষণ কর, যেন আমরা সমস্ত বর্ষ নির্ভয়ে এখানে সঞ্চরণ করিয়া ক্রমিকই তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি এবং পরিশেষে তোমাকে লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বরই অমৃতসেতু।

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দেও, তোমাকে নমস্কার।

আমরা যদি সেই আদিকালের বিষয় অনুধ্যান করি, যখন দিক্‌দেশ ছিল না, যখন কাল ছিল না, তখন কি দেখিতে পাই—কেবলি অন্ধকার, কেবলি অন্ধকার; এখানকার কোন প্রকার অন্ধকারের সহিত সে অন্ধকারের তুলনাই হয় না। তখন দিবসে সূর্য্য উদিত হইয়া জগতকে আলোকিত করিত না; রাত্রিতে চন্দ্রমা উদিত হইয়া সুধাধারা বর্ষণ করিত না; গ্রহনক্ষত্র আকাশকে হীরকখচিত করিত না—বাহিরে জ্যোতির কণিকাও ছিল না—কেবলি এক দিগন্তব্যাপী অন্ধকার, প্রলয়ের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল।

"না ছিল এসব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি।"

সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে কেবল এক মহাজ্যোতি ধ্রুবজ্যোতি পুরুষ ওতপ্রোত হইয়া বর্ত্তমান ছিলেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের ইচ্ছা হইল, আর তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ অন্ধকারও ভেদ করিয়া জ্যোতি নির্গত হইল।

"ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল জয় জয় মহিমা তোমারি।"

কবির এই হৃদয়বিনিঃসৃত সত্য আজ বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে। আদিদেবের ইচ্ছা হইল আর তাঁহার জ্যোতির কণিকামাত্র লইয়া সূর্য্য প্রকাশিত হইল। তাঁহারই জ্যোতিঃকণা লইয়া চন্দ্রতারা গ্রহ উপগ্রহ সকলই প্রকাশ পাইল। আমরা দেখিতেছি এক সূর্য্য কিন্তু এমন সূর্য্য এবং ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর সূর্য্য কত শত সহস্র কোটি কোটি আছে, এই অসীম আকাশকে জ্যোতিষ্মান্ করিবার জন্য যে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কত কোটি সূর্য্যদীপকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা কে কবে নিঃশেষে গণনা করিতে পারিবে?

যেদিন সেই প্রথম আলোকের অভ্যুদয় হইল, সেদিন কি আশ্চর্য্য দিন—হৃদয় ভাবিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, বর্ণনা করিতে গিয়া রসনা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। যদি জগতের প্রাণ থাকিত, তবে সে কি আশ্চর্য্যভাবেই তাহা নিরীক্ষণ করিত। জগতেরও যখন উৎপত্তি হয় নাই, তখন একমাত্র সেই ইচ্ছাময় পরমাত্মাই জানিতে লাগিলেন যে, অন্ধকার ছিল, আলোক হইল এবং সেই সঙ্গে তিনি আপনাকেও প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্মরূপে চিরবর্ত্তমান জানিতে লাগিলেন

"তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।"

সেই যেমন জগতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য দিন চলিয়া গিয়াছে, সেইরূপ আরও একটী আশ্চর্য্য দিন চলিয়া গিয়াছে—যেদিন জগতে আদিমানবের জন্ম হইল, যে দিন এই জগত পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটী আত্মা বিসৃষ্ট হইল। কি নবীন ভাবে বিস্ফারিত নেত্রে সেই আদি মানব বিচিত্র জগৎ দেখিয়াছিল। কেবল অগণ্য অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র যে নিয়মিতরূপে প্রকাশ হইয়া সেই আদিদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে তাহা নহে, কেবল যে সেই আদিমানব নূতন আলোকে

নূতন ভাবে জাগ্রত হইয়া তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করিয়াছিল তাহা নহে; আজও অসংখ্য মানব অসংখ্য জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার মহিমাদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

মনুষ্য যতই কেন নূতন বস্তু রচনা করুক, কিছু দিন তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলেই তাহা ফিরিয়া দেখিতেও অনেক সময়ে অরুচিকর হইয়া উঠে। মনুষ্যহস্তের গঠিত রচনাতে চিরনূতনত্ব থাকে না—পুরাতন হইলেই তাহা পরিত্যাগ করিতে মনুষ্যের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি—প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্য উদয় হইতেছে কিন্তু প্রতিদিন মানবহৃদয়ে নূতন ভাব জাগ্রত করিয়া তাহা উদয় হইতেছে। নদী সকল একই ভাবে চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু এমন কোন্ হৃদয়হীন মানব আছে, যাহার হৃদয় তটিনীপ্রবাহের সঙ্গে অনন্তের দিকে ধাবিত না হয়? প্রতিদিন একই ভাবে সুনীল আকাশকে নক্ষত্রখচিত দেখি, কিন্তু প্রতিদিনই ইহাতে ভাবের কত নূতন রাজ্য আবির্ভূত দেখিতে পাই। প্রতি পূর্ণিমায় ধরণী জ্যোৎস্নার রজতরঞ্জনে রঞ্জিত হয়, কিন্তু প্রতিবারেই ইহাতে ভাবের কত নূতন কথা শুনিতে পাই। আমাদের কাছে মহান্ অট্টালিকা পুরাতন হইতে পারে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সূক্ষ্মতম শিল্পকার্য্যও পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু পুষ্পের সৌগন্ধ, মলয় বায়ুর স্নিগ্ধতা, সাধু হৃদয়ের পবিত্র ভাব, এই সকল ঈশ্বরের সৃষ্টি কখনো পুরাতন হয় না—ঈশ্বরের রচনা চিরনূতন ভাবে চিরবর্ত্তমান।

ঈশ্বরের এই সকল সৃষ্টি দেখিয়া কেবল মানব কেন, লোকলোকান্তরবাসী দেবতারাও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই—সেই দেবদেব আদিদেবকেই উপাসনা করিয়া থাকেন।

"যস্মাদর্ব্বাক্ সম্বৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং।"

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা আমাদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে।

মর্ত্ত্য জীব এবং দেবলোকের অমর দেবগণ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত রহিয়াছেন এবং যাঁহাকে নিয়ত উপাসনা করিতেছেন, তিনি অমৃত, তিনি আয়ুর কারণ। বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে যে প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না। এখন, সমুদ্রের অন্তস্থলে নিম্নতম স্তরে উপস্থিত হও, সেখানেও দেখিবে প্রাণ বিচিত্ররূপে ক্রীড়া করিতেছে; পর্ব্বতের উপরি ভাগে তুষারমণ্ডিত শিখরাগ্রে যাও, সেখানেও দেখিবে প্রাণ সমস্ত ছাইয়া রহিয়াছে; বায়ুসমুদ্রের প্রত্যেক বিন্দু পরীক্ষা কর, তাহাও প্রাণপরিপূর্ণ; পৃথিবীতে এমন স্থান কি আছে, যেখানে প্রাণের বিচিত্র লীলা দেখা যায় না? "প্রাণস্য প্রাণং" সেই মহাপ্রাণ ব্যতীত আর কে এই মরণশীল সংসারকে জীবনের আধার করিতে পারেন? তিনি ব্যতীত আর কাহার ইচ্ছায় এই প্রাণ সকল

বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র ভাবে জগতের প্রতি রেণুতে নৃত্য করিতেছে?

সেই আদিকারণ মহাপ্রাণ কেবল দেহের প্রাণহেতু নহে, তিনি আমাদের হৃদয়েরও প্রাণহেতু এবং আমাদের আত্মারও প্রাণহেতু। আমরা যে অপরের নিকট হইতে কত প্রীতিলাভ করিতেছি, অপরে যে আমাদের নিকট কত প্রীতিলাভ করিতেছে; পিতামাতা যে স্বীয় প্রাণ দিয়াও সন্তানকে রক্ষা করিতেছেন, সন্তান যে কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করিতেছে, এই সকল দেবস্পৃহনীয় ভাব যদি সেই প্রীতির মূল উৎস, যিনি আনন্দরূপমমৃতং তাঁহা হইতে না পাই, তবে আর কে ইহা হৃদয়ে প্রেরণ করিতে পারে? আমরা যে এলোকে থাকিয়া দ্যুলোকের কত সংবাদ রাখিতেছি; কোথায় কোন্ গ্রহ রচিত হইতেছে, কোন্ গ্রহ কোন্ সময়ে কোথায় আসিবে; আলোক প্রতি মুহূর্ত্তে কত লক্ষ লক্ষ যোজন পরিভ্রমণ করিয়া আমাদের নয়নগোচর হইতেছে; কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্র কি কি উপাদানে নির্ম্মিত, এই সকল বিষয় এখানে বসিয়াই জানিতেছি। কি আশ্চর্য্য সেই আদিজ্ঞান মহাজ্ঞান, যিনি এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এক বিন্দু আত্মা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে এত আশ্চর্য্য জ্ঞানের অধিকারী, এত বলশালী করিয়া দিয়াছেন।

এই কারণের কারণ আদিকারণ, এই প্রাণের প্রাণ আদিপ্রাণ পরমেশ্বর, এই প্রেমের মঙ্গলভাবের অনন্ত উৎস, এই জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর, অমৃতস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, এই অমৃতপুরুষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন— ইহা কেবল কথার কথা নহে, ইহা আত্মাতে অনুভব করিবার জিনিস—আজ এই আনন্দোৎসবের মধ্যে ইহা কেমন সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। যখন এই অমৃতদাতা পরমপুরুষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন তখন আমাদের কিসের ভয়—রোগে ভয় নাই, শোকে ভয় নাই, মৃত্যুতেও কিছুমাত্র ভয় নাই—অমৃত পুরুষের সহবাস যদি একটীবারও লাভ করি, তবে ভীষণ মৃত্যুও আমাদের কাছে অমৃতসোপান। তাঁহাতেই যখন সকলই প্রতিষ্ঠিত, তিনি যখন আমাদের পিতা মাতা ও সুহৃৎ, আবার তিনিই যখন অমৃতের সেতু, তখন আমাদের কাছে মৃত্যুর বিভীষিকা কোথায়?

"তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় হে তার;
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে নিত্য অমৃতরস পায় হে।"

ঈশ্বর আমাদিগকে যত প্রীতি করেন, এত প্রেম যখন অন্য কেহ দিতে পারে না; তিনি আমাদের মঙ্গল যত বুঝেন, এত মঙ্গল যখন অন্য কেহ বুঝিতে পারে না, তখন আমরা কি সেই মঙ্গলময় পিতা, স্নেহময়ী মাতার উপরে এতটুকু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না যে, ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, আমরা তাঁহারই মঙ্গলক্রোড়ের শীতল ছায়ায় বাস করিব? আমরা সকল সময় তাঁহার উপর নির্ভর করি না, তাই মৃত্যুকে ভীষণ বোধ করিয়া কাতর হইয়া পড়ি; ইহ জীবনকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া সংসারের মোহে এতদূর নিমগ্ন হই যে পরজীবনের কথা ভাবিতে গেলেই আকুল হইয়া পড়ি।

আজ বৎসরের প্রথম দিবস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যদি না-ও করিয়া থাকি, অন্ততঃ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য, আজ আ-

ইস, ঈশ্বরের চরণে এই তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ করি। এস, আমরা চেষ্টা করি, যাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহারই কার্য্যে জীবন ক্ষেপণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি—

"অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

ইহাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃতের সেতু। ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্য করিবে না, সম্যক্‌রূপে ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে; তবে পাপ তাপ মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃতলাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতুস্বরূপ।

আজ নববর্ষের প্রথম প্রাতঃকাল। আজ আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে গতকল্য পর্য্যন্ত আমরা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছি এবং আজ হইতে কতদূর উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি অতি সামান্য; কিন্তু সম্মুখে উন্নতির রাজ্য অসীম অনন্ত—এ পৃথিবী তাহার সীমা দেখাইতে পারে না, কোটি কোটি লোক তাহার সীমা দেখাইতে পারিবে না। আমাদিগের এই অনন্ত উন্নতির স্রোতে ভাসিতে হইবে—ইহাতেই আমাদের জীবন, ইহাতেই আমাদের আনন্দ।

এস, এতদিন যদি এই অনন্ত উন্নতির পথে আপনাকে না চালাইয়া থাকি, তবে আজ হইতেই চালাইতে প্রবৃত্ত হই। আর যেন দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিয়া কালহরণ না করি যে, আগামী বৎসর হইতে, কি আগামী মাস হইতে কি আগামী কল্য হইতে আপনাকে উন্নত করিব। সংসারের পথে স্থির ভাবে দাঁড়াইবার উপায় নাই—হয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, অথবা অবনতির পথে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। হৃদয়ে এইটী স্থির জানিয়া, সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়, ঈশ্বরের জয় জানিয়া, এস অবিলম্বে উন্নতির পথ অবলম্বন করি, অবনতি পশ্চাতে পড়িয়া থাক্। উন্নতিই জীবন, অবনতিই মৃত্যু; এস জীবনকেই অবলম্বন করি, মৃত্যুকে দূরে পরিত্যাগ করি। অমৃত পুরুষের অমৃত ধামে মৃত্যুতে ভয় নাই—মৃত্যুতে ভয় নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উদ্বোধন।

নেত্র উন্মীলন করিলে যাঁহার মহিমা দর্শন করি, এবং মুদিত নেত্রে চিন্তা করিয়া যাঁহার মহিমা হৃদয়ের অনন্ত আকাশে প্রত্যক্ষ করি, তিনি স্বয়ং তাঁহার এই সর্ব্বব্যাপী ব্যক্ত ও অব্যক্ত মহিমাতে বিরাজিত রহিয়াছেন। দেশকালে ও কার্য্য কারণে প্রকটিত এক একটি ঘটনা দ্বারা যখন আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া যায় তখন সেই উন্মুক্ত হৃদয়-দ্বার দিয়া প্রেম, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হয় এবং তৎপদ লাভে তাহারা চরিতার্থতা লাভ করে। প্রভাতে সূর্য্য উদিত হইলে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুষুপ্তি মুক্ত আমাদের জীবন যখন জাগ্রৎ হয় এবং প্রভাত বায়ু প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধ আনিয়া আমাদিগের নাসারন্ধ্রে স্বর্গীয়

প্রসাদ ঢালিয়া দেয়, তখন সেই প্রাণের প্রাণ চেতনের চেতন জগৎপ্রসবিতার সুন্দর বিমল জ্যোতিতে আমাদের হৃদয়ের প্রেমজ্যোতি আত্মসমর্পণ করে। মধ্যাহ্ন কালে প্রখর রবির উত্তাপে শরীর শুষ্ক হইলে সুরসাল অন্নপান যখন আমাদের রসনাকে সরস ও শরীরকে স্নিগ্ধ করে, তখন ধূপোত্থিত বাষ্পের ন্যায় আমাদের মনের কৃতজ্ঞতা হৃৎপিণ্ডকে নিষ্পেষণ করিয়া সেই স্বর্গাসীন পিতার চরণোদ্দেশেই উত্থিত হইতে থাকে। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের অস্তমিত মহিমাতে সেই মহিমান্বিতেরই মহিমা সন্দর্শন করিয়া সাধু হৃদয় প্রেমে বিধৌত হইয়া পবিত্রশ্রী ধারণ করে। পুরাতন মাস, পুরাতন ঋতু ও পুরাতন বৎসর বিগত হইয়া যখন নূতন মাস নূতন ঋতু ও নূতন বৎসরের নূতন প্রভাত আনয়ন করে তখন সেই নূতন প্রভাতে আমাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের পালনীশক্তি, মঙ্গল ইচ্ছা ও অজস্র করুণার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হয়। নিশাতে নিদ্রা মৃত্যুরই প্রতিকৃতি, কিন্তু ঈশ্বরের পালনী শক্তি প্রহরী হইয়া এই নিশার অন্ধকারে মৃত্যুর গ্রাস হইতে আমাদিগকে প্রভাতে জাগাইয়া দেয়। এখানে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য জীবনে এবং মোহ ও দুর্ম্মতি বিভিন্ন বেশে হৃদয়গহনে পর্য্যটন পূর্ব্বক অহরহ আমাদের আত্মার সুখ শান্তিকে হরণ করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু সেই প্রাণদাতারই প্রবল মঙ্গল ইচ্ছার এক অঙ্গুলি-শাসন তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমাদিগের আত্মার প্রসাদ রক্ষা করিতেছে। পিতা পরমাত্মা, পুত্র জীবাত্মা। পুত্রের প্রতি পিতার যে কত বিচিত্র বিবিধ করুণার নিদর্শন রহিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ইন্দ্রিয়গণের সহিত ঈশ্বর আত্মার যে যোগ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সেই যোগপ্রভাবে তাহারা বিচিত্র অন্নময় বিশ্বের অসংখ্য অপরিমিত মধুর রস আহরণ করিয়া তাহাকে উপহার দিয়া পুলকিত করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের যেখানে গতি নাই সেই অন্তররাজ্যে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বৃত্তি সকলের সহিত আত্মার যে যোগ পরম পিতা করিয়া দিয়াছেন তাহা দ্বারা জীবাত্মা সত্য ও সাধুভাব রূপ স্বর্গীয় রস পান করিয়া আপনাকে জ্ঞানে প্রেমে পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতেছে। আবার যে অন্তর্বাহ্যহীন অবস্থাতে সকৃৎ বিভা প্রস্ফুটিত থাকিয়া এক ধ্রুব মঙ্গলের আশ্বাসে তোমার আত্মাকে অনন্ত উন্নতির জন্য আহ্বান করিতেছে, যেখানে দেশকাল সম্ভূত সৃষ্টরসের অন্যতর রস ব্রহ্মানন্দ পারাবারসদৃশ অনন্ত প্রসারিত রহিয়াছে তাহাও এই সংসার মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মারই জন্য ঈশ্বরের অসীম কৃপা। মানবাত্মার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অধ, উর্দ্ধ বেষ্টন করিয়া দেশকালে এবং দেশহীন কালহীন দেশে ঈশ্বরেরই কৃপাবারি সঞ্চিত রহিয়াছে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত মানবের অন্যগতি নাই। আত্মার স্বাধীনতা যে তাহার জীবন, এবং সাধনা যে সেই জীবনের ক্রিয়া তাহাও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তপ্রদ কৃপা। সমস্ত সংসার তাঁহার কৃপার প্রকাশ। তিনি এই কৃপা-সাগরে মজ্জিত প্রাণিপুঞ্জের সহজ দৃষ্টির অন্তরালে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্থিতি করিতেছেন। যখন এই কৃপাভুক্ত জীবের জাগ্রত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় তখন তাহার সম্মুখে তাঁহার নির্ম্মল আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ করেন—

ভক্তের পূজায় প্রীত ও সমীপস্থ হইয়া তাহার সকল মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন।

জীবনের কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা অদ্যকার নূতন বৎসরের নূতন প্রভাত দেখিতে পাইলাম, ইহাতে আমাদের উপরে তাঁহার যে কত করুণা তাহা এখন আমরা স্মরণ করি। হে ব্রহ্মোপাসক, যে সকল ইন্দ্রিয় দিয়া ঈশ্বর তোমাকে সংসারের মধুর রস পান করাইতেছেন; জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি দিয়া যে স্বর্গীয় অমৃত-রস পান করাইতেছেন, তাঁহার নিজের সহিত একাত্ম যোগে যুক্ত রাখিয়া তোমাকে যে ব্রহ্মানন্দের অধিকারী করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রতি অর্পণ কর। নেত্রোন্মীলন করিয়াই উষার আলোকে তোমার জীবনের প্রতি যাঁহার করুণার বিবিধ নিদর্শন দেখিলে, এখন তাঁহার সুবিমল শিবংসুন্দরং স্বরূপ দর্শনের জন্য ঐ সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বল—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

এবং তাঁহাকে সূর্য্যে ও বিচিত্র বিশ্বে মঙ্গলময়রূপে ও স্বীয় আত্মার অন্তর্হৃদয়ে আনন্দরূপে অমৃতরূপে দর্শনও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার পূজা করিয়া নূতন বৎসরের নূতন জীবনে প্রথম পদ নিক্ষেপ কর।

প্রার্থনা।

সম্বৎসর কাল চলিয়া গেল। আজ আমরা আবার নববর্ষের প্রথম মুহূর্ত্তে সেই দেবদেবের পূজার্চ্চনা করিবার জন্য মিলিত হইলাম। সেই একটি দিন যে দিনে পৃথিবী অন্ধকারের কুক্ষি হইতে প্রসূত হইল, উষার অরুণরাগে তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িল। আজিকার প্রভাতে বসিয়া আমরা সুদূর অতীতের প্রথম সূর্য্যোদয় কল্পনাক্ষেত্রে আনয়ন করিতে পারিতেছি। সেই পুরাতন পরমেশ্বরের অনন্তশক্তি স্মরণ করিয়া হর্ষবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি!

সূর্য্যের বিমল কিরণ ত পৃথিবীগাত্রে নিপতিত হইয়াছিল, বায়ু বৃষ্টিত বসুন্ধরাকে সুশীতল করিয়াছিল, কিন্তু সেই দিন হইতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব স্থাপিত হইল, যে দিন আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহগণ, অগ্নির ভিতরে জলের ভিতরে সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ওষধি বনস্পতির ভিতরে সেই অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

এত দিন পৃথিবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, জড় শরীরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু সেই দিন হইতে আত্মার প্রাণ জাগিয়া উঠিল, যে দিনে জড় আবরণ ভেদ করিয়া আত্মার দৈব চক্ষু অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে দেখিতে পাইল। আনন্দের বিমল উচ্ছ্বাস হৃদয়ের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া চারিদিক প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে হ্যমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

হে দিব্যধামনিবাসী দেবতারা! তোমরা সকলে শ্রবণ কর আমরা সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি।

আলোক অন্ধকারের—দিবারাত্রির পর্য্যায় পরিবর্ত্তনে একভাবে এই পৃথিবীর

আবির্ভাব ও তিরোধান নিত্য ঘটিতেছে। তাহার উপরে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ক্রমাগত প্রধাবিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া অনন্তের মহিমা কি আমাদের আত্মাতে চিরমুদ্রিত হইবে না। সূতিকাগৃহে সদ্যোজাত শিশুর করুণ রোদন, শ্মশানের চিতাধূম দেখিয়া কি বৈরাগ্যের ভাব আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে না। যৌবনশ্রী সুখসম্পদের গর্ব্বে তুমি স্ফীত হইয়া পড়িয়াছ, ঐ দেখ জীবনের পরিণাম নরকঙ্কাল তোমাকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে। সকলে বৈরাগ্য অভ্যাস কর, ঈশ্বরের পথে সাধনার পথে ক্রমিকই অগ্রসর হও। তাঁহার নিকট সম্বল ও পাথেয় যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া লও।

পরমাত্মন! সংসার প্রবাসে ফিরিতে ফিরিতে আজ আমরা নূতন পান্থশালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কণ্টক বনের মধ্যে চলিতে চলিতে দেহমন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। শোক তাপের মর্ম্ম যাতনায় হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। সংসারের মলয় হিল্লোলের সাধ্য নাই যে আমাদের স্বাস্থ্যবিধান করে। দেহ মন অবসন্ন অথচ মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল। আমরা অন্ধ, "অন্ধ জনে দেহ আলো", আমরা মৃতপ্রায়, "মৃতজনে দেহ প্রাণ" আমরা দুর্ব্বল "করুণাকণা কর দান"। তুমি আত্মার ভেষজ, তোমাকে পাইয়া আত্মার মহাব্যাধির শান্তি হউক। তুমি গুরু হইয়া জ্ঞান দাও, নেতা হইয়া পথপ্রদর্শন কর। ধ্রুবতারার ন্যায় আমাদের সমক্ষে জ্বলন্ত থাক যে আমরা দিশাহারা হইয়া না যাই। তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবার জন্য আমরা এই বর্ষমুখে তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। তুমি তোমার অভয় হস্ত আমাদের মস্তকের উপর বুলাইয়া দাও যে নির্ভয়ে আমরা এখানে বিচরণ করিয়া তোমার মহিমা মহীয়ান করিতে থাকি, তোমার ধর্ম্ম জগতের সমক্ষে ধারণ করিতে পারি, তোমার নাম গাহিতে গাহিতে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ— তাল ঝাঁপতাল।

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময় পরিপূর্ণ জ্ঞানময় কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে।

রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি ঊর্দ্ধমুখে করপুটে নব সুখ, নব প্রাণ নব দিবা আশে।

কি দেখিব কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,নূতন আলোক আপন মনমাঝে।

সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয় মুখে চলে যাব গান গাহি, কে রহিবে আর দূর পরবাসে।

দয়া।

"Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful."—St. Luke. vi. 36.

জগতের চতুর্দ্দিকে অগণন শোভারাশি পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত গুল্মলতাপরিবেষ্টিত গভীর কাননের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছি,—হিমবৎ ভূধরের তুষারকিরীটশোভিত নির্ঝরসঙ্গীতপূর্ণ শৈবালময় শিখরদেশের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি,—গভীর নিশীথে বংশীর মর্ম্মভেদী অমৃতস্রাবী বিরহযাতনাপূর্ণ বিলাপমূর্চ্ছন শ্রুতিগোচর করিয়াছি,—মৃদুমন্দ সুখাবহ মলয়ানিলের স্নিগ্ধ

ও জীবনপ্রদ তরঙ্গে দেহ ঢালিয়া দিয়াছি, —গিরিকন্দরে বসিয়া শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছি,—জ্ঞানরাজ্যের অত্যুচ্চ প্রদেশের অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের দ্বারে আঘাত করিতে করিতে সময়ে সময়ে প্রবেশ লাভও করিয়াছি,—সুখতৃষ্ণা এবং সৌন্দর্য্যপিপাসা-প্রণোদিত হইয়া নানা জনপদ এবং নানা বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিয়াছি,— কিন্তু কিছুতেই প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। রূপরসগন্ধস্পর্শাদির পবিত্র মাধুর্য্য সম্ভোগ করিলে ক্ষণভঙ্গুর সুখ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু সংসারসংগ্রামশ্রান্ত দেহমনপ্রাণকে একটী ক্ষুদ্র লোকচক্ষের অতীত নির্জ্জনতাপরিপূর্ণ নিকুঞ্জকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই শান্তিময় মানব-হৃদয়-পর্য্যঙ্কে শায়িত না করিলে, প্রাণ সুশীতল হয় না,—মনের ব্যথা মনেই থাকিয়া যায়।

মানব-হৃদয়-কন্দরই সর্ব্ব মাধুর্য্যের আগার। হৃদয়রূপ দূরবীন্‌টী যতই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, ততই অসংখ্য, অভিনব, অতীব মনোমদ শোভা অন্তর এবং বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়াছে।

বনভূমির অন্তর্দেশে প্রবিষ্ট হইলে, কেবলই যে চারিদিকে একই বর্ণের ও একই প্রকার সৌরভময় পুষ্পরাজি নয়নপথে উদিত হইবে, তাহা নহে। বিভিন্নতাই উপবনশোভাসমষ্টির প্রাণ। সেই প্রকার, শোভায় শোভায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়কাননের সুশীতল ও ছায়াময় প্রদেশে নানা জাতীয় বৃক্ষলতাগুল্ম অঙ্কুরিত, মঞ্জরিত এবং নিত্য নব-কুসুমিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোথাও বা কণ্টকিত পাদপ—কোথাও বা গন্ধহীন পুষ্পাচ্ছাদিত বিটপী—কোথাও বা তিক্তরসপূর্ণ-ভস্মগর্ভ-ফলশালী তরু,—কোথাও বা মনোহারী বিষবৃক্ষ। বিহঙ্গমকাকলীমুখরিত অটবী মাত্রেই যে চন্দনবৃক্ষ জন্মে, তাহা নহে।

ভাব-লতিকাদির মূলসমূহ পরস্পরের সহিত নয়নাতীত অথচ ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। একটীর মূলদেশে খনন করিতে করিতে অন্যগুলিরও মূলোৎপাটন সংঘটিত হয়।

মানব আত্মার যে সমুদায় ভূষণ আছে, —পরমাত্মার যে সমুদায় স্বরূপ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বজীবসুখকারী ভূষণ ও স্বরূপ দয়া এবং প্রেম। প্রেম এবং দয়া মানব আত্মার দুইটী বিভিন্না বৃত্তি। ইহাদের উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দয়া প্রেমের অন্তর্ভূতা। দয়া রজতময়ী। প্রীতি হিরণ্ময়ী।

দয়া প্রেমের অতি নিকট কুটুম্ব। তাই, অলিভিয়াপ্রমুখ ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

"Vio—I pity you.

Oli—That's a degree to love." ১

দয়া ও প্রেমের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্য আছে বটে,—"Pity's akin to love."২—কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্যও আছে।

দয়া পরকে আপনার করে। প্রেম আপনাকে পরের করে। দয়ার চক্ষু নিম্নের দিকে। প্রেম সর্ব্বদর্শী। উহা যেমন নিম্নগ, তেমনি উর্দ্ধগ। দয়া দারিদ্র্য ও মালিন্য দেখে। প্রেম ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে। হীনতা দয়ার উদ্রেক করে। অভাব ও অযোগ্যতাই প্রথমে দয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রেষ্ঠতা, সত্য বা কল্পিত, প্রেমের উদ্রেক করে। যোগ্যতা প্রেমের নয়নকে আকৃষ্ট

(১) Shakespeare. Twelfth Night.
(২) Thoma Southerne.

করে। উচ্চতা ও মহত্ত্বের প্রতি দয়া জন্মে না,—কারণ, তাহার প্রতি দয়ার প্রয়োজন হয় না। উচ্চতা ও মহত্ত্বের প্রতি সহজেই প্রেম উদিত হয়। দয়া বৃহৎকে ক্ষুদ্র করে। প্রেম ক্ষুদ্রকে বৃহদাকার দর্শন করে। দয়া অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে। দয়ার ভাবনা অধিকন্তু বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে। দয়ার প্রবাহ ইহকাল-ব্যাপী। দয়ার দৃষ্টির সীমা পৃথিবী। প্রেম অ-তীত হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া ভবিষ্য-তের দিকে অগ্রসর হয়। প্রেমের ভাবনা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে। প্রেমের প্রবাহ ইহপরকালব্যাপী। উহার দৃষ্টির সীমা নাই; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালপুরী পর্য্যন্ত তাহার গতি ও অধিকার। দয়া বৈষম্য দর্শন করে। প্রেম উহা নাশ করে। প্রেম সমদর্শী। দয়ার সহিত বিষাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। দয়ার অশ্রু যাতনাময়। প্রেমের অশ্রু সুখময়। প্রেম হর্ষের সহিত নিকট সম্বন্ধে জড়িত। দয়াতে আত্মবিস্মৃতি নাই। প্রেম আত্মহারা। দয়ার প্রধান কার্য্য দুঃখ দূর করা। প্রেমের প্রধান কার্য্য সুখ বর্দ্ধন করা। দয়া সকাম। প্রেম নিস্কাম। দয়ার পুরস্কার কৃতজ্ঞতা। প্রেমের প্রতিদান প্রেম। দয়া নিরাশার সহোদরা। আশা প্রীতির সহোদরা।

দয়া ও প্রেম উভয়েই কর্ম্মী। উভ-য়েই ত্যাগী, বিরাগী, সন্ন্যাসী। উভয়েরই লক্ষ্য ও চেষ্টা মঙ্গলের দিকে,—অমঙ্গলের বিরুদ্ধে। উভয়েরই ভাবনা পরের জন্য। উভয়েই ধীর, বিনয়ী, সহিষ্ণু ও লজ্জাশীল। উভয়েই আত্মম্ভরিতা দূর করে। উভয়েই অহঙ্কারশূন্য। উভয়েই তৃণাদপি সুনীচ ভাব আনয়ন করে। উভয়েই স্বার্থশূন্য। উভয়েই বিক্রমশালী। উভয়েই অশ্রু-ভূষিত। উভয়েরই উচ্ছ্বাসের প্রকাশ অশ্রু-কণাতে। উভয়েই পরের সত্তায় আপনাকে এবং আপনার সত্তায় পরকে মিশ্রিত করে,—দয়া ক্ষণকালের জন্য,—প্রেম চির-কালের জন্য। উভয়েই পর সুখে সুখী, এবং পর দুঃখে দুঃখী। উভয়েই অপরকে দিতে চাহে,—অপরের নিকট হইতে কি-ছুই লইতে চাহে না। উভয়েই পার্থক্যে একভাব আনয়ন করে। উভয়েই সমবে-দনা অনুভব করে। উভয়েই নিজ সুখ তুচ্ছ করে,—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে। উভয়েরই ব্রত পরোপকার। উভয়েই গুণগ্রাহী, সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উভয়েই উভয়ের সত্তাতে অনুপ্রবিষ্ট। উভয়ে একই জাতীয়। উভ-য়েই এক গৃহে, এক পরিবারে জাত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গ, এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও জীবন বলিয়া উভয়ের বাহ্যিক আকারের ও প্রকৃতির এত বিভিন্নতা।

প্রেম ও দয়া ধর্ম্মজীবনের প্রধান সহায়। উহার ঔৎকর্ষ্যই ধর্ম্মসাধনের চূড়ান্ত ফল। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নানা মতভেদ থা-কিতে পারে, কিন্তু দয়া ও প্রেমই যে ধর্ম্মজীবনের বিকশিত অবস্থার সৌরভ এতৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ দৃষ্ট হয় না। উহা মুক্তিলাভের একটী প্রধান সোপান।

বৌদ্ধ উক্তি এই যে,—"Be Kind to all that liveth"১—সর্ব্ব জীবে দয়া করিবে। বৈষ্ণব বিধি এই যে;—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন।
এই তিন কার্য্য তুমি করো সনাতন॥"২

সর্ব্বজীবে দয়া ত বিধি। নিষেধ কি? না,—"প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"

(১) Fo She hing tsar King. V. 2, 204.
(২) চৈতন্যচরিতামৃত।

খৃষ্টীয়ান্ উক্তি এই যে, “দয়ালু ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ তাঁহারা ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিবেন।”[৩] যদি দয়া এবং প্রেম না থাকে, তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথাই পরিশ্রম।[৪] মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন, “তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন দয়ালু, তেমনি দয়ালু হইবে।”[৫]

মহম্মদীয় উক্তি এই যে, পরমেশ্বর দয়ালু ব্যক্তি এবং মঙ্গলকারিগণের প্রতি সন্তুষ্ট।[৬]

যাবতীয় মনস্বিগণের বাক্যেও এই সমুদায় বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। হৃদয়বান্ ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—

> "Howe'er it be, it seems, to me,
> 'Tis only noble to be good.
> Kind hearts are more than coronets,
> And simple faith than Norman blood."[৭]

—সাধুশীল ব্যক্তিই প্রকৃত “খান্‌দান্” বিশিষ্ট সৎকুলোদ্ভব। দয়ার্দ্র হৃদয়ই কিরীটভূষিত মস্তক অপেক্ষা সম্মানার্হ এবং সরল বিশ্বাস (নর্ম্মান্) উচ্চবংশীয় শোণিত অপেক্ষা অধিকতর ভক্তিভাজন।

ওজস্বী ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—

> "The drying up a single tear has more
> Of honest fame, than shedding seas of gore."[৮]

—দীন হীনের একটী মাত্র অশ্রু বিমোচন করা রুধিরপ্রবাহে ধরাকে সিক্ত করা অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে অধিক গৌরবজনক।

দয়া সগৌরবে সংবাদ পত্রের স্তম্ভে স্বকীর্ত্তির বিজ্ঞাপন ঘোষণা করে না। দয়া গোপনে, অন্ধকারে, নিঃশব্দে,—পরের নহে,—নিজের যাতনা দূর করিবার চেষ্টা করে। নয়নান্তরালে নীরবে দয়া যাহা অনুষ্ঠান করে,এক নিত্য জাগ্রত চক্ষু তাহা নিরীক্ষণ করে। মানবীয় ঢক্কাধ্বনি অপেক্ষা আত্মপ্রসাদ অধিকতর সুখকর দয়ারই পুরস্কার।

দয়ালু ব্যক্তি যোজন-বিস্তৃত-উপাধিভূষিত গণ্য মান্য সংসারিকগণের অর্থশূন্য মৌখিক হাস্য বা পৃষ্ঠদেশে স্নেহসূচক চপেটাঘাত লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য এবং ক্ষণজন্মা জ্ঞান করেন না। দয়া দীন হীন অনাথের মলিন নয়নের লবণাম্বু বিন্দুতেই পরিতৃপ্ত। মেঘবর্ষিত মৃদুপতিত জল বিন্দুর ন্যায় দয়া নীরবে শোকসন্তপ্ত জীবের স্নেহহীন মস্তকে পতিত হয়। নব-তৃতল-গৃহের অভ্যুত্থানস্থলে বহু বন্ধু বান্ধবের সমাগম হইবে, কিন্তু যে ভগ্নপ্রাচীর কুটীরের মধ্যে শোকতাপ এবং নিশাচর পক্ষিগণ কুলায় রচনা করিয়াছে, যাহার ধরাবলুণ্ঠিত বিশাল বক্ষের উপর ক্লান্ত জ্যোৎস্নালোক আর পূর্ব্বের মত বিশ্রামার্থ শয়ন করে না, দয়া সেইখানেই গমনাগমন করিয়া সুখী হয়। জীবের ক্লেশ দূর,—একবিন্দু অশ্রু মোচন করিতে পারিলেই, দয়া মানব জীবনকে সার্থক বিবেচনা করে এবং এই দীর্ঘ প্রবাসে থাকিয়া অশেষ কষ্টভোগ করাকে অনর্থক জ্ঞান করে না। নভোমণ্ডলের শশিতারকার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ধাবিত হয়, কিন্তু ধরণীর ধূলির উপর চরণতলে পতিত হইয়া যে কীট ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা হায় কে অনুভব করিবে? বুদ্ধেরই বিশাল হৃদয় তাহাদেরও জন্য কাঁদিয়াছিল! ধর্ম্মাভিমানী সাধু অসাধু ব্যক্তিকে দেখিয়াও না দেখিতে চাহিবেন,—তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী অস্তিত্বের প্রতি চক্ষু মুদিত করিবেন, কিন্তু ভগিনী

(৩) St. Mark. V. 7 etc.
(৪) St. Paul. 1. Cor. XIII.
(৫) St. Luke. VI. 36.
(৬) Sale's Koran. ch. III.
(৭) Tenneyson. Lady Clara Vere de Vere.
(৮) Byron. Don Juan. canto. VIII.

ভোরার মহাপ্রাণ তাহার মলিন আলয়ে তাহার মলিন মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহার আঁধার হৃদয় ও মলিন জীবনের বিষয় ভাবিয়া অশ্রুধারাতে অবনীতল সিক্ত করিত! সংসারের বড় মানুষেরা সাধু ও মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত কোলাকুলি করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু মহাত্মা হাউয়ার্ডের প্রাণ রুগ্ন মলিন কারাবাসিগণেরই জন্য সর্ব্বদা পিপাসিত থাকিত! সুনীতিপরায়ণ সাধুগণ সুখশান্তিহীনা ধর্ম্মশূন্যা বারবনিতাগণের নাম উচ্চারিত হইলেই ভ্রূকুটি পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সৌরভপায়ী সুকোমল সূক্ষ্ম শিরানিচয় কুঞ্চিত করিয়া বক্তার প্রতি সুতীব্র দৃষ্টিপাত করিবেন, কিন্তু গাজানিবাসী ভাইট্যালিসের পবিত্র প্রাণ স্বীয় গুহার নির্জ্জনতা এবং তমোরাশির মধ্যে কত দীর্ঘ নিশি বসিয়া বসিয়া আলেক্জান্দ্রিয়া-নগরবাসিনী পতিতা রমণীগণের হীন, মলিন ও অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া দয়াময়ের পবিত্র চরণে কতই সাশ্রু অনুনয় জ্ঞাপন করিয়াছিল!

রত্নখচিত মার্ব্বেলভূমি অপেক্ষা অনাথ আতুরগণের পর্ণকুটীরের বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ ধূলীর উপর উপবেশন করিয়া দয়া সমধিক সুখানুভব করে। দয়া জুড়ি গাড়ির অগ্রে দৌড়িতে চাহে না। সে অন্ধের যষ্টি হইয়া,—খঞ্জের হস্ত ধরিয়া,—স্বেদস্নাত শ্রমজীবির ভার স্কন্ধে বহন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। দয়ার-সাগর-কল্প ঈশ্বরচন্দ্রই বলিতে পারেন,—"হে রাজন্! তোমার জুড়ি গাড়িতে চড়িয়া তোমার প্রাসাদে গমনাগমন না করিলেও আমার চলিবে, কিন্তু দীন হীন বন্ধুর পর্ণকুটীরে গমন না করিলে আমার একদিনও চলিবে না।" ধন্য কঙ্করময়ী বাঢ়ভূমি! তোমার উষরক্ষেত্রে এত কোমলতা, এত সৌন্দর্য্য কি প্রকারে ফুটিয়া উঠিল? সমাজ সমূহকে জিজ্ঞাসা করি,—"আপনাদের সিদ্ধির ঝুলি হইতে এইরূপ কয়টী হৃদয় বাহির করিতে পারেন?"

দয়া ও প্রেমই যে ধর্ম্মবৃক্ষের সুপক্ক ফল, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ কি?

খৃষ্টীয়ানদিগের উপাস্য মূর্ত্তি মেরীনন্দন ঈশা নহেন। যিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে আহার, তৃষ্ণাতুরগণকে সুপোদক ও নগ্নদেহ ভিক্ষুকগণকে বস্ত্র দান করিতেন এবং দুঃখী রোগিগণের গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের সেবা এবং শুশ্রূষা করিতেন, তিনিই মহাত্মা ঈশা,—অমানুষ দেবতা নহেন,—হৃদয়বান্ মানব,—মানবের সন্তান।

সুবর্ণ মুদ্রার বক্ষে অঙ্কিত মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে,—কিন্তু মানব আত্মার উপর অরূপী প্রেমময়ের যে মুখাকৃতি খোদিত রহিয়াছে,—তাহা লুপ্ত হইবে না। কালক্রমে ঐ অঙ্ক গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকিবে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকেরা নানা রূপে পৃথিবীর কাল নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ প্রস্তর বা লৌহাদির ব্যবহার বহুলতা অনুসারে পৃথিবীর একটা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করেন। পুরাণপ্রণেতাগণ ধর্ম্মাধর্ম্মের আধিক্য বিচার পূর্ব্বক সত্য প্রভৃতি যুগ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু প্রকৃত অঙ্কপাত ইহাঁরা কেহই করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর শৈশবে জড়ের কাল গিয়াছে,—যৌবনে পশুশক্তির কাল,—প্রৌঢ়াবস্থায় জ্ঞানশক্তির কাল এবং এই তিন কাল অতীত হইয়া এক চরম প্রেমশক্তির কাল আসিবে। 'বাহুবলই বল,' এই বাক্য অপ্রমাণিত হইয়াছে। 'বুদ্ধি যাহার, বল তাহার,'

এই সত্য মহাত্মা সক্রেটীসের সময় হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে,—হিন্দু নীতি-গ্রন্থাদিতেও এই মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রেমের রাজ্য আসিতেছে, এই সুসমাচার সর্ব্বদেশীয় প্রেমিকগণের জীবনে পাঠ করা যায়। পুরাণ উপপুরাণাদি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। হৃদয়-পুরাণই সত্য। উহা ভাবী সত্যযুগের, —হিরণ্ময় কালের,—হৃদয়-শক্তির একাধিপত্যের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতেছে! সেই সুদূর ভবিষ্যতে,—নব সত্যযুগে মানব সংগ্রামশ্রান্ত হইয়া রুধিরস্রোতসিক্ত ধরণীকে সাত্ত্বিক-অশ্রুধারাতে বিধৌত ও বিগতকলঙ্ক করিবে,—হিমালয়ের পাষাণদেহ নবদ্রবীভূত হইবে,—কোমলতা পাষাণবৎ দৃঢ়তা ধারণ করিয়া নারীকে মানবের পার্শ্বে এক সিংহাসনে বসাইবে। তখন প্রেমবিদ্যাই,—হৃদয়-পাণ্ডিত্যই পরা বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে,—দেবদেবীমূর্ত্তি সমূহ সিংহাসনভ্রষ্ট হইবে এবং প্রেমিক ও দয়ালু আত্মাই ভগবানের চরণতলে মানব-হৃদয়-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সমুদায় জগতের সম্মাননা লাভ করিবে।

(যন্ত্রস্থ "প্রেম" হইতে উদ্ধৃত।)

পত্র।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মহাশয়েষু।

শ্রীমান্ সুকুমার দত্তের উপনয়ন হইয়া গেলে তাহার দ্বাদশ দিবসে গত ৪ ঠা চৈত্রে তাঁহার সমাবর্ত্তন সময়ে আমি যে উপদেশ দিয়াছিলাম তাহার সহিত কল্যাণপ্রদ বেদবাক্য সংযুক্ত করিয়া আপনার নিকট পাঠাইতেছি আপনি ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবেন। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৮১৭ শক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপদেশ।

ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার। দেশভেদ নাই, কালভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার,যেহেতু ব্রহ্ম এক পিতা, সকল মনুষ্যই তাঁহার সন্তান। অতএব যে মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাতেও সকল মনুষ্যের অধিকার। সেটি গায়ত্রী মন্ত্র। এই দেশের পূর্ব্বকালের ঋষিরা সকল বেদ মন্থন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি মন্ত্র উদ্ধার করিলেন, সেই মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র। ঋষিরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েনচ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। আত্মা পরমাত্মার যে যোগ তাহাও এই মন্ত্রে রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কি হিন্দু, কি অহিন্দু সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। আমরা ব্রহ্মোপাসক হইয়া উন্নত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এবং পূর্ব্ব ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া এই কথা বলিতেছি, গায়ত্রী মন্ত্রে সকল মনুষ্যই অধিকারী।

"ইমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"

এই কল্যাণ বাক্য সকলকে বল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আর্য্য, আত্মপর সকলকেই।

গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করা হয়। জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার আরাধনা এই সাবিত্রীব্রত বিধিপূর্ব্বক

গ্রহণ না করিলে ইহাতে কোনও ফল হয় না। অতএব-ব্রহ্মবিৎ পিতামাতা যাঁহারা আপনাদের বংশ পবিত্র করিতে চান, তাঁহাদের কর্ত্তব্য উপযুক্ত বয়স্ক বালককে কোনও ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত করেন। সেই আচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিবেন—যাহাতে সেই অজর, অমর, অভয় পুরুষকে জানিতে পারে তাহার উপদেশ দিবেন। উপনীত বালকের কর্ত্তব্য অবলম্বিত ব্রত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাবজ্জীবন পালন করিবে। ইহাতে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

সৌম্য সুকুমার, তুমি যে সাবিত্রীব্রত অদ্য বিধি পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ইহা চিরজীবন যত্ন পূর্ব্বক পালন কর, এই আমার উপদেশ। গায়ত্রী মন্ত্র কি? তাহা তুমি শিক্ষা করিয়াছ। হৃদয়ের প্রেম ভক্তি সহকারে সেই গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা যে পরমেশ্বর প্রতিদিন তাঁর উপাসনা করিও, কখনও ভুলিও না। তাহা হইলে উত্তরোত্তর সিদ্ধি লাভ করিবে। সংসিদ্ধ হইলে ব্রহ্মকে লাভ করিবে—ব্রহ্মলাভে মুক্তি হইবে। "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবতি" ইহাতে মর্ত্ত্যজীব অমর হয়। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করে। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার অবলম্বিত ব্রত পালনে সমর্থ হও।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য)

(কার্ত্তিক মাসের পত্রিকার ১১৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রেমময়ে হৃদিমাঝে সতত দেখিতে,
তাঁহার আদেশ বাণী,
উৎকর্ণ হইয়া শুনি,
প্রেমানন্দে প্রাণভরে জীবনে পালিতে,
জান জীব! জন্ম তব, ভুলিলে তাঁহারে,
বিষাদের অন্ধকার,
ঘেরিবে জীবনে তব,
আপন আপন করি মজিবে সংসারে॥
হায় যারা তাঁর বাণী না করে শ্রবণ,
প্রবৃত্তির বশে ফিরে,
বিষয়ের অন্ধকূপে,
তাহাদের কিবা হয় দারুণ পতন!
হে জীব! এখনি লও তাঁহার শরণ,
সে দিনের আগে জাগ,
কেমনে এ পাপ লয়ে,
তাঁহার নিকটে তুমি করিবে গমন?
পাপ তরে তাঁর কাছে করহ ক্রন্দন।
ছাড় মোহ, ছাড় পাপ,
একান্তে তাঁহার হও,
দেখিবে হৃদয়ে তাঁর প্রসন্ন নয়ন॥
এখানে পাইবে তবে ধর্ম্মের সোপান।
পরে দেব লোকে গিয়া
দেবগণ সহ মিলি,
সমস্বরে করিবে হে বিভুগুণ গান॥
তোমরা পাইয়া তাঁরে, ওহে ব্রাহ্মগণ!
কিবা আনন্দে মাতিছ।
তাঁর প্রেম চারিদিকে, দেখিয়া পুলকে,
কিবা তাঁহারে গাহিছ।
তাঁর প্রেম অনুরাগ, হৃদয়ে ধরিয়া
তারকা তপন জ্বলে।
তাঁর প্রেম-সুধাভরা, সুধাংশু শোভন,
সুধা ছলে কিবা গলে॥
তাঁর নাম লয়ে বজ্র, গভীর নিনাদে,
বলে সকল মানবে।
দাও ব্রহ্মে দাও মন, কর তাঁর কায,
যদি ভবে পার হবে॥
সমীরণ যথা বয়, গায় তাঁর গান,
গায় সমুদ্র সরিৎ।
নিয়ত নিখিল বিশ্ব, হয়ে একতান,
ধরে সে মধু সঙ্গীত॥
তোমরা বিশ্বের সহ, মিলাইয়া স্বর,
ডাকিতেছ প্রাণনাথে।

"শরণ লইনু মোরা, তব পদছায়ে,
রহ অধীনের সাথে ॥"
কিন্তু কি তাঁহারে পেয়ে হবে স্বার্থপর ?
দেখিবে না পাপ তাপে ডুবি কত নর।
মানুষ হইয়া করে পশু আচরণ ॥
অমৃতের পুত্র বলি না করে স্মরণ ॥
তাহাদের তরে অশ্রু করহ মোচন।
ফিরাইতে তাহাদের বলহ বচন ॥
পাইয়াছ যেই সুধা আত্মার আপন।
আনন্দে সে সুধা সবে কর বিতরণ ॥
ঘরে ঘরে তাঁর পূজা করহ প্রচার।
অমৃতের খনি যিনি, সুখ-পারাবার ॥
অগ্নিময় বাক্যে কেহ গ্রন্থ বিরচিয়া।
তাঁর কথা বল বল পৃথিবী জুড়িয়া ॥
পর্য্যটক হ'য়ে কর তাঁর নাম গান।
প্রাসাদে কুটীরে কর সেই সুধাদান ॥

ইতি দ্বিতীয় প্রকরণ দ্বিতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায়

"তাঁর সহ যোগ হ'লে একবার।
সে যোগ বিচ্ছেদ হবে নাহি আর ॥"

এই দুই ছত্রের পর—

রবী শশী তারা হ'লেও নির্ব্বাণ।
সে যোগের নাহি হবে অবসান ॥

এই দুই ছত্র অতিরিক্ত হইবে।

প্রেরিত।

পরম ভক্তিভাজন
শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয় মহাশয়!

অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক মৎপ্রেরিত ক্ষুদ্র পত্রখানিকে আপনার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

বোলপুর শান্তিনিকেতনবাসী সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ স্বামী বিহারের সীতামাঢ়ী অঞ্চলে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আমাদের সমস্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে তিনি ২।৩ বৎসর হইতে এ অঞ্চলে সময়ে সময়ে আগমন করিয়া ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ পরিচিত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। ইনি দুই দিন কাল অবস্থান করিয়া আমার ক্ষুদ্র কুটীরে উপাসনা ও অত্রত্য সুবিস্তৃত নাট্যশালায় "ব্রহ্মজ্ঞান" সম্বন্ধে এক সুললিত বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আশাতীত পরিতৃপ্তি প্রদান করিয়াছেন। সভাস্থলে কিঞ্চিদূন দুই শত বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রলোক সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণপিপাসু হইয়া একস্থানে এতলোকের সমাবেশ দর্শন অতীব বিরল। স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহী ও অমৃতনিঃস্যন্দী বহুক্ষণব্যাপী বক্তৃতা বাস্তবিকই সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল। এখনও অনেকের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু স্বামীজী বেদ উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া যে প্রণালীতে তাহা ব্যাখ্যা ও প্রচার করিতেছেন তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম একমাত্র সত্য সনাতন ও ঋষি মুনিদিগের ধর্ম্ম সাধারণের সে বিশ্বাস যে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে সাধারণের সংস্কার ছিল যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ইংরাজি শিক্ষিত ও ইংরেজী অনুকরণপ্রিয় উদ্ধত যুবকদিগের ধর্ম্ম কিন্তু স্বামীজীর ন্যায় একজন হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশে ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রচারক ব্রত অবলম্বনে যে সে সংস্কার ক্রমে অপনীত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন লোকে

বুঝিতেছেন যে এই বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুর সনাতন ও শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম। যিনি ইংরাজির একটী অক্ষরই শিক্ষা করেন নাই তিনি আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক।

… … … … …

যাহা হউক স্বামীজীর এই ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতায় সকলে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে বক্তৃতান্তে অনেকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর আসিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার আসন একজন এদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সুন্দর পুষ্প পত্রে যত্নের সহিত সাজান হইয়াছিল।

সমস্তিপুর নববিধান সমাজ ২৮।৪।৯৫ — প্রণত শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫ চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় … …	২৭৩।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩৫৯।৵১১
সমষ্টি … …	৩৬৩২৸৵৫
ব্যয় …	২৯১৶০
স্থিত	৩৩৪১॥৶৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	১৪৫৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৮১৬ শকের চৈত্র মাসের দান	১৪০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
	১৪৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …	৮৪৸০
শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর কাকিনা	১৫৸৵০
শ্রীযুক্ত বাবু বরদানাথ হালদার জোয়ানপাড়া	১৩॥০
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ মাণিকদহ	১০৵০
" " ব্রাহ্মসমাজ সৈয়দপুর	৩৸০
" " ব্রাহ্মসমাজ বাঁকুড়া	১৸৵০
" বাবু কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস—ঝাজি	১৸৵০
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ কটক	১।৵০
" ডাক্তার পি, কে, রায় কলিকাতা	১৫৲
" বাবু রামচন্দ্র সিংহ ঐ	৩৲
" " দ্বারকানাথ রায় ঐ	৩৲
" " বিশ্বম্ভর শিকদার ঐ	৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ঐ	২৲
" " ব্রজগোপাল মতিলাল ঐ	১৲
" " গোপালচন্দ্র দে ঐ	১৲
" " কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ঐ	১৲
" " হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ	১৲
" " উপেন্দ্রনাথ কুমার ঐ	১॥০
" " শ্রীগোপাল মল্লিক ঐ	২৲
" " হরিমোহন নন্দী ঐ	১৵০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন ঐ	১৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তিন সংখ্যা নগদ বিক্রয়	৸০
	৮৪৸০

পুস্তকালয় … …	॥৶০
যন্ত্রালয় … …	৪১ ⁄৬
গচ্ছিত … …	১।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	॥০
সমষ্টি	২৭ ।৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	১৫৬⁄৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …	১৬॥৵০
পুস্তকালয় …	১৩⁄০
যন্ত্রালয় ..	১০৫।৵৯
সমষ্টি	২৯১৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

প্রথম ভাগ।

আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬।

৬২৩ সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

উপদেশ।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥

কত কাল পূর্ব্বে ঋষিরা যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আজ আমরা তাহা আহ্লাদের সহিত বিবৃত করিতেছি। তাঁহারা বলিয়াছেন প্রণব ধনুঃস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; অপ্রমত্ত হইয়া অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্রচিত্ত হইয়া, ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া শরবৎ তন্ময় হইয়া যাইবে। কি মধুর উপদেশ। এই স্বল্পাক্ষর মন্ত্রের ভিতর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কি সুন্দর উপায়ই তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, অপ্রমত্ত হও, জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্রচিত্ত হও, তবে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। সংসার-আসক্তিই মদিরা। সেই মদিরা পান করিলে, মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অন্তশ্চক্ষু ঠিক্ দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয় সকল ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠে। সে অবস্থায় মনুষ্য কি দেখিতে কি দেখে, কি বলিতে কি বলে, কি করিতে কি করে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব প্রথমেই এই সংসার আসক্তি রূপ মদিরা পরিত্যাগ করিবে, তবে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিবে। এই একাগ্রতা ব্যতীত যখন সাংসারিক কোন সামান্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না, তখন নিতান্ত দুষ্কর ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? মহাভারতে এই একাগ্রতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা আছে; এখানে তাহা বিবৃত করিলে আমাদের ব্রহ্মসাধন বিষয়ে অনেক সাহায্য হইতে পারে। দ্রোণাচার্য্য কুরু-বালকদিগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে শস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষা দিতেন।

কুমারগণকে একদা পরীক্ষা করিবার মানসে তিনি কোন শিল্পী দ্বারা একটি কাষ্ঠময় পক্ষী নির্ম্মিত করাইয়া একটা বৃক্ষের অগ্রভাগে স্থাপন করিলেন, পরে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে এই বৃক্ষের অগ্রস্থিত পক্ষীর মস্তক ছেদন করিতে হইবে। আমার আদেশ মাত্র যেন ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হও। যুধিষ্ঠির ধনুতে শর যোজনা করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, “বৎস তুমি কি দেখি-

তেছ ?” যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, আপনাকে দেখিতেছি, আমার ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছি, অন্যান্য রাজপুত্রগণকে দেখিতেছি এবং বৃক্ষাগ্রে পক্ষীকে দেখিতেছি। দ্রোণাচার্য্য উত্তর শুনিয়া বুঝিলেন, যাহার মন চঞ্চল, দশদিকে ধাবিত হয়, সে কখন কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে না। সেই জন্য তিনি বলিলেন, তুমি পক্ষীর মস্তক ছেদন করিতে পারিবে না, সরিয়া যাও। দ্রোণাচার্য্য ক্রমান্বয়ে দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজপুত্রদিগকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় উত্তর করিলেন। পরিশেষে আচার্য্য, অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস, তোমাকে ঐ পক্ষীর মস্তক ছেদন করিতে হইবে, আমি যখন আদেশ করিব, অস্ত্রক্ষেপ করিও। অর্জ্জুন শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, কি দেখিতেছ ?” অর্জ্জুন উত্তর করিলেন “পক্ষী দেখিতেছি।” আচার্য্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে, তোমার ভ্রাতাদিগকে, বা অন্যান্য রাজপুত্রদিগকে দেখিতে পাইতেছ কি না ? অর্জ্জুন বলিলেন, ‘না, এক পক্ষীর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।’ তখন আচার্য্য পক্ষীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন আদেশ পাইবা মাত্র কাষ্ঠময় পক্ষীর মস্তক ছেদন করিয়া, ভূমিতলে পাতিত করিলেন। ফলতঃ এক একাগ্রতার বলেই তিনি ঐরূপ করিতে ক্ষমবান হইয়াছিলেন। আমাদেরও সেইরূপ অপ্রমত্ত হইয়া ব্রহ্মদর্শনের জন্য একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হইবে। আবার একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরচিন্তার সময় ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্বিষয়ে ব্যাপৃত হইতে না দিয়া হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। চক্ষু তখন আর কিছুই দেখিবে না, কর্ণ নিকটে শব্দ হইলেও শুনিবে না। এইরূপ ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারাই আত্মার অন্তর-নিহিত শক্তি প্রস্ফুটিত হয়। ইহা সকল দেশের জ্ঞানীদিগের স্থির সিদ্ধান্ত। মহাভারতাদি গ্রন্থেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। গীতা উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, অনেক স্থলেই ইহার পরিপোষক বাক্য পাইবে। এক জন মহাজ্ঞানী পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই বিষয়ের পোষকতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে বলিতেছি। তিনি বলেন নিদ্রাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা তখন নিশ্চেষ্ট হইতে পারে না। তাহার স্বাভাবিক গতিই চিন্তার দিকে, কর্ম্মের দিকে। শরীর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু আত্মা তখন জাগ্রত হইয়া নানা অদ্ভুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার সৃষ্টিশক্তি তখন বেশ প্রকাশ পায়। সে তখন আপনিই রঙ্গভূমি, আপনিই নট, আপনিই দর্শক। আপনিই সকল হইয়া সব সৃষ্টি করে, সব দেখে, সব শুনে। সে তখন বহিরিন্দ্রিয়ের কোন সাহায্য পায় না। আপনাতেই আপনি স্থিতি করে। সে তখন শরীর-বন্ধন হইতে একরূপ মুক্ত। এই জন্যই তাহার এত স্ফূর্ত্তি। জাগ্রদবস্থায় সকলেই এক সাধারণ পৃথিবীতে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোকে অবস্থিতি করিয়া ক্রীড়া করে। যে অল্পজ্ঞ সে বহুজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করে, যে মিতভাষী সে বাগ্মী হয়। যে, যে ভাষা অল্প জানে, সে, সে ভাষায় বিলক্ষণ বাক্‌পটুতা প্রকাশ করে। এক ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় বীজগণিতের একটি সমস্যা

কিছুতেই পূরণ করিতে পারিল না, কিন্তু স্বপ্নযোগে সে তাহা পূরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করে, এবং ঐ লিপি স্বীয় বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেয়। পর দিন প্রাতে সে যদৃচ্ছাক্রমে বাক্স খুলিয়া মহা বিস্ময়াপন্ন হইল। ইহা হইতে এই আভাস পাওয়া যায়, যে, আত্মা যত শরীরের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়, তত তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের এই বাক্য হইতে আমাদের কি কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নাই। অনেক আছে। দেখ ঈশ্বর যিনি তিনি"শান্তং শিবমদ্বৈতং""প্রপঞ্চোপশমং" তাঁহার ধ্যান করিতে হইলে প্রশান্ত হইতে হইবে, চিত্তকে বহির্ব্বিষয় হইতে উঠাইয়া লইতে হইবে, এমন কি পৃথিবী যে আছে শরীর যে আছে তাহা একাগ্রতার বলে—অভ্যাসের বলে চিন্তাপথ হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা এক রূপ শরীরের ভার হইতে জড়বাধা হইতে মুক্ত হইতে পারি। এইরূপ প্রক্রিয়ায় আমরা আত্মশক্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে দেখিতে পাইব। ফলত এইরূপ অবস্থা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ সাধনের অনুকূল হইয়া থাকে। তখন সে অবাধে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্ধ করিতে পারে। ভগবান্ তখন আত্মার ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। সেই প্রসন্নতাই আত্মার সর্ব্বস্ব। তিনি তখন তাহার প্রতি আপনার অনুপম কৃপা বর্ষণ করেন। সে সেই কৃপাজলে স্নাত হইয়া কি অপূর্ব্ব দীপ্তি লাভ করে! তখন সে অভূতপূর্ব্ব অমৃতানন্দ রস পান করিতে থাকে। তখন জ্ঞান ও ভক্তি গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিলিত হইয়া আত্মার মধ্যে এক আশ্চর্য্য শোভা আনিয়া দেয়। তখন ভগবানের স্পর্শসুখ অনুভবের শক্তি দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। তখন "আজ এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে, জেগেছে সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে" এই প্রেমের গান অন্তরাকাশে বাজিতে থাকে। যেখানে এই বংশীধ্বনি হয়, সেখানে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই। তথাপি সেখানে বীণানিন্দিত সংগীতধ্বনি উত্থিত হয়। এ ধ্বনি আত্মায় প্রবেশ মাত্র তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ মলিনতা তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করে। হা কি সুখের সম্মিলন! কেমন করিয়া এ সুখ-সম্মিলনের আনন্দ অবাধে ভোগ করিব ভাবিয়াই আকুল। হে দেব! কেবল তোমার কৃপা মনে করিয়াই হৃদয়ে সাহস ও বল পাই। এত যে জ্বালা যন্ত্রণা—এত যে পাপ-তাপ, তথাপি কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে তুমি যে কৃষ্ণমেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগকে দর্শন দাও, ইহাই আশ্চর্য্য! সেই দর্শনেই আমরা উন্মত্ত হইয়া উঠি—সংসারে এমন প্রেমমুখ নাই, এমন সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য নাই, যাহা তোমার পুনর্দর্শনের আনন্দ হইতে আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে। যে তোমার আশা-পথ চাহিয়া থাকে, তুমি তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করই কর। সেই কটাক্ষই তাহার মুক্তিসাধন করে। সে যদিও মোহের আবেশে আবার সংসারসুখে—অস্থায়ী সুখে—মগ্ন হয়—তথাপি সে কটাক্ষ,সে কখন ভুলিতে পারে না। সে পুনর্ম্মিলনের আশায় ছট্‌ফট্ করিবেই করিবে। কোথা নাথ! অনাথের নাথ! একবার করুণাকটাক্ষে চাও। অজ্ঞান আমরা, কেমন করিয়া তোমার সহিত যোগযুক্ত হইতে হয়—তুমি তাহার সন্ধান আমাদিগকে বলিয়া দাও—স্নেহের সহিত বলিয়া দাও, এই তোমার নিকটে আমাদের ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরলোক ও মুক্তি।

পরলোকে আত্মার গতি কি হইবে, এই দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া আত্মা কোথায় গিয়া আশ্রয় লাভ করিবে, এই শরীর ছাড়িয়া আত্মা কিরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নত হইতে থাকিবে, তাহার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি কিরূপ আকার ধারণ করিবে, ইহা জানিবার জন্য মনুষ্যের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আইসে। কতকাল চলিয়া গিয়াছে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জ্ঞানবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আত্মার দৈবচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য যবনিকা ভেদ করিয়া কেহই সেই অপরিচিত দেশের চাক্ষুষ সন্ধান আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ভৌতিক জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানবলে কত উন্নতি না সংসাধিত হইয়াছে, কিন্তু এই জগতের অন্তরালে যে কি ঘটিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিতে গিয়া মনুষ্যের বুদ্ধি পরাহত হয়। যদিও সেখানে আমাদের বাহ্য দৃষ্টি পরাভূত, তথাপি আমরা অনুভব-বলে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারি, সত্যধর্ম্মা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব মঙ্গল-উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করিয়া পরজগতের রহস্যের মর্ম্মস্থলের দিকে কতকটা অগ্রসর হইতে পারি, সাধনা থাকিলে ঘোর অন্ধকারের ভিতরেও দিক্‌নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। অক্ষয় ন্যায় যাঁহার শাসনের মূলমন্ত্র, অসীম দয়া যাঁহার প্রেমরাজ্যের বন্ধন, লোক লোকান্তর যাঁহার সৃষ্টির পরিধি, যুগযুগান্তরে যিনি সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহার সত্যস্বরূপে মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস করিয়া কি আমরা মানবাত্মার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিতে পারি না। তাঁহার প্রতি যখন আমাদের বিশ্বাস যায়, তখন অনুমানও প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইতে থাকে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রাচীন উপনিষদের সারবাক্য সকল অবলম্বন করিয়া ও অধুনাতন সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মবাদিদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং স্বীয় অনুভব বলে পরলোকও মুক্তি বিষয়ে যে দুর্গম নিগূঢ় সত্যে উপনীত হইতে পারিয়াছি, সকলের সমক্ষে যথাসাধ্য তাহা ব্যক্ত করিতেছি।

বেদে আছে। পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপং। পুণ্যদ্বারা আত্মা পুণ্যলোকে নীত হয়, পাপ দ্বারা পাপে। অন্তিম সময়ে যখন পৃথিবীর সমুদয় বন্ধুবান্ধব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন আত্মা আপনার অর্জ্জিত কর্ম্মফলে পুণ্যলোকে বা পাপলোকে গমন করে।

সত্যপথে ধর্ম্মপথে থাকিতে গিয়া যে এই পৃথিবীতে লোকের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল, নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের উদ্দেশে আপনার সুখ ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিল, অশেষ বিধ ত্যাগ স্বীকার করিল, তাহার পুণ্যের সমুচিত পুরস্কার সে পুণ্যলোকে গিয়া লাভ করিবে। ন্যায়বান পিতা তাহার জন্য সেখানে বিমলানন্দ সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন। তাহার সকল অভাব বিমোচন করিয়া দিবেন। আর যে অন্যায় অত্যাচারে জনসমাজের শান্তি ভঙ্গ করিল, নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিল, তাহার নিদারুণ পাপের শাস্তি সে পাপলোকে ভোগ করিবে।

ধার্ম্মিকের পক্ষে পুণ্যলোকই পরজীবনের প্রথম সোপান। সেখানে সেই নবপ্রসূত আত্মার কার্য্য কি? সে কেবল ঈশ্বরের পূজার্চ্চনায় নিমগ্ন, তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মপ্রতিপালনে তৎপর, সকলের প্রতি প্রীতি ও সদ্ভাব প্রদর্শনে তাহার বলবতী

স্পৃহা। সেখানে স্ত্রীঐষণা বিত্তৈষণা নাই, যে তাহার চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইবে, বিষয় বিভব মানসম্ভ্রমের তীব্র গরল নাই, যে তাহাকে মহামোহে মুগ্ধ রাখিবে। ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর প্রকাশ সন্দর্শনে তাহার মোহবন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে!

এই আনন্দলোকের সহিত একবার পাপীর পাপলোকের তুলনা কর। পুণ্য লোকের পৌর্ণমাসী জ্যেৎস্না হইতে বহু-দূরে—অমানিশার সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে এই পাপলোক সকল সমাহিত। পাপীর সাধ্য নাই, যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া সেই পবিত্র জ্যোৎস্না ক্ষণ কালের জন্য দূর হইতে উপভোগ করে। একদিকে পাপীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, আর একদিকে পুণ্যলোকনিবাসী পুণ্যাত্মার কণ্ঠনিঃসৃত বিমলআত্মপ্রসাদপ্রণোদিত ঈশ্বরের স্তুতিগান। মর্ত্ত্যলোকত্যাগী মনুষ্যের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন!

এইরূপে ধার্ম্মিকের আত্মা পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, পুণ্যলোকে গিয়া ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর সত্তা সন্দর্শনে, তাঁহার পূজার্চ্চনায়, তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালনে, সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শনে আপনাকে নিয়োগ করে, এবং নিজকৃত পুণ্যফল ভোগাবসানে সে দেবলোকে যাইবার অধিকারী হয়। এই দেবলোকই জীবাত্মার দ্বিতীয় সোপান।

পাপের জয় কোথাও নাই। যে পাপে আপনাকে কলুষিত করিয়া ফেলিল, অনুতাপের অশ্রুজল যাহার গণ্ডস্থল দিয়া কখন প্রবাহিত হইল না, যে পাষাণসমান কঠিন হৃদয় লইয়া জগতে বিচরণ করিল, নরহত্যা, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, সংসারবিপ্লবকারী ভ্রষ্টাচার কপটতা কুটিলতা প্রভৃতি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মে জীবন ক্ষেপন করিল, পাপলোক তাহারই জন্য। এই পাপলোকে থাকিয়া পাপাশ্রিত দেহ ধারণ করিয়া অনুতাপের ক্রন্দনে অনুশোচনার হা হুতাশে কালক্রমে তাহার কুটিল পাপ সকল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভস্মীভূত হইয়া গেলে আত্মপ্রসাদের বিমল জ্যোৎস্নায় তাহার অন্তর্দেশ আলোকিত হইবে। পরিশেষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবসানে সেই বিগতপাপ আত্মা পুণ্যশরীর ধারণ করিয়া পুণ্যলোকে গিয়া পূর্ব্বজন্মে যাহা কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ফল উপভোগ করিতে পাইবে। এবং পুণ্যফল ভোগ শেষ হইলে সে আবার দেবলোকে যাইতে সক্ষম হইবে। ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত নরক নাই। তিনি সকলকেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। "পাপী তাপী সাধু অসাধু দিবেন সবারে মঙ্গলছায়া"।

এই পৃথিবীলোকে স্ত্রীপুরুষ হইতে পুত্রকন্যার জন্ম হয়। একবার আনন্দের রোল উত্থিত হইয়া পরক্ষণেই তাহা শোকসন্তাপে নিমীলিত হইয়া যায়। কিন্তু দেবলোকে এরূপ জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই। কেবলই অবিমিশ্র আনন্দের হিল্লোল সেখানে প্রবাহিত হয়। বৃদ্ধির জন্য তাহার আহারের আবশ্যক হয় না, তাঁহাকে পাইয়া তাহার সকল অভাব তিরোহিত হইয়া যায়।

প্রবাল যেমন সংস্কার বলে জলমৃত্তিকা বালুকণা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেহের আবরণ নির্ম্মাণ কর, তেমনই আমাদের আত্মা দেবলোকে গিয়া নিজের সংস্কারবলে দেবলোকসুলভ পরমাণুর সাহায্যে—রজত কাঞ্চনে আপনার নবতর কল্যাণতর রূপ প্রস্তুত করিয়া লয়।

তদ্যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত, এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা হন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণের মাত্রা লইয়া অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ প্রস্তুত করে, সেই প্রকার এই আত্মা এই শরীরকে নষ্ট করিয়া অজ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া (স্বীয় সংস্কার বলে) অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ নির্ম্মাণ করে।

দেবশরীর বিনির্ম্মিত হইল কিন্তু তাহার আহারের আবশ্যক নাই। ইন্দ্রিয়াদি রচিত হইল, কিন্তু তাহাতে পশুভাব নাই। কাম ক্রোধ লোভ জরা ব্যাধি যাহার উৎপীড়নে মনুষ্য এখানে ব্যতিব্যস্ত সেখানে তাহার কিছুই নাই।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।

কঠোপনিষদ।

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু তুমিও সেখানে নাই, জরাও নাই যে লোকে ভয় পাইবে, ক্ষুধা পিপাসা এই উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত ব্যক্তি স্বর্গলোকে অভিনন্দিত হয়।

রক্ত যেমন মনুষ্যের প্রাণ, তেমনই দেবশরীরের প্রাণ ঈশ্বর। দেবশরীর ঈশ্বরেতেই জীবিত থাকে। দেবপ্রাণ তিনিই। দেবলোকে জরাকে কেহ ভয় করে না। সেখানে প্রথম হইতেই যৌবন।

দেবলোকে গিয়া আত্মা সৃষ্টির কৌশল সুস্পষ্ট অনুভব করত কেবলই জ্ঞান উপার্জ্জন করে, ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হয়। তাহার ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি ও সীমা মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক গুণে উন্নত। সে এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঈশ্বরের কৌশল যতই দেখিতে থাকে, ততই তাহার বিজ্ঞান বিকশিত হয়। দেবশরীরে পশুভাবের ইন্দ্রিয় নাই। তাহার চলিবার শক্তি থাকিতে পারে, হস্তে বল থাকিতে পারে, বহুদূর বিচরণ করিবার জন্য উপযোগী পক্ষ ও থাকিতে পারে। দেবশরীরের সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্য দেহের তুলনাই হইতে পারে না। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপযোগী তাহার সকল ইন্দ্রিয়ই আছে। কিন্তু তাহার চক্ষু কর্ণ অভদ্র দর্শন শ্রবণের জন্য নহে, তাহার দন্ত জিহ্বা ঈশ্বরের গুণ গানের জন্য—আহারের জন্য নহে। তাহার নবতর কল্যাণতর রূপ হইতে জ্ঞানের আভা দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া পড়ে। রোগ শোক জরামৃত্যুর সাধ্য নাই যে সে দেহকে স্পর্শ করে, ঈশ্বর যখন তাহার প্রাণ, তখন দেবশরীরের বিনাশ কোথা! সে ঈশ্বরকে পাইয়া অমর হয়।

ঈশ্বরের যাহা আদেশ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। অন্তর্য্যামী হৃদয়ে বসিয়া যাহা আদেশ করেন, সে আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় তাহা পালন করে। ঈশ্বরের আদেশে যে আপনাকে নিয়মিত করে, পাপ কেমন করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে।

এই অধোলোকে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে চারিদিকে শঙ্খধ্বনি পড়িয়া যায়, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের অন্তরে কত না আনন্দের সঞ্চার হয়। তেমনি এই দেবলোকে নূতন আত্মার আগমনে কি আনন্দের কোলাহল না উত্থিত হয়। দেবতাগণ—"এহি এহীতি" বলিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করেন ও প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। প্রবীণাত্মা দেবতাগণ স্নেহভরে তাহার নিকট ঈশ্বরের

অসীম জ্ঞান ও অনন্তশক্তি কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

যে পত্নী কায়মনোবাক্যে আপনাকে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মে আপনাকে সমুন্নত করিয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা হইয়াছেন, তিনিই দেবলোকে আপনার পতিকে দেখিতে পান, ও পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির সমতা দেখিয়া হর্ষ বিস্ময়ে উভয়েই অভিভূত হয়েন; এবং ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর মহিমার মধ্যে সমাসীন হইয়া কি স্বর্গীয় শান্তিই না উপভোগ করেন।

জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেমমঙ্গলে দেবতারা কেমন আনন্দে রহিয়াছেন। যাহা তাঁহারা জ্ঞানে জানিতেছেন, প্রেমে আয়ত্ত করিয়া, সঙ্গীতে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। জ্ঞানে গানে ধর্ম্মে প্রেমে চারিদিক কেমন সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে।

কতদিন পরে যে তিনি দেবশরীরকে এই দেবলোক হইতে উন্নততর দেবলোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমরা এইমাত্র জানি উপযুক্ত হইলে দেবতাগণের সম্মুখে উন্নততর স্বর্গলোকের দ্বার আপনা হইতেই প্রমুক্ত হইবে। এবং সেখানে গিয়া তাঁহারা বিচিত্রতর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঈশ্বরের কৌশল ও মহিমা সন্দর্শন করিবেন; ও সেখানকার সকল জানার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইলে, আবার উন্নততর দেবলোকে গমন করিয়া নবতর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সৃষ্টির বিচিত্রতর কৌশল দেখিতে থাকিবেন। এইরূপে দেবলোক হইতে দেবলোকে গিয়া ঈশ্বরের নবতর কৌশল ও মহিমা সন্দর্শনে তাঁহাদের বিজ্ঞান ক্রমিকই পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। আত্মার উন্নতির শেষ নাই বিজ্ঞানের বিকাশের অন্ত নাই, লোক লোকান্তরেরও অবসান নাই। এই অসীম আকাশস্থিত কত অগণ্য লোক হইতে লোকান্তরে গিয়া যে আমরা কত উন্নতি লাভ করিব এবং কত যুগযুগান্তরের পরে যে আমরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব তাহা কে বলিবে।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(পৌরাণিকী কথার উৎপত্তি)

আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে বলিয়াছি, যে বৈদিক রূপক কবিত্ব হারাইয়া পুরাণের ভিতরে কোন কোন স্থানে উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ এ দেশে যে সকল দেবদেবীর পূজা আচরিত হইয়া থাকে, এবং পুরাণের ভিতরে যে সকল অসম্ভবপর ঘটনার উল্লেখ দেখি, ঐ সমস্ত বিশ্লেষণ করিলে অধিকাংশ স্থানে রূপান্তরিত কবিত্বই দেখিতে পাই। বৈদিক কবি অনির্দ্দেশ্য অতীতে বসিয়া যে গান গাহিলেন, আমরা তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা তাহা লইয়া অন্ধকার রচনা করিলাম। ক্রমে এতদূর আসিয়া পড়িলাম যে মূলের সহিত সকল সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া গেল। এ বিষয়ে পুরাণকারগণ যে নিরবচ্ছিন্ন দোষী তাহা নহে। বেদের প্রাচীনতম ভাষ্য ও টীকা একপ্রকার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি দুই একজনের যে টীকা আছে, তাহা বেদের বহুকাল পরে বিরচিত। এই সকল টীকাকারগণ বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় উদিত হন। এবং স্বেচ্ছাক্রমে বা অনুরুদ্ধ হইয়া বেদার্থ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলেন। বেদের ভাষা যেরূপ জটিল ও কঠিন তাহাতে টীকাকারের সাহায্য ব্যতীত অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভবপর বলি-

লেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল কারণে বেদের অনুশীলন আমাদের দেশে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরে তন্ত্র শাস্ত্র যে সুপ্রকাণ্ড জাল বিস্তার করিয়া বসিল, তাহাতে বেদের অনুশীলনের আবশ্যক আর রহিল না। পূজার্চ্চনার জন্য তন্ত্র উঠিল। শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক বিবেচনা শক্তিকে মায়ামুগ্ধ করিবার জন্যই যেন পুরাণের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কোন্ সময়ে কি ভাবে যে এ দেশে তন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে বিপুল আয়োজনের সহিত যে তন্ত্রশাস্ত্র আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক আচার ব্যবহার ও তান্ত্রিক মন্ত্র বহুল পরিমাণে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। এবং প্রাচীন পদ্ধতিকে কতকদূর পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। আমি সামবেদী ব্রাহ্মণ, সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রণালী আমার অবলম্বন। কিন্তু দেখি কয়েকখানি বৈদিক কঙ্কাল লইয়া তন্ত্রের শোণিত মাংসে সেই সন্ধ্যাপ্রণালী বিরচিত। যে পবিত্র ওঙ্কার ও গায়ত্রী মন্ত্রে বৈদিক পূর্ব্ব পিতামহগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এই সন্ধ্যাপদ্ধতির ভিতরেও তাহাদিগকে মূর্ত্তিমান ও মূর্ত্তিমতী করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এবং এমন একটি রূপক খাড়া করা হইয়াছে, যাহা সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ। কোথায় গায়ত্রীমন্ত্র লইয়া জপ করিব, না তাহার আবাহন স্থলে বলা হইল

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি,
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনির্নমোঽস্তু তে"

হে ত্রি অক্ষর যুক্ত (অ + উ + ম = সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী) বরদাত্রী ব্রহ্মবাদিনি গায়ত্রী দেবী তুমি আগমন কর, তুমি ব্রহ্মযোনি ও বেদমাতা তোমাকে নমস্কার। পরেই গায়ত্রীর ধ্যান।

"প্রাতর্গায়ত্রীং, কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং
বিচিন্তয়েৎ, হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং"

অর্থাৎ প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী ঋক্‌বেদযুতা, ব্রহ্মরূপা, হংসস্থিতা কুশহস্তা এবং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতা এইরূপ চিন্তা বা ধ্যান করিবে। গায়ত্রী চিন্তাতে হংস বা কুশ আসিল কেন এক মহা সমস্যার কথা। আমরা যতদূর চিন্তা করিয়াছি তাহাতে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই হইতে পারে। প্রাতঃকালের গায়ত্রী চিন্তাতে ঈশ্বরের সৃষ্টিকারিত্বের ভাব, মধ্যাহ্নকালের গায়ত্রীতে পালনীভাব এবং সায়ংকালের গায়ত্রীতে বিনাশকারিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। এবং ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ শক্তির সহিত সূর্য্যের উদয় মধ্যাহ্ণ ও অস্ত কাল তুলনা করা হইয়াছে। তিমির রাশি ভেদ করিয়া যখন সূর্য্য সমুদয় জগৎকে প্রকাশিত করে তখন সেই অবস্থার সহিত অন্ধকার হইতে জগৎ সৃষ্টি তুলনা হইতে পারে। বহুকাল হইল সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিণতি লাভ করিয়াছে, সমস্ত জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাস্তবিক বর্ত্তমান সময় জগতের পক্ষে মধ্যাহ্ণকাল বলিতে হইবে। ঈশ্বরের রক্ষণী পালনী শক্তি জগৎকে সজীব রাখিয়াছে। সন্ধ্যাগমে আবার সূর্য্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, অন্ধকারের যবনিকা নিপতিত হয়, সায়ংকাল বাস্তবিক প্রলয়ের অবস্থা। কিন্তু এখানেও যদি কবিত্বের শেষ হইত তাহা হইলেও অর্থ জটিল হইত না। কবিত্ব আর একটু অধিক মাত্রায় উঠিয়াছে। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ আদি রচিত। তাহার পরে যজুর্ব্বেদ তাহার পরে সামবেদ।

ইহার উপরে গায়ত্রীকে স্ত্রীমূর্ত্তিতে কুমারী যুবতী ও বৃদ্ধা এই তিন অবস্থায় মূর্ত্তিমতী করা হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রাতঃকালের গায়ত্রী কুমারী, ঋগ্বেদযুক্তা ব্রহ্মরূপা, (অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব) (প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি শুভ্রবর্ণ বলিয়া) হংসস্থিতা, (বোধ হয় প্রাতঃকালে ঋষিগণ কুশ আদি পূজার বিবিধ উপাচার সংগ্রহ করেন বলিয়া) কুশহস্তা বলা হইল।

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং
যুবতীং যজুর্ব্বেদযুতাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং।

মধ্যাহ্নের গায়ত্রী বিষ্ণুরূপা(বিষ্ণু পালনকর্ত্তা) গরুড়স্থা (মধ্যাহ্নে সূর্য্য অধিক উচ্চে উত্থিত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে গরুড়বাহিনী অর্থাৎ গরুড় যত উচ্চ উঠিতে পারে) পীতবস্ত্রা (মধ্যাহ্নে সূর্য্যের প্রখর রশ্মি পীতবর্ণ হয় বলিয়া) যুবতী, যজুর্ব্বেদযুতা, সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা বলা হইল। এবং সায়াহ্নে গায়ত্রীকে এইভাবে চিন্তা করিবার ব্যবস্থা হইল।

সায়াহ্নে শিবরূপাং বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদযুতাং

সায়ংকালে শিবরূপা (শিব সংহারকর্ত্তা) বৃদ্ধা, বৃষবাহিনী সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা ও সামবেদযুতা। গায়ত্রী ত্রিবেদাত্মক বলিয়া এই তিন বেদের উল্লেখ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। সংহার ভাব মনে হইলেই শ্মশানের ভাব আপনা হইতেই আইসে এই জন্য মহাদেবের শ্মশানে বাস ও চিতাভস্ম অঙ্গে লেপন এবং অস্থির মালা অঙ্গে ধারণ, ইত্যাকার বর্ণনা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়; পাঠকবর্গ এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন ঈশ্বরের সৃষ্টিবিনাশিত্ব শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া কেমন কৌশলে মহাদেবমূর্ত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে; অলঙ্কার চলিয়া গিয়াছে, মহাদেব জড়মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেও আমরাও আমাদের বিবেচনা শক্তিকেও বিসর্জ্জন দিয়াছি ও যাহা পাই তাহাই স্থূলভাবে বিশ্বাস করিতেছি। কখন বা মনে সন্দেহের উদয় হইলে ঋষিবাক্য ও শাস্ত্রের লিখন বলিয়া চুপ করিয়া যাইতেছি। শ্মশানের বর্ণনার সঙ্গে বৃষের নিত্য যোগ। বর্ত্তমান কালে ঘোর পল্লীগ্রামে বৃষ উদ্দামভাবে বিচরণ করে। যে সমস্ত বৃষ শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত হয় তাহারা মুক্তাবস্থায় বিহার করে। তাহাদিগকে বন্ধন করিতে নাই শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। গ্রামের প্রান্তভাগে যে স্থানে চাষ হয় না অথচ লোকালয় নাই এমন স্থানে দাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। শ্মশানের জন্য কোন একটি বা দুইটি নিরূপিত স্থান নাই। বৃষগুলি চাষের জমি ও জনপদ হইতে বিতাড়িত হইয়া সচরাচর ঐ সকল স্থানে বিহার করে। গ্রামবাসী মাত্রেই অবগত আছেন যে সরকারি ভাগাড় পতিত জমি প্রায়ই তুল্যার্থবাচী। এবং এই সকল সরকারি ভাগাড়ই শ্মশানের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খুব সম্ভবতঃ এই সকল কারণে শ্মশানের বর্ণনায় বৃষের কথা উঠে। শাস্ত্রকারগণ মহাদেবকে মূর্ত্তিমান করিয়া এই বৃষকে তাঁহার বাহন করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন বৃষরূপী ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এজন্য মহাদেবের এই বাহনের কল্পনা। শ্মশানে গভীর শান্তি চিরবিরাজ করে বলিয়া সাধনার পক্ষে শ্মাশানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। বিশেষতঃ শ্মশানে গেলে জীবনের অনিত্যতা যেমন বুঝা যায় এমন আর কোথায় নহে। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ সৃষ্টিসংহারকারী মহাদেবকে শ্মশানে দেখিয়া তাঁহাকে মহাযোগী মহা-

ধ্যানী ঠাওরাইলেন। এবং তাঁহাকে ঐ-রূপে সাজাইয়া তান্ত্রিকগণও মহাদেবকে তন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং শিববাক্যে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও বলিতে হইবে যে তাঁহার মুখ দিয়া যাহা কিছু বলাইলেন তাহা শিববাক্য হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে ভ্রান্তি অনাহতভাবে চলিয়া আসিতে লাগিল। বর্ত্তমান কালের থিওসফিষ্ট সংপ্রদায়ের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায় যে এখন ও মহাদেব জীবিত থাকিয়া কৈলাসে বিহার করিতেছেন এবং তিনি অনেকের প্রত্যক্ষে আসিয়াছেন। ইহার পরে সন্ধ্যার ভিতরে "গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া" বলিয়া অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় গায়ত্রীর বিসর্জ্জন আছে।

আমরা বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মুল প্রস্তাব অবলম্বনে পৌরাণিকী কথা উৎপত্তির দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে এক গায়ত্রীর আবাহন ও ধ্যান লইয়া ও সূর্য্যের বিশেষণগুলি গায়ত্রীতে আরোপ করিয়া বক্তব্য বিষয়কে কত না কঠিন করা হইয়াছে। আজকাল অনেকে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করেন। মন্ত্রের অর্থ তাঁহারা জানেন না বুঝিতেও চাহেন না। তাঁহাদিগকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে বলিয়া উঠেন মন্ত্রের অর্থ না বুঝিলাম তাহাতে কি, বৈদিক মন্ত্রশক্তি এমনই অদ্ভুত যে তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিব। অনেকানেক শিক্ষিত লোকের মুখে এরূপ উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে অলঙ্কার ও রূপক আমাদের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া এক ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়াছে। নিত্য পঠিত ত্রিসন্ধ্যার ভিতরেই তাহার উদাহরণ দেখাইলাম। মহাদেবের চিত্র হইতেও আমাদের স্বপক্ষে উত্তর পাইলাম। আমরা নিজেই কুহক রচনা করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারিতেছি না, পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। গুটিপোকা যেমন আত্মরক্ষার জন্য রেশমের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া আপনাকে কারাবদ্ধ করিয়া ফেলে, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হইয়াছে। ঈশ্বর জানেন কবে আমরা সত্যের আলোকে সমুজ্জ্বলিত সরলবর্ত্মে চলিতে আরম্ভ করিব। একে জগত রহস্যময়, তাহার উপরে আমাদের দেশের শাস্ত্রও অধিকতর রহস্যময়, এ অবস্থায় ভাগবতকারের ন্যায় আমরাও বলিতেছি

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

সর্ব্বদা নিজ তেজে দীপ্তিমান বিগত আবরণ পরম সত্যকে ধ্যান করি। আমরা আগামী বারের পত্রিকাতে দেখাইতে চেষ্টা করিব অহল্যা, গৌতম ও ইন্দ্রের কাহিনী দিবারাত্রি সংঘটিত এইরূপ একটি রূপক মাত্র।

ধর্ম্মব্যাধ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অনন্তর ব্যাধ স্বীয় পুরুষপরম্পরা প্রচলিত কালধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া বলিল হে ব্রহ্মন্! জ্ঞানবৃদ্ধদিগের অনুশাসন এই যে, যাহা প্রাণিগণের একান্ত হিতকর, তাহাই সত্য ও ধর্ম্ম কিন্তু বিবাহ ও প্রাণবিনাশস্থলে মিথ্যাও হিতজনক হয়, সুতরাং তাহা সত্যে পরিণত হইয়া থাকে। দেখুন এইরূপে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অত-

এব ধর্ম্মের গতি কত সূক্ষ্ম বিবেচনা করুন। ফলতঃ পুরুষ শুভ এবং অশুভ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই অপ্রিয় ঘটনায় আত্মদোষ দর্শনে অন্ধ হইয়া দেবতার নিন্দা করিয়া থাকে। মূঢ়, কপট ও অস্থিরচিত্ত লোকেরা সর্ব্বদা সুখদুঃখরূপ বিপর্য্যয় দশায় বিপর্য্যস্ত হয়; প্রজ্ঞা অথবা সুনীতি কি পুরুষকার, কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বস্তুত মানব নানারূপ কর্ম্মপ্রবাহের অধীন হইয়া নিয়ত শোক-মোহে মুহ্যমান হইতেছে। মানবের সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা থাকিলে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না; প্রত্যুত সকলে সর্ব্বপ্রকার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেই সমর্থ হইত। কেহই শুভাশুভ সম্বন্ধের স্বয়ং নিয়ন্তা নহে, সকলেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অধীন। প্রাণিমাত্রের দেহ অনিত্য কিন্তু জীবাত্মা নিত্য বস্তু।

অনন্তর কৌশিক জীবের নিত্যত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে ব্যাধ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, হে দ্বিজোত্তম! দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। মানব আত্মকৃত কর্ম্মের ফল আপনিই ভোগ করে, একের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যবানেরা পুণ্যশীল হয়েন, এবং পাপাচারীরা পাপানুষ্ঠানে রত হয়। ফলতঃ কৃত কর্ম্মের বিনাশ নাই। তাহা কর্ত্তার অনুগামী হইয়া থাকে। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা লোকে শব্দ স্পর্শ রূপরসাদি সমুদায় পার্থিব বস্তু এবং প্রভুত্ব লাভ করেন, পণ্ডিতেরা এইরূপ বহুবিধ পুষ্পিত বাক্যে মানবগণকে প্রলোভিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহাদিগের প্রজ্ঞানেত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ ধর্ম্মের উক্তরূপ ফললাভ করিয়া কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায়ের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া সংসারে রাগদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং কেবল দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া সমুচিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মোক্ষসাধনে কৃতনিশ্চয় হয়েন। প্রজ্ঞাবান পুরুষ এই প্রকারে পাপ পরিত্যাগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া মুক্তিলাভ করেন। ফলতঃ জ্ঞানই মোক্ষের প্রধান সাধন এবং শম ও দম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহই জ্ঞানের মূলকারণ। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বৈরাগ্য ইন্দ্রিয়সংযম ও সত্যাচরণ দ্বারা চরমে পরমপদার্থ ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া আপ্তকাম হয়েন।

কৌশিক বলিলেন হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তুমি যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কথা বলিলে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কি উপায়ে ইন্দ্রিয় সকলের সংযমনে সমর্থ হওয়া যায় এবং তাহার ফলই বা কি? এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

ব্যাধ বলিল, হে দ্বিজসত্তম! মানবদিগের চিত্ত প্রথমতঃ বিজ্ঞানলাভার্থ প্রবৃত্ত হইয়া রাগ ও দ্বেষের বশতাপন্ন হয়। পরে তাহার চরিতার্থতায় প্রযত্নবান হইয়া অনেকানেক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পুনঃ পুনঃ রূপরসাদি বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়; ইহাতে আসক্তি আরও প্রবল হইয়া উঠে। অনন্তর আসক্তি হইতে দ্বেষ, দ্বেষ হইতে লোভ এবং লোভ হইতে মোহ উৎপন্ন হয়। এইরূপে রাগদ্বেষ ও লোভাভিহত হইলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি মলিন হইয়া যায়। তখন সে কেবল কপটভাবে

ধর্ম্মাচরণ করে এবং ধার্ম্মিকের কপটবেশ ধারণ করিয়া লোকসমাজে আপনাকে ধার্ম্মিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মধ্বজী কপটীরা পরে অভ্যাসবশতঃ শঠতাদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ছলনা ও প্রতারণাতে অভিহত হইলে পাপকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা মনে মনে পাপচিন্তা করিয়া বাক্যে তাহা ব্যক্ত করে এবং কার্য্যেও তাহার অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিবিধ পাপে লিপ্ত হয়। ক্রমশঃ ইহাদের সদ্‌গুণ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। এই পাপীরা আপনাদের তুল্যস্বভাব অধর্ম্মাচারিদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া ইহ পরকালে বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা ঐ সমস্ত দোষ জ্ঞাত হইয়া সাধু সজ্জনগণের সেবা ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মবিষয়িনী সুনির্ম্মলা বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ব্যাধের এতাদৃশ সুগভীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যে প্রীত হইয়া কৌশিক বলিলেন, হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি যেরূপ সত্যধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলে, ইহার বক্তা আর কাহাকেও দেখা যায় না। অধিক আর কি বলিব, আমি তোমাকে একজন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বলিয়াই বোধ করিতেছি।

অনন্তর মহাতপা কৌশিক বিবিধতত্ত্ব জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে ব্যাধ বলিতে লাগিল, হে বিপ্রর্ষে! আপনি যে বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছেন, কেবল আত্মালোচনাই তাহার মূল স্বরূপ জানিবেন। পুরুষ জ্ঞানমার্গ দ্বারাই মায়াত্মক ক্লেশকদম্ব অতিক্রম করিয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত আত্মালোচনার অন্য উপায় নাই। ইন্দ্রিয়গণকেই স্বর্গ ও নরকের হেতুভূত বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত হইলেই স্বর্গের কারণ হয় এবং বিক্ষিপ্ত হইলেই নরকের হেতু হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়দমনই তপশ্চরণের মূলীভূত। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন না করিলে মানুষ আসক্তির অধীন হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই সিদ্ধি লাভ করেন এবং কদাপি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। পণ্ডিতগণ শরীরকে রথস্বরূপ আত্মাকে সারথি স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বস্বরূপ বলিয়াছেন। অপ্রমত্ত ধীরগণ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে বশীভূত করিয়া সুখে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। যে আত্মনিষ্ঠ ধৈর্য্যবান পুরুষ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বষট্‌কের রশ্মি-সংযম করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সারথি বলিয়া কথিত হন। তুরগতুল্য বেগগামী ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন বিষয়পথে ধাবিত হইলে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সংযত করিবে, ধৈর্য্য ব্যতীত প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবার কোন উপায় নাই! পুরুষের চিত্ত যদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কোন এক ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রচণ্ড বাত্যাবিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায়, তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এরূপ পুরুষেরা বুদ্ধিমোহপ্রযুক্ত বিষয়সুখাসক্ত হইয়া মোক্ষের বিরোধী ইন্দ্রিয়তর্পণকেই উপাদেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিষয়সুখের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করেন।

অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, হে বিপ্রর্ষে, অসূয়াপরিশূন্য সাত্ত্বিক পুরুষের অহঙ্কার বিনষ্ট হয় ও তিনি নির্ম্মল সরল

গুণে প্রকাশ পাইতে থাকেন, এবং মানাপমানের অতীত হইয়া চিত্তের প্রশান্তভাব লাভ করেন। শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধীরতা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের সেবা করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। এমন কি কেবল সরলতা দ্বারা ব্রাহ্মণত্বও অধিকার করিতে পারেন। হে ব্রহ্মন্! সর্ব্ব প্রকারে ক্রোধ ও লোভকে দমন করা কর্ত্তব্য। ক্রোধও লোভ সংযত করাই পবিত্র তপস্যা, এবং সংসারসাগরের সেতুস্বরূপ। হে দ্বিজ! ক্রোধ হইতে তপস্যা, মাৎসর্য্য হইতে ধর্ম্ম, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে নিয়ত রক্ষা করিবে। দয়াই পরম ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম ধন, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং সত্যব্রতই পরম ব্রত জানিবেন। সত্যের সম্ভাষণ এবং জ্ঞান পরম হিতকর। যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতজনক, তাহাকেই পণ্ডিতেরা পরম সত্য বলিয়াছেন। ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্য বোধে যিনি সমুদায় কর্ম্ম করেন তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী ও যথার্থ বুদ্ধিমান। হে দ্বিজোত্তম! মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি নিয়ত তপস্যানিরত সংযতাত্মা ও নিঃসঙ্গ হইয়া মুনির ন্যায় অবস্থান করিবেন। অজ্ঞানতার অপনয়ন মাত্রেই যিনি প্রকাশিত হন, সেই গুণাতীত পরম ব্রহ্মকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যিনি সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া কি ইহলোকে কি পরলোকে শোকনাশন নিশ্চল বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজোত্তম! শ্রুতিসঙ্গত এই সকল গভীর তত্ত্ব আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলিলাম।

কৌশিক উত্তর করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ-পুরুষ। আমি তোমার বাক্যে সমধিক প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি যাহা বলিলে, তৎসমস্তই ন্যায়সঙ্গত ও পরমহিতকর সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনা হইতেছে ধর্ম্মতত্ত্ব সমূহ তুমি সমস্তই অবগত আছ। ব্যাধ কহিল হে ভগবন্! আমার যাহা ধর্ম্ম এবং যেরূপে আমি এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার মাতৃদেবী ও পিতৃদেবকে একবার দর্শন করুন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ব্যাধের পরম শোভাময় মনোহর অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা আহারান্তে মনোরম শুক্লবসন পরিধান পূর্ব্বক সুকোমল আসনে সুখোপবিষ্ট রহিয়াছেন। ধর্ম্মব্যাধ অবনত মস্তকে তাঁহাদের চরণতলে পতিত হইয়া প্রণিপাত করিলে বৃদ্ধ দম্পতী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হে বৎস! উঠ উঠ, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার সুশীলতায় আমরা সর্ব্বদা প্রীত আছি, ভগবান তোমাকে অভিলষিত গতি, উৎকৃষ্ট জ্ঞান, ও অত্যুত্তম মেধা প্রদান করুন, এবং তুমি সুদীর্ঘ আয়ুঃ লাভ কর। তুমি আমাদের সৎপুত্র, তোমার সেবাতে আমরা নিত্যকাল সুখে বাস করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণগণের ন্যায় দমান্বিত হইয়াছ, তোমার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও আমাদের প্রতি পূজাতে পিতৃলোকেরা সতত সন্তুষ্ট আছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা আমাদের শুশ্রূষাতেই নিযুক্ত রহিয়াছ।

অনন্তর ব্যাধ বলিল, হে বিপ্রর্ষে, পিতামাতাই আমার পরম দেবতা; ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উদ্দেশে যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, আমিও আলস্য পরি-

ত্যাগ করিয়া ইহাঁদের জন্য সেইরূপ করিয়া থাকি। ইহাঁরাই আমার যজ্ঞ, ইহাঁরাই আমার বেদচতুষ্টয়। আমার স্ত্রী পুত্র সুহৃৎ ও সম্পত্তি এবং পঞ্চপ্রাণ, সমস্তই ইহাঁদের নিমিত্ত। হে দ্বিজবর, আমি স্বয়ং ইহাঁদের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিই, স্বয়ং ইহাঁদিগকে স্নান করাইয়া দিই এবং স্বয়ংই আহার প্রদান করি। আমি সতত ইহাঁদিগকে প্রিয়বাক্যই বলিয়া থাকি। হে ব্রাহ্মণ! ইহাঁদের প্রিয় কার্য্য সাধনকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সতত আলস্যশূন্য হইয়া ইহাঁদের সুশ্রূষা করিয়া থাকি। গৃহী ব্যক্তির ইহাই সনাতন ধর্ম্ম জানিবেন। হে বিপ্র! আপনি পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনি বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়াছেন। আপনার শোকে তাঁহারা অন্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য আপনি শীঘ্র গৃহে গমন করুন। আপনি তপোনুষ্ঠানপরায়ণ মহাত্মা ও নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইলেও পিতৃমাতৃশুশ্রূষা অভাবে আপনার এ সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হইয়া আপনি শীঘ্র গিয়া পিতামাতাকে প্রসন্ন করুন। আপনাকে শ্রেয়োজনক কথাই বলিতেছি অতএব আপনি অদ্যই গমন করুন।

কৌশিক বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ! তুমি যাহা বলিলে, সমস্তটা সত্য সন্দেহ নাই। তোমার এই উপদেশে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। ব্যাধ বলিল, হে দ্বিজসত্তম! আপনি নিয়তই সনাতন ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন, আপনিই যথার্থই দেবতুল্য ব্যক্তি। কিন্তু আপনি অবিলম্বে মাতা পিতার পূজা করুন, যেহেতু পিতৃ মাতৃ সেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম আর নাই। কৌশিক বলিলেন, আমি সৌভাগ্যবশতঃ তোমাকে উপদেষ্টারূপে লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। হে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ, আমি পিতা মাতার পূজা বিস্মৃত হইয়া ঘোর নরকে পতিত হইতেছিলাম, আজ তোমা-কর্ত্তৃক উদ্ধার লাভ করিলাম। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার ন্যায় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্মজ্ঞ ও উপদেষ্টা লোকমধ্যে অতি দুর্লভ। শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন কোন ব্যক্তিই তোমার ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব বোধগম্য করিতে সমর্থ হয় না। আমি তোমাকে শূদ্র বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় কোন কর্ম্মবিপাকে তুমি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। হে অনঘ! আমি তোমার বচনানুসারে ত্বরায় পিতামাতার শুশ্রূষা করিয়া কৃতার্থ হইব।

অনন্তর ব্যাধ তাহার শূদ্রত্ব প্রাপ্তির বিবরণ বর্ণনা করিলে কৌশিক বলিলেন, হে মহামতে! আমার মতে তুমি প্রকৃতই ব্রাহ্মণপদবাচ্য তাহাতে কোন সংশয় নাই। যেহেতু যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুপ্রকার পাপাচারপরায়ণ, সে শূদ্রতুল্য হয়, আর শূদ্র জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যমশীল হইলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন, কেননা চরিত্রই একমাত্র ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।)

দ্বিতীয় প্রকরণ—তৃতীয় ব্যাখ্যান।

ঈশ্বর শাক্তির আকর ও পাপের মোচয়িতা।

কে করিল দিবাকর, গ্রহতারা সুধাকর,
কার এই বিশ্ব মনোহর ?

কার নদ নদীগণ, বৃক্ষরাজি সুশোভন,
কার ফুল্ল কুসুম নিকর ?
রবি শশী গ্রহ তারা, কার বলে চলে তারা
পথ-হারা কভু নাহি হয় ?
কে দেয় তাদের কর, জগতের হিতকর,
কাহার মহিমা তারা ক'য় ?
মেঘ বর্ষি' বারিধার, ধরণীর পিপাসার
শান্তি করে কাহার ইচ্ছায় ?
মেঘ-কোলে বিহারিণী, ক্ষণপ্রভা সৌদামিনী,
বাহিরিয়ে অমনি লুকায় ?
বহে সদা সমীরণ, মৃত্যু করে সঞ্চরণ,
জ্বলে অগ্নি কাহার প্রভায় ?
যিনি সর্ব্বমূলাধার, এই সৃষ্টি হয় যাঁর,
সবে চলে তাঁহার আজ্ঞায় ॥

যিনি সর্ব্বশক্তিমান, কারণ-কারণ।
ভূধর কি বালুকণা যাঁহার শাসন,
অতিক্রম না করিতে পারে কদাচন,
প্রেমের আকর তিনি শান্তি-নিকেতন ॥
আমাদের তিনি পিতা, মঙ্গল আলয়।
দিতেছেন আমাদের তাঁর পদাশ্রয় ॥
বিষয়-তমিস্রে যবে হই নিমগন।
তিনি দেন দিব্য চক্ষু উদ্ধার কারণ ॥
তিনি দেন আঁখি তাঁরে দেখিবার তরে।
দেখিছেন আমাদের কত স্নেহ ভরে ॥
আমাদের জীবনেতে যে কিছু ঘটনা।
করিছেন স্নেহে তিনি সে সব প্রেরণা ॥
সম্পদ্ বিপদ্ তাঁর প্রেমের বিধান।
উভে তিনি বিতরেণ কতই কল্যাণ ॥
উভে তিনি থাকি হৃদি বলেন বচন।
আনন্দ সান্ত্বনা কর, চিত্ত-রসায়ণ ॥
সম্পদ্ পাইয়া সাধু তাঁর গুণ গায়।
তাঁরে ভোগ করিবার পাইয়া উপায় ॥
প্রেমানন্দে করে তাঁর ভজন সাধন।
এইখানে পায় সাধু অমৃত-ভবন ॥
পরম সম্পদ্ যিনি নয়ন-অঞ্জন।
তাঁর সহবাস নিত্য করে আকিঞ্চন ॥
বিপদে পড়িয়া সাধু অটল হৃদয়।
বলেন "বিপদ্ কর্ত্তা প্রভু দয়াময় ॥
পাপের শ্যামিকা যাহা আমার অন্তরে।
দুঃখানলে দগ্ধ তিনি করিবার তরে ॥
দিয়াছেন দুঃখ তাই আমারে শোধিতে।
আমি যেন পারি এই দুঃখ আলিঙ্গিতে ॥
দুঃখে যেন সদা পাই তাঁর দরশন।
দুঃখে পড়ি কাটে যেন মায়ার বন্ধন ॥"
সম্পদে বিপদে করি' অমৃত সিঞ্চন।
যিনি করিছেন তব আত্মার পোষণ ॥
এখানে শরণ লও একান্তে তাঁহার।
হে আত্মন! তিনি বিনা গতি নাহি আর ॥
পাপে অচেতন হ'য়ে আর কত কাল,
রহিবে মৃত্যুর পাশে লইয়া জঞ্জাল ?
পাপের যন্ত্রণা কেন করিছ বহন ?
শতেক বৃশ্চিক জ্বালা হৃদয় দাহন ?
সহ্য হয় যত জ্বালা আছরে ধরায়।
পাপের যাতনা কিন্তু সহা নাহি যায় ॥
যদি না দেখিতে চাও— তাঁর রুদ্রমুখ।
পাপীর দেখিলে যাহা—বিদরয়ে বুক ॥
যদি না শুনিতে চাও —সে বজ্রভীষণ।
পাপীর হৃদয় যাহা করে বিদারণ ॥
ছাড় মোহ—ছাড় পাপ—ছাড় কুমন্ত্রণা।
মৃত্যুর আগেতে কর সে দিন ভাবনা ॥
করিলে না হেথা যদি পাপ পরিত্যাগ।
করিলে না পাপ তরে হেথা অনুতাপ ॥
হেথা তাঁর পুণ্য-পথে যদি না চলিলে।
বিষাদের অন্ধকারে জীবন যাপিলে ॥
সেখানে এ পাপ লয়ে আঁধার দেখিবে।
কি'হল আমার বলি কেবলি কাঁদিবে ॥
বায়ু যথা শুষ্কতৃণ লইয়া খেলায়।
তোমারে প্রবৃত্তি তথা লইয়া বেড়ায় ॥
অমৃতের পুত্র বলি রাখ নিজ মান।
কর কর প্রবৃত্তিরে এবে প্রত্যাখ্যান ॥

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জন্মদিন। ঐ দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ সমবেত হইয়া ব্রহ্মোপাসনাদি করেন।

এতদুপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকগণকে তাঁহার এক এক খণ্ড চিত্র উপহার দেওয়া গেল।

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি আমাদের প্রিয়বন্ধু বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মানব লীলা-সম্বরণ করিয়া-

ছেন। তিনি একজন সদ্বিদ্বান ও সুধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ বাস্তবিকই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬ বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৮১॥৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩৪১॥৶৫
সমষ্টি	৩৬২৩।৵১১
ব্যয় ...	৪৪৯৵৯
স্থিত	৩১৭৪।২

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৮১৲
নববর্ষের দান।	
প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের পারিবারিক দান	২১৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪০৲
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ পাইন	৮৲
শুভকর্ম্মের দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
	৮১৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১১৭৸৵৬
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই, ই কাশিমবাজার	৩৭৵০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা	১২৲
" " ব্রজগোপাল মতিলাল ঐ	২৲
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঐ	৩৲
" " কালীকুমার ঘোষ ঐ	৩৲
" " কুঞ্জবিহারী দেব ঐ	১॥০
" " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	৩৲
" " লালবিহারী বড়াল ঐ	৩৲
" " তুলসীদাস দত্ত ঐ	৩৲
" " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ঐ	৩৲
" " কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ঐ	৩৲
৺ বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার দাস চাঁদপুর	৭।৵০
" " ব্রজমোহন সাঁতরা মেদিনীপুর	।৬
" " যজ্ঞেশ্বর সিংহ ভাস্তারা	৬৸০
" " যোগেশচন্দ্র সরকার বর্দ্ধমান	৩।৵০
" " শ্যামলাল মিত্র লক্ষ্ণৌ	৩।৵০
" " রাইচরণ দাস চেরাপুঞ্জি	১৸৵০
" " শোভাইলাল ছোটলাল ভাবনগর	৩৲
" " কৈলাসচন্দ্র রায় দেহড়দা	৪৲
" " বিপিনবিহারী ঘোষাল হড়া	৭৵০
" " গোবর্দ্ধন শীল চন্দননগর	২।৵০
" " চক্রধর সাহা আমতা	৩।৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক সংখ্যা নগদ বিক্রয়	।৵০
	১১৭৸৵৬
পুস্তকালয়	১০ ৻৬
যন্ত্রালয়	৬৭॥০
গচ্ছিত	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৲
পুস্তক বিক্রয়ের কমিসন ...	৩ ৻৬
সমষ্টি	২৮১॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭৮॥৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪২ ⁄৬
পুস্তকালয় ...	৪৪॥৶৯
যন্ত্রালয় ..	১৭০।৵৬
গচ্ছিত ...	১১ ৻৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২।০
সমষ্টি	৪৪৯ ৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় শনিবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

১ আষাঢ়
১৮১৭ শক,

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬০৪ সংখ্যা | ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

ঈশ্বরপরায়ণ না হইলে লোকে প্রায়ই মিতাহারী ও মিতাচারী হইতে পারে না। এই মিতাহার ও মিতাচারের উপর যে দীর্ঘজীবন প্রতিষ্ঠিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার জীবন্ত সাক্ষী। * তাঁহার এই সুদীর্ঘ আয়ুস্কালের মধ্যে এ দেশে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন না সংঘটিত হইল। প্রতীচ্য-ভূমিতে রোম রাজ্যের পুনরভ্যুত্থানে, প্রাচ্য জগতে জাপানের অভ্যুদয়ে বরং কালবিলম্ব ঘটিয়াছে, কিন্তু পতিত ভারত যে-রূপ তাড়িতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আরও অশীতি বৎসরে আমরা কি না আশা করিতে পারি। অন্ধকারের সহিত আলোকের যে প্রভেদ, বর্ত্তমানের সহিত দেবেন্দ্রনাথের শৈশবকালীন বঙ্গভূমির প্রভেদ তদপেক্ষা নিতান্ত অল্প নহে। ইংরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বরগীর হাঙ্গামা ছিল না বটে, কিন্তু ঠগীর অত্যাচার সাধারণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিত। ইংরাজি শিক্ষার সূচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণতঃ দুই একখানি পুস্তকে আবদ্ধ থাকিত। তখনকার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে বঙ্গভাষাও যথেষ্ট ছিল না। পাদরীগণ খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকেরা দলে দলে তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া উদরের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতেছিল। তান্ত্রিক বীরাচারের অল্পতা হইয়াছিল বটে কিন্তু গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যাবিসর্জ্জন সতীদাহ প্রভৃতি ভয়াবহ প্রথার শান্তি হয় নাই। গ্রামে গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা অধ্যাপকের চতুষ্পাঠী, নগরে মিশনরি বিদ্যালয় ছিল বটে, কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতা বর্ত্তমানের মত কিছুই ছিল না। প্রাচীনত্বের উপরে নবীনত্বের অরুণরাগ নিপতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের কোন উপায় নির্ণীত হয় নাই।

ঠিক এই সময়ে ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে আলোকিত প্রভূত মনীষাসম্পন্ন একটি হিন্দু হৃদয়ের আবশ্যক হইয়াছিল। এই অবসরে রামমোহন রায় আবির্ভূত

* বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠে মহর্ষি একোন অশীতি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন।

হইলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, মুসলমান খৃষ্টীয় শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান, তাহার উপরে তাঁহার আশ্চর্য্য তর্কশক্তি। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিয়া রত্ন উদ্ধার করিলেন। বেদ উপনিষদের গম্ভীর ধ্বনিতে সকলে সচকিত হইল। তিনি ঠিক বুঝিলেন যে বেদ উপনিষদ ভিন্ন আর কিছুতেই শিক্ষিত সমাজকে নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতা হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই।

অসাধারণ অধ্যবসায়ী রামমোহন নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম ও সংস্কার লইয়া থাকিতে পারিলেন না, মনস্কামনা সিদ্ধির পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে বিলাতে যাইতে হইল এবং সেখানে তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য অপূর্ণ রহিয়া গেল। তাঁহার প্রাণের ব্রাহ্মসমাজ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সত্যের প্রভাবকে কে প্রতিরুদ্ধ রাখিতে পারে। সময়ের আহ্বানে ঈশ্বরের আদেশে দেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বৈরাগ্য লইলেন। আপনার বলবীর্য্য যাহা কিছু ব্রাহ্মসমাজের জন্য বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে দিব্য মূর্ত্তিতে গঠিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইলেন, তিনি দেখিলেন ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার নিতান্তই অসম্ভব। বঙ্গীয় কৃতবিদ্যসমাজ ও ধনীমণ্ডলী ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিকূল চক্রকে ভেদ করিয়া ক্রমিকই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল।

তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব রক্ষা করিবার জন্য কিনা করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহারই চেষ্টার ফল, ব্যাখান তাঁহারই হৃদয়ের ছবি, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তাঁহারই প্রণীত তর্কশাস্ত্র যাহাদের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে থাকিয়া কতলোকের মত কতদিকে পরিবর্ত্তন হইল। ধর্ম্মের সহিত সামাজিক সংস্কার লইয়া কত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এ সকলের ভিতরে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে ধরিয়া সমানভাবে স্থির থাকিলেন। উত্তপ্ত শোণিত তাঁহাকে উন্মার্গগামী করিতে পারিল না। জরার শৈত্য তাঁহার অধ্যবসায়কে ম্লান করিতে পারিল না। তাঁহার গাম্ভীর্য্য যৌবনে, তাঁহার গাম্ভীর্য্য বার্দ্ধক্যে। তাঁহার উৎসাহ চিরদিনই সমান রহিয়াছে!

যে সময়ে সমাজসংস্কার লইয়া আন্দোলন উঠিল, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ চাহিয়া বলিলেন "সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে যাইও না, বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে।" তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ ইঙ্গিতের প্রতিঅক্ষরের সত্যতা এক্ষণে চিন্তাশীল ব্রাহ্মমাত্রেই প্রতীতি করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ চিরকালই প্রবৃত্তি মার্গের বিরোধী, নিবৃত্তি মার্গের পক্ষপাতী। তাই তিনি ধর্ম্মের স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য চিরকালই ব্যাকুল। বাহিরের বিষয়ে যত্ন চেষ্টা উৎসাহ অনুরাগ ক্ষয় করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস বক্তৃতায়—তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান বাহ্য অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয় না। তিনি বাস্তবিকই পবিত্র ঋষিজীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

আমরা প্রতিবর্ষেই মহর্ষিপ্রতিষ্ঠিত বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে যাইয়া থাকি। অনেকবার মনে হইয়াছে, দেবেন্দ্রনাথ

ভাগীরথীকূলে কলিকাতার অনতিদূরে আশ্রম স্থাপন না করিয়া এই জনশূন্য প্রান্তরের ভিতরে কেন উপাসনামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, মহর্ষি শান্তির সেবক, তিনি আমাদের ন্যায় গঙ্গার মারুতহিল্লোলের প্রয়াসী নহেন। তিনি বুঝিয়াছেন, জগতের কোলাহল হইতে বহুদূরে চলিয়া না গেলে, ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না। তাই তিনি হিমালয়ের গহন বিজনে আযৌবন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাই তিনি বিজন প্রান্তরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহুকাল তথায় অবস্থান করিয়াছেন। যখন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তখনই দেবেন্দ্রনাথের মহৎ উদ্দেশ্যের তলস্পর্শ করিতে পারি, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীরতা বুঝিতে পারি। আমরা নিজে ত জন্মদরিদ্র, দারিদ্র্যকষ্টে আমাদের অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যৌবনে লক্ষপতির মনে বৈরাগ্য উদিত হওয়া যে কত কঠিন তাহা চিন্তা করিতে গিয়া অবাক হইয়া যাই।

মহর্ষি নিজে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কত প্রবক্তা, কত ধর্ম্মপ্রচারক, কত লেখক, কত সুকবি পাইলাম। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বীজ হইতে অঙ্কুরিত করিয়া বৃক্ষরূপে পরিণত করিলেন বলিয়া, কত সংসারদগ্ধ আত্মা তাহার তলদেশে আসিয়া আশ্রয় পাইল। তাঁহারই চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের ভাষা আদর্শ বঙ্গভাষা হইয়া দাঁড়াইল, জ্ঞান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল। তাঁহারই যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষিত দলের ধর্ম্ম হইল। তিনি যাহা বলিলেন যাহা লিখিলেন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। তিনি যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহা অপেক্ষা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আজও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কেহই বলিতে পারিলেন না।

এদেশের অতীত ও বর্ত্তমান দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অনুস্যূত। অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও বদ্ধভাব অন্ধবিশ্বাস কোন কালেই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের ন্যায় তিনি সময়ের মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহার দৃষ্টি ভবিষ্যতে, যেখানে ধর্ম্ম লইয়া কথা, সেখানে বর্ত্তমানও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই কারণেই, তিনি এদেশের কল্যাণ ভাবিয়া ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন অন্য অন্য জাতিকে পবিত্র গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন ও তাহাদের সম্বন্ধে সাবিত্রী দীক্ষারূপ উপনয়নের ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ব্রহ্মসূত্র দিলেন না। এইরূপে তিনি সমাজদ্রোহী না হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে সকলের সমান অধিকারের ব্যবস্থা করিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা রক্ষা করিতেছেন। ধন্য তাঁহার প্রতিভা, ধন্য তাঁহার দূরদৃষ্টি, ধন্য তাঁহার সাধন!

পরলোক ও মুক্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আত্মা যে সে আমি। জীবাত্মা সৃষ্ট ও পরিমিত। ঈশ্বর অজ আত্মা মহানাত্মা। তিনি আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ। যাহার জ্ঞান আছে, সে জানিতেছে যে আমি আছি; অতএব সে আত্মা। জড়ের জ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার আত্মা নাই। পশু পক্ষী প্রকৃতিবলে সংস্কারবলে পরিচালিত হয়—তাহাদের জ্ঞান নাই, তাহাদের আত্মাও নাই। পরিমিত জ্ঞানই

হউক, আর অনন্তজ্ঞানই হউন, যিনি জানিতেছেন, যে আমি আছি, তাঁহারই আত্মা আছে।

যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে ইচ্ছা আছে। পশুর ইচ্ছা নাই, প্রকৃতিই তাহার সর্ব্বস্ব। ইচ্ছা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা। ঈশ্বরের যেমন অনন্তজ্ঞান, তেমনি তাঁহার মহতী ইচ্ছা—তিনি সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প। সে ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। যিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাতে সমন্বিত তিনি পুরুষ। ঈশ্বর পূর্ণ পুরুষ; মনুষ্য অপূর্ণ পুরুষ। ঈশ্বর জ্ঞানকে সৃষ্টি করিলেন। জ্ঞান শূন্যে থাকিতে পারে না, আধার চাই। শরীরকে জ্ঞানের আধার করিয়া দিলেন। দেহের মধ্যে আত্মা স্থাপিত হইল।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়যোগে আত্মা রূপরসগন্ধাদি অনুভব করিতেছে। সুখ দুঃখ, মান অভিমান, স্নেহভক্তি, লজ্জাভয়, কাম ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক ভাব—আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে। বিজ্ঞানই আত্মার সর্ব্বস্ব। এই বিজ্ঞানবলে আত্মা জানিতেছে যে কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, গুণমাত্রেরই আধার আছে, স্থান ও কালের বিদ্যমানতা আছে। ন্যায়াচরণ করা সত্যবলা প্রভৃতি নীতির মূলমন্ত্রগুলি আত্মা এই বিজ্ঞানবলে জানিতেছে।

আত্মা যেমন জানিতেছে, আমি আছি, তেমনই জানিতেছে, যে আমার ইন্দ্রিয়ের অবভাস আছে, আমার কাম ক্রোধ সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসিক ভাব আছে, আমার বিজ্ঞান আছে, আমার ইচ্ছা আছে। এ সকলই আমার বৃত্তি। যদি ইন্দ্রিয়ের অবভাস এই সকল বহির্বিষয়ই থাকিত, বিজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে না আমরা বস্তুনিচয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতাম, না তাহাদের প্রকৃতি নিরূপণ করিতে সক্ষম হইতাম। এই বিজ্ঞান থাকাতেই আমরা আলোচনা দ্বারা সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছি, এই বিজ্ঞান থাকাতেই আমরা বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারিয়াছি, এই বিজ্ঞান থাকাতেই আমরা প্রাণীজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছি। বিজ্ঞান না থাকিলে কোথায় বা থাকিত জ্যোতিষশাস্ত্র, কোথায় বা থাকিত রসায়নবিদ্যা, কোথায় বা থাকিত চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভূতত্ত্ববিদ্যা।

আমরা আত্মাতে বহির্বিষয় অনুভব করি, অনুভূতি আত্মাতে, অনুভূতির কারণ বাহ্যপদার্থে। চক্ষু উন্মীলন করিলাম; সূর্য্যের একবিন্দু রশ্মি চক্ষুতে নিপতিত হইল, অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহনক্ষত্র প্রকাশিত হইল। ক্রমে তাহাদের বল ও গতির পরিচয় পাইলাম। এইরূপে চক্ষু কর্ণের তেজে বিজ্ঞানবলে আমরা সকলই জানিতেছি। আত্মা বা আমি এক, আত্মার বৃত্তি—বিজ্ঞানের দ্বার অনেক। উপনিষদে আছে "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" আত্মা দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, ঘ্রাণ লয়, আস্বাদন করে, মনন করে, জানে, কার্য্য করে, ইনিই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ।

অজ আত্মা যেমন পূর্ণ পুরুষ, বিজ্ঞানাত্মা তেমনি অপূর্ণ পুরুষ। আত্মা যেমন লোকলোকান্তরে গিয়া বিচিত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সৃষ্টির নবতর কৌশল সন্দর্শন ও তাহার মহত্ত্ব চিন্তন করে, তেমনি তাহার বিজ্ঞান প্রসারিত হয়। বিজ্ঞান প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু লোকলোকান্তরে

গেলেও আত্মার জ্ঞানের পরিমিত মাত্রা চিরকালই সমান রহিয়া যাইবে, তাহার কিছুই বাড়িবে না। লোক হইতে লোকান্তরে যাইয়াও, উন্নতি হইতে উন্নতি লাভ করিয়াও আমরা পূর্ণজ্ঞান ঈশ্বরকে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে পারিব না। তাঁহাকে নিঃশেষ করিয়া জানিতে সমর্থ হইব না।

বাহিরের বস্তু যে ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হয়, আমরা তাহাই জানি। কিন্তু তাহার প্রকৃত রূপ কি তাহা আমরা বলিতে পারি না। বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞান তাহা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই লাভ করি; তাহাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রকৃত রূপ আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু সেই অনন্তজ্ঞান পূর্ণ পুরুষ বাহ্য বস্তুর প্রকৃত রূপ কি তাহা জানিতেছেন, এবং আমরা তাহাদিগকে কি ভাবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি, তাহাও বুঝিতেছেন। বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান মনুষ্যেরই সম্ভবে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ ঈশ্বরই জানিতে পারেন।

—ঃ০ঃ—

তৃতীয় অধ্যায়।

পুণ্যলোক হইতে স্বর্গলোক লাভ করিয়া দেবাত্মা তাহার সমধিক তেজস্বী চক্ষুবলে ও প্রখর বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যতররূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। সেই কৌশলের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গলভাবের নিদর্শন পাইয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। সে দেবতাদিগের সঙ্গে তাঁহার মঙ্গলগীতে স্বর্গরাজ্য পরিপূরিত করিয়া তুলিল। ক্রমে প্রাচীন দেবতাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া তাহার বিজ্ঞান আরও প্রসারিত হইতে লাগিল। যখন বিজ্ঞান উজ্জ্বল হইল, প্রেম বিস্তারিত হইল, মঙ্গলভাবে হৃদয় আর্দ্র হইল, সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তখন তাহার নিকট উন্নত স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেখানকার শিক্ষা শেষ হইলে আবার উন্নততর স্বর্গের শিক্ষা আরম্ভ হইল। লোকলোকান্তর পর্য্যটনে যতই তাহার বিজ্ঞান প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই সে ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞানক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল। উন্নত লোকেরও শেষ নাই, ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞানক্রিয়ারও অবধি নাই, বিজ্ঞানের বিস্তারেরও অন্ত নাই।

এইরূপে যখন এই দেবাত্মা অধিকাধিক উন্নত জ্ঞানক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও গিয়া অনন্ত জ্ঞানকে ধরিতে পারিল না, তখন তাহার তাঁহাকে লাভ করিবার স্পৃহা ক্রমিকই উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সে লোক পরিভ্রমণে নিষ্কাম হইল, অনন্তজ্ঞানকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইল, তাহার বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয় হইতে "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই" এই বিষাদের গান ধ্বনিত হইতে লাগিল, তাঁহাকে পাইবার সকল পরিশ্রম বিফল দেখিয়া সে তীব্র বিলাপ করিতে লাগিল, স্বর্গসুখও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তখন সে মুক্তিলাভের অধিকারী হইল। সেই ভক্তবৎসল পরমেশ্বর তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে তাহাকে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন এবং দেশকালবদ্ধ সংসারের অতীত আপনার অন্তরতর অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিলেন। সেখানে তাহার

ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিবৃত্ত হইল, সংসারের অভাবে বিজ্ঞানের ক্রিয়া নিরস্ত হইল, মনের ভাব সকলও তাহাকে আর অধিকার করিতে পারিল না। তখন সেই আত্মজ্ঞানের পরিমিত মাত্রাকে ঈশ্বর পূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি আপনার পদানত ভক্তকে সকলই প্রদান করেন, আপনার জন্য কিছুই রাখেন না। তাহার জ্ঞান পূর্ণ হইল, অনন্তজ্ঞানস্বরূপ তাহার পূর্ণজ্ঞানে প্রকাশিত হইলেন। তখন সে জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে অনন্তজ্ঞানপ্রেমানন্দকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত ছায়াতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত হইল। ইহাই ব্রহ্মলোক—"ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে" কঠোপনিষদ।

এদিকে এই মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া যে আত্মার বিষয়ভোগে তৃপ্তি হয় না, স্ত্রৈয়ষণা বিত্তৈষণা যাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না, যে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিতান্ত আজ্ঞাবহ ও সহিষ্ণু হইয়া ধর্ম্মসাধনের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে নিষ্কাম পুরুষ। সে যখন পরমাত্মাকে লাভ করিব এই একই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল,তখন তাহাকে আর মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গলোকে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। সে এখান হইতেই মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। সে ঈশ্বরপ্রসাদে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দেশকালবদ্ধ সংসারের অতীত তাঁহার অন্তরতর অমৃতময় ক্রোড় লাভ করে। তাহার আত্মজ্ঞানের পরিমিত মাত্রাকে ঈশ্বর পূর্ণ করিয়া দেন এবং তাহার পূর্ণজ্ঞানে সেই অনন্তজ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হয়েন। তখন সে জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে অনন্তজ্ঞানপ্রেমানন্দকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত ছায়াতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত হয়।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি ঈশ্বরের এই সুমহান লক্ষ্য যাহা সৃষ্টির সংকল্পে নিহিত ছিল, তাহা এতদিন পরে আত্মার মুক্তিলাভে সংসিদ্ধ হইল। আত্মজ্ঞানকে পূর্ণমাত্রা করিয়া দিয়া সেই অনন্তজ্ঞান পরব্রহ্ম তাহাতে নিত্য প্রকাশিত হইলেন। কি উন্নত আশা—কি জ্বলন্ত ভবিষ্যৎ মানবাত্মার সম্মুখে!

এপারে সংসার, ওপারে ব্রহ্মলোক। তাহার মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং সেতুস্বরূপ হইয়া উভয় লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। এই হেতু সংসারের দিনরাত্রি এই সেতুকে লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। না জরা, না মৃত্যু, না শোক, না সুকৃত, না দুষ্কৃত, এই সেতুকে লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ব্রহ্মলোকে পাপের পরাক্রম নাই, যেহেতু অপহতপাপ্মা এই ব্রহ্মলোক। ঈশ্বরপ্রসাদে যত্নশীল মুমুক্ষু ব্যক্তিই এই সেতুকে লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এখানে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে পাপবিদ্ধ সে অপাপবিদ্ধ হয়, যে উপতাপী সে অনুপতাপী হয়। এখানে রাত্রিও দিনের ন্যায় নিষ্পন্ন হয়; যেহেতু এখানে অন্ধকার নাই। এখানে সেই বিমুক্ত আত্মাতে নিত্যই অনন্তসূর্য্যের প্রকাশ। সেই আত্মাতে যে অনন্তসূর্য্য একবার উদয় হইয়াছে, সে প্রভাতের আর অবসান হয় না। ইহাই ব্রহ্মলোক।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানো হতো নিবর্ত্তন্তে অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো-ভবতি উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ-

শরণমহং প্রপদ্যে", আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

অবশেষে যাঁহার নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শেষ শিক্ষা মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি এবং যিনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে ইহা প্রকাশ না করিলে আমার নিজের যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইত, সেই বরিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপন করিতেছি। ঈশ্বর ইহাতে তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পৌরাণিক ভূগোল।

(বিষ্ণু পুরাণোদ্ধৃত)

এখনকার ভূগোলবেত্তারা পৃথিবীকে যেমন চারি খণ্ডে বিভক্ত করেন, প্রাচীন আর্য্যেরা তাহা সপ্ত দ্বীপে বিভাগ করিতেন। যে সকল দ্বীপের নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, এবং পুষ্কর। সেই সকল দ্বীপে এক সময় আর্য্যজাতিরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় আপনাদিগের ভাষা ধর্ম্ম ও রীতিনীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন।

সমস্ত পৃথিবীতে আর্য্য কুলোদ্ভব মনুষ্যেরাই এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু এই ঘটনা ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পূর্ব্বকালের দিকে যত দূর যায় তাহা অপেক্ষাও পূর্ব্বকালে ঘটিয়াছিল। সে পুরাবৃত্তে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন কেবল মাত্র আমাদিগের পুরাণে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে প্রথমে তুরাণীয় ও তৎপরে আর্য্য সভ্যতা পৃথিবীতে বিস্তারিত হয় কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষ ব্যতীত ঐ সকল সভ্যতার বিশেষ চিহ্ন কোনখানে কিছু নাই। বর্ত্তমান ইংরাজী সভ্যতার দশা ভবিষ্যতে যে ঐরূপ হইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

উক্ত সকল দ্বীপের বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

আর্য্যেরা যেখানে পূর্ব্বকুল সে স্থানের ভৌগোলিক পদার্থ সকল সাত ভাগে বিভাগ করিতেন। তাঁহারা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যার মধ্যে সাতকে নিগূঢ় গুণ বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

প্লক্ষ দ্বীপ সাত অংশে বিভক্ত। শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব। প্লক্ষ দ্বীপে গোমেদ চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা এবং বৈভ্রাজ নামক পর্ব্বত আছে। প্লক্ষ দ্বীপের সপ্ত বিভাগে সপ্ত নদী প্রবাহিত আছে, তাহাদিগের নাম অনুতপ্তা, শিখী, বিপাসা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা এবং সুকৃতা।

এই দ্বীপে এক বৃহৎ প্লক্ষ বৃক্ষ থাকাতে উহার নাম প্লক্ষ দ্বীপ হইয়াছিল। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র এই চারি জাতির নাম আর্য্যক, কুরু, বিংশ, এবং ভাবি ছিল। প্লক্ষ দ্বীপে সোম দেবতার উপাসনা অধিকতর প্রচলিত ছিল। তথায় অনেক তীর্থস্থান ছিল। তথাকার মনুষ্যেরা দীর্ঘায়ু ছিল।

শাল্মলী দ্বীপও সাত অংশে বিভক্ত। শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত বর্ণ বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। এই দ্বীপস্থ পর্ব্বতদিগের নাম কুমুদ, উন্নত বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্মান। ইহার মধ্যে দ্রোণ পর্ব্বতে অনেক ভৈষজ্য লতা ও

ঔষধি জন্মে। এই দ্বীপস্থ নদীদিগের নাম যোগী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্ল', বিমোচিনী এবং নিবৃত্তি। এই দ্বীপে এক বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ থাকাতে উহার নাম শাল্মলী দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপে চারি জাতি কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ শব্দে আখ্যাত ছিল। এই দ্বীপে বায়ুদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল।

কুশ দ্বীপও সাত অংশে বিভক্ত। সেই সকল অংশের নাম উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। এই দ্বীপের প্রধান পর্ব্বতদিগের নাম বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান, পুষ্পবান, কুশেশয়, হরি এবং মন্দর। উহার প্রধান নদীদিগের নাম ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, রম্ভা, মহী। এতদ্ব্যতীত এই দ্বীপে অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও নদী আছে। কুশদ্বীপে কুশতৃণ অধিক জন্মায় বলিয়া তাহার নাম কুশদ্বীপ ছিল। এই দ্বীপে চারি জাতি দমী, শুষ্মি, স্নেহ ও মন্দেহ নামে আখ্যাত ছিল। তথায় ব্রহ্মার উপাসনা অধিকতর প্রচলিত ছিল।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপ কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ। এই দ্বীপ সপ্ত বর্ষে বিভক্ত ছিল। সেই সকল বর্ষদিগের নাম কুশল, মন্দগা, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি এবং দুন্দুভি। ইহাদের প্রত্যেকের সীমায় একটি একটি পর্ব্বত আছে। সেই সকল পর্ব্বতের নাম ক্রৌঞ্চ, বামেন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, পুণ্ডরীকবান, দুন্দুভি ও মহাশৈল। প্রত্যেক পর্ব্বত পশ্চাতের পর্ব্বত অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ। এই দ্বীপে অনেকগুলি নদী আছে। তন্মধ্যে প্রধান গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রী, মনোজবা, ক্ষান্তি, ও পুণ্ডরীকা। এই দ্বীপে চারি জাতি পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য নামে আখ্যাত ছিল। এই দ্বীপে রুদ্রের উপাসনা প্রচলিত ছিল।

শাক দ্বীপে এক বৃহৎ শাক বৃক্ষ থাকাতে উহার নাম শাক দ্বীপ ছিল। শাক দ্বীপও সপ্ত বর্ষে বিভক্ত, সেই সকল বর্ষের নাম জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাকী, ও মহাদ্রুম। এই দ্বীপস্থ প্রধান পর্ব্বতদিগের নাম উদয়গিরি, জলাধার, রৈবতক, শ্যাম, অস্তগিরি, আকিঞ্চেয়, রম্য ও কেশরী। তথাকার প্রধান নদী সকলের নাম সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেনুকা ও গভস্তি। এতদ্ব্যতীত এই দ্বীপে শত শত সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও নদী আছে। এই দ্বীপে চারি জাতি মৃগ, মাগধ, মানস, মন্দগ নামে আখ্যাত ছিল। তথায় সূর্য্যের উপাসনা প্রচলিত ছিল।

পুষ্কর দ্বীপ শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ। এই দ্বীপ দুইটি বর্ষ মাত্রে বিভক্ত; মহাবীর ও ধাতকী। তথায় একটি মাত্র পর্ব্বত আছে; তাহার নাম মানসোত্তর। এই পর্ব্বত বলয়াকৃতি ও দ্বীপের মধ্যস্থলে স্থিত হইয়া তাহাকে উল্লিখিত দুইবর্ষে বিভক্ত করে। ধাতকী বলয়ের অন্তঃস্থিত ও মহাবীর উহার বহিঃস্থিত। এই দ্বীপে কোন নদী নাই। এখানে শাস্ত্রের জাতিবিভেদ ও কর্ম্মকাণ্ড কিছুই ছিল না। এখানে ব্রহ্মার উপাসনা প্রচলিত ছিল।*

* কর্ণেল উইলফর্ড আফগানস্থান বেলুচিস্থান ও পারশ্য দেশকে কুশদ্বীপ, এশিয়ামাইনরকে প্লক্ষ দ্বীপ, পূর্ব্বইউওরোপকে শাল্মলী দ্বীপ, জর্ম্মেনিকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ব্রিটিশ দ্বীপ সকলকে শাক দ্বীপ, এবং আইস্‌লণ্ডকে পুষ্কর দ্বীপ বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু উল্লিখিত বর্ণনানুসারে বিবেচনা করিলে আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হয় পুষ্কর দ্বীপ Scandinavia অর্থাৎ Norway ও Sweden আর মানসোত্তর পর্ব্বত Dovrefield.

জম্বুদ্বীপ এই সকল দ্বীপের মধ্যস্থিত; মেরুপর্ব্বত (Kienlun) জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থিত। হিমবান, হেমকূট এবং নিষাদ নামক পর্ব্বত মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে স্থিত। নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী নামক পর্ব্বতত্রয় উহার উত্তরে স্থিত। এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে জম্বুদ্বীপের যে যে বর্ষ স্থিত আছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ভারতবর্ষ হিমবান পর্ব্বতের দক্ষিণে স্থিত, কিম্পুরুষবর্ষ (Nepal and Bhotan) হিমবান ও হেমকূট পর্ব্বতের মধ্যস্থিত। হেমকূট (Northern Himalya) পর্ব্বতের উত্তরে ও নিষাদ পর্ব্বতের (Karakorum mountain) দক্ষিণে হরিবর্ষ Thibet স্থিত। মেরু পর্ব্বতের উত্তরে নীলপর্ব্বত হইতে শ্বেত-পর্ব্বত পর্য্যন্ত রম্যক বর্ষ স্থিত। শ্বেতপর্ব্বত হইতে শৃঙ্গী পর্ব্বত পর্য্যন্ত হিরন্ময় বর্ষ স্থিত। শৃঙ্গী পর্ব্বতের উত্তর কুরুবর্ষ (Kashgaria) স্থিত। ভারতবর্ষ যেদিকে যেরূপ প্রসারিত, উত্তর কুরুও ঠিক সেইরূপ প্রসারিত। ইলাবৃত বর্ষও (Chinese Tartary) ঐরূপ। মেরু পর্ব্বত উহার মধ্যে স্থিত। ইলাবৃত বর্ষে চারিটি পর্ব্বত আছে, সেই সকল পর্ব্বত মেরুপর্ব্বতের চারিটি গোম্বুজস্বরূপ হইয়াছে। যে পর্ব্বতটি পূর্ব্ব দিকে স্থিত তাহার নাম মন্দর, (Bain Khasia Dolai Mountain) যেটি দক্ষিণে স্থিত তাহার নাম গন্ধমাদন, (Mountain of Katski) যেটি পশ্চিমে স্থিত তাহার নাম বিপুল, যেটি উত্তরে স্থিত তাহার নামে সুপারশ্ব (Thian Shan Mountain) মন্দর পর্ব্বতের উপর একটি প্রকাণ্ড কদম্ব বৃক্ষ আছে, গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর একটি প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ আছে, বিপুল পর্ব্বতের উপর একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; সুপারশ্ব পর্ব্বতের উপর একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। উল্লিখিত প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ হইতে এই বর্ষের নাম জম্বুদ্বীপ হইয়াছে। ঐ জম্বুবৃক্ষের নিম্ন হইতে জম্বুনদী সমুদ্ভুত হইয়াছে। ঐ জম্বুনদীর উৎপত্তি স্থানে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভদ্রাশ্ব নামক দেশ (China) মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বে স্থিত; এবং কেতুমাল নামক দেশ (Russian Tartary) উহার পশ্চিমে স্থিত; মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ (Chinese Tartary) মেরুপর্ব্বতের পূর্ব্বে চৈত্ররথ অরণ্য; গন্ধমাদন বন উহার দক্ষিণে; বৈভ্রাজ বন উহার পশ্চিমে এবং নন্দনবন উহার উত্তরে। অরুণোদ, মহাভদ্র, শীতোদ ও মানস (Manas Sarover lake) নামক চারিটি হ্রদ এই স্থানে স্থিত।

পদ্মমূল হইতে পদ্মের মৃণাল সকল যেমন নিঃসৃত হয়, তেমনি মেরুর মূল হইতে পূর্ব্বদিকে শীতান্ত, ক্রমুঞ্চ, কুররী, মাল্যবান, এবং বৈকঙ্ক; দক্ষিণ দিকে ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক এবং নিসাদ; পশ্চিমে, শিখিবাসস্, বৈদুর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন এবং জারুধি এবং উত্তরে শঙ্খকূট, ঋষভ, নাগা, হংস এবং কালঞ্জর নামক পর্ব্বত সকল নিঃসৃত হইয়াছে। শীতান্তাদি পর্ব্বতশ্রেণী অতি সুখকর। মেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর গঙ্গানদী তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে পতিত হইয়া ঐ শৃঙ্গকে প্রদক্ষিণ করত চারিটি ভিন্ন ভিন্ন দিগ্গামিনী বৃহৎ নদীতে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উহাদিগের নাম সীতা (Hoang-ho) অলকনন্দা, চক্ষু Oxus ও ভদ্রা। প্রথমোক্ত নদী মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পতিত হইয়া ভদ্রাশ্ব (China) দেশে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; অলকনন্দা দক্ষিণ দিকে গমন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়া সাতটী নদীতে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হই-

য়াছে; চক্ষুনদী পশ্চিমদিক্‌স্থিত পর্ব্বত সকল ভ্রমণ করিয়া কেতুমাল দেশে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের (Caspian Sea) সহিত মিলিত হইয়াছে; ভদ্রা উত্তর কুরুবর্ষে প্রবাহিত হইয়া উত্তর সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

মেরু পর্ব্বত উত্তরে নীল, দক্ষিণে নিষাদ, পশ্চিমে মাল্যবান এবং পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে পদ্মের কেশরের ন্যায় স্থিত আছে। ভারত, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, এবং উত্তর কুরু সেই পদ্মের দল স্বরূপ। জাথর ও দেবকেতু নামক পর্ব্বতদ্বয় উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত; তাহারা নিষাদ ও নীল পর্ব্বতকে সংযোগ করিতেছে। গন্ধমাদন ও কৈলাস পর্ব্বতদ্বয় প্রস্থে অশীতি যোজন, পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ও সমুদ্রদ্বয়ের মধ্যে সংস্থিত। পারিযাত্র (Paropamisus) মেরুর পশ্চিম সীমায় নীল ও নিষাদ পর্ব্বতের মধ্যস্থিত। ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি পর্ব্বত মেরুর উত্তর সীমায় পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ও দুই সমুদ্রের মধ্যস্থিত। এই সকল পর্ব্বতস্থিত বন ও উপত্যকা অতি মনোহর।

ভারতবর্ষ সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে স্থিত। ভারতবর্ষ অষ্ট অংশে বিভক্ত, তাহাদের নাম, ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব এবং বারুণ। অষ্টম দ্বীপ অর্থাৎ বারুণদ্বীপ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। দাক্ষিণাত্য এই বারুণ দ্বীপ বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতবর্ষের প্রধান পর্ব্বতদিগের নাম মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান ঋক্ষ্য, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র। (১)ভারতবর্ষের নদী সকলের নাম শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বেদস্মৃতি, নর্ম্মদা, সুরসা, তাপী, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণী, কৃতমালী, তাম্রপর্ণী, ত্রিসোমা, ঋষিকুল্যা কুমারী ইত্যাদি। (২) এতদ্ব্যতীত অসংখ্য নদী আছে। নানা জাতি তাহার তীরে বাস করে।

আদিম আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত। (৩)

প্রথম অধ্যায়।

ভূতত্ত্ববিৎ, জাতিতত্ত্ববিৎ, মানবতত্ত্ববিৎ এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খৃষ্টের জন্মগ্রহণের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও মানব জাতি ও মানব সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল।

ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে মধ্য এসিয়ার অন্তঃপাতী আর্য্যানমবইজে নামক স্থানে ককেশীয় জাতির শ্রেণীভুক্ত এক জাতি বাস করিত। শারীরিক লক্ষণে ককেশীয় জাতির সহিত ইঁহাদের বিশেষ সাদৃশ্য থাকাতে মানবজাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাঁদিগকে সেই জাতির

---

(১) মহেন্দ্র পর্ব্বত গঞ্জামের নিকটস্থিত, মলয়পর্ব্বত পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ, শক্তিমৎ পর্ব্বত বর্ত্তমান কালের কোন্ পর্ব্বত তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই; সহ্যাদ্রি পশ্চিম ঘাটের উত্তরভাগ, ঋক্ষ পর্ব্বত, গণ্ডোয়ানা দেশস্থিত পর্ব্বত, বিন্ধ্যগিরি এক্ষণে যে পর্ব্বত ঐ নামে খ্যাত তাহার পূর্ব্বভাগ, পারিপাত্র পর্ব্বত এক্ষণকার বিন্ধ্যগিরির পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ।

(২) শতদ্রু শতলেজ, চন্দ্রভাগা চেনাব, বেদস্মৃতি বেয়া বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। তাপ্তীকে তাপী, ভীমাকে ভীমরথী ও কৃষ্ণাকে কৃষ্ণবেণী বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তাম্রপর্ণী টিনেবেলীতে স্থিত ও অদ্যাপি তথায় ঐ নাম ধারণ করে। রসীকয়ল নামা নদী যাহা গঞ্জামের নিকট সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইতেছে তাহাকে ঋষিকুল্যা নদী বলিয়া প্রতীতি হয়। এতদ্ব্যতীত উপরে উল্লিখিত অন্যান্য নদী ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কোন্ কোন্ নদীর সঙ্গে এক তাহা স্থিরীকৃত হয় না।

৩ এই অপ্রকাশিত গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিত হয়। ইহার ভূমিকা এবং প্রথম অধ্যায়ের একাংশ ঐ ভাষায় এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা বাঙ্গলায় প্রকাশ করা বিধেয় বলিয়া স্থির হওয়াতে উহা এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশ।

অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু তুরাণী জাতির সহিত ইহাঁদিগের শারীরিক বিভিন্নতা থাকিলেও ইহাঁরা তুরাণী জাতির ন্যায় বৃক্ষ, সর্প ও ভূতযোনির পূজায় অনুরক্ত ছিল। এই জাতির মধ্যে খৃষ্টীয় বহু শতাব্দির পূর্ব্বে (প্রায় ১৩৫০০ পূর্ব্বে) (২) ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভের বহুপূর্ব্বে এবং তিব্বতীয় প্লাবন যাহা ভ্রম বশতঃ বিশ্বপ্লাবন বলিয়া হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিদিগের শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঘটিবার অনেক পূর্ব্বে (৩) তদানীন্তন পৃথিবীতে এক মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। ইনিই সমগ্র আর্য্যজাতির পূজিত ব্রহ্মাদেব। (৪)

ব্রহ্মা বৈদিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বৈদিক ধর্ম্মকে ইনি উচ্চ অধিকার ও নিম্ন অধিকার এই নামে দুই শাখায় বিভক্ত করেন। ধর্ম্মের মহান্ উচ্চ ভাব ও অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা উচ্চ অধিকারের লক্ষণ। এক ঈশ্বরকে বিবিধ নাম প্রদান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে, বিবিধক্রিয়া কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করা নিম্ন অধিকার। এই সকল দেবতাদিগের নাম অগ্নি, বরুণ, সোম, অর্য্যমা, বিষ্ণু প্রভৃতি। ইঁহারা দীপ্তি ও মঙ্গল প্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাদিগের সহিত তুরাণীয় দেবতাদিগের সবিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। তুরাণীয়দিগের উপাস্য দেবতা কি ছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ (জ্ঞানকাণ্ড) জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী (৫) লোকদিগের এবং নিম্নঅঙ্গ (কর্ম্মকাণ্ড) স্বল্পজ্ঞান বিশিষ্ট লোকদিগের অনুসরণের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়।

"বেদ" শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ জ্ঞান। এই জ্ঞানের আভাস বা ভাব সর্ব্বপ্রথমেই ব্রহ্মার মনে উদিত হয়। তিনি ইহাকে প্রথমে ঋক্ আকারে রচনা ও তৎপরে লিপিবদ্ধ করেন নাই। মহা প্রলয়ের পরবর্ত্তী সময়ে আর্য্যগণ দক্ষিণ প্রদেশ

---

২ পুস্তকের পরিশিষ্টে হিন্দু যুগ কাল সম্বন্ধে মন্তব্য দেখ।

৩ ইহুদি ও ভারতীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মগ্রন্থে পৃথিবী সৃষ্টি ও মহাপ্রলয় সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ ও মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ সৌসাদৃশ্য থাকাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এই দুই জাতির আদি পুরুষগণ মহাপ্লাবনের পূর্ব্বে এবং তাহার কিছু কাল পর পর্য্যন্ত একই স্থানে বাস করিতেন। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই স্থান কোথায় অবস্থিত ছিল? প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আর্য্যজাতির আদিম স্থান আর্য্যানমবইজে নামক দেশকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যজাতির আদিপুরুষের এই স্থানেই নিবাস বোধ হইতেছে। উহাকে সকল লোকে আর্য্য জাতির শৈশব কালের দোলনা ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

৪ ব্রহ্মা এক অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন—দেবতা ছিলেন না। ভাগবত পুরাণ আমাদের এই মত সমর্থন করিতেছে। উক্ত পুরাণে ব্রহ্মা আদি কবি অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ঋষি রূপে উক্ত হইয়াছেন। মহাভারতে তিনি মহর্ষি মাত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে পুলহ, পুলস্ত এবং অন্যান্য তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ প্রত্যেকেই এক এক জন ব্রহ্মা। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তৎকালে "ব্রহ্মা" কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। উহা গৌরব সূচক আখ্যা মাত্র ছিল। যে ব্রহ্মা বৈদিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং যাঁহার কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি ব্রহ্মাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৫ যে সকল গুণ কেবল একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরে আরোপ করিতে দেখা যায় ঋগ্বেদে সেই সকল গুণ উল্লিখিত সামান্য দেবতাদের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট লোকদিগকে একেশ্বর উপাসনা হইতে এককালে বঞ্চিত না করিয়া সেই একেশ্বরবাদ সহজে বোধগম্য আকারে তাহাদিগকে প্রদান করা ব্রহ্মার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। অতীব প্রাচীন ঋকের কতকগুলিতেও একেশ্বরস্তুতি উচ্চারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে অতি সুসভ্য জাতির মধ্যেও এমন লোক এখনও দৃষ্ট হয় যাহারা অনন্ত ঈশ্বরকে একেবারে ধারণা করিতে অক্ষম, ব্রহ্মা এইরূপ লোকদিগকেও ধর্ম্মের মঙ্গল ছায়া হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তজ্জন্য তাহাদের সামান্য জ্ঞানের বোধগম্য একটি নিম্ন শাখা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে (১) আসিয়া বসবাস করিলে, ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ কর্তৃক মুখে মুখে ঋক্ সকল রচিত হয়। এই সময়ের পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষে কিম্বা উত্তরে কোন ঋক রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে বেদভাব সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার মনেতে প্রতিভাত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মা বৈদিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনিই একটি নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া আর্য্যদিগকে প্রথম একটি জাতিতে পরিণত করেন। তিনি আর্য্য জাতির স্রষ্টা। সেই জন্য তিনি পুরাণে পৃথিবীর স্রষ্টারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যে জাতির মধ্যে ব্রহ্মার অভ্যুদয় হয় আকার প্রকারে ককেশীয় জাতির সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী তুরাণী জাতির ন্যায় ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে যখন সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন হয় তখন অবশ্যই তাঁহাদিগের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া ছিল। যেমন পঞ্জাবে নানক প্রথম শিকদিগকে "সিংহ" উপাধি দিয়াছিলেন সেইরূপ তুরাণী জাতির সহিত এই নব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইহাদিগকে "আর্য্য" অর্থাৎ "সম্মানার্হ" এই উপাধি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রদান সম্ভব। এই নবসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ কখন একস্থানে স্থির হইয়া বাস করিতেন না। তাঁহারা সদা সর্ব্বদা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের প্রতিবেশী তুরাণী জাতির ন্যায় ইহাঁরা গৃহের পরিবর্ত্তে তাম্বুর মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহারা কৃষিকার্য্য (২) কিছুই জানিতেন না। এবং লিপিকার্য্যেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে বসবাস করিবার অনেক কাল পরে লিপিরীতি আবিষ্কৃত হয়।

ব্রহ্মার পূর্ব্বে মহামুনি অঙ্গিরা (৩) ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি অগ্নিকে অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়া, অগ্নির উপাসনা আর্য্যজাতির মধ্যে প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে অগ্নিই ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম প্রতিরূপ। সেই আর্য্য ঋষিকে আজ আমরা ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। কারণ তাঁহার প্রচলিত অগ্নিউপাসনা হইতেই ধর্ম্ম জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ উপনিষদ্‌প্রতিপাদিত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে।

অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ব্রহ্মার শিষ্য হইয়া ছিল বলিয়া তিনি প্রথমে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েন। এই নিমিত্ত তিনি আর্য্য সমাজের লোকবৃদ্ধির জন্য ভগিনীবিবাহ এবং পুরুষ ও স্ত্রীর বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত করেন। তিনি বর্ত্তমান সভ্যতাবিরোধী এই সকল সামাজিক রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর

১ সর্ব্ব প্রথম ঋকেই উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বতন ঋষিগণ (ইহারা সম্ভবতঃ হিমালয়ের উত্তর প্রদেশবাসী ঋষি ছিলেন) কর্তৃক অগ্নি পুজিত হইতেন। এবং ভারতবর্ষস্থ ঋষিগণ কর্ত্তৃক অগ্নির উপাসনা একপ্রকার নূতন আকারে প্রচলিত হয়।

২ আর্য্য সমাজে কৃষিবিদ্যা এবং নগর ও গ্রাম নির্ম্মাণ বিদ্যা পৃথুরাজ কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিবরণ আছে।

৩ এই বিখ্যাত আর্য্য ঋষির নামের উল্লেখ বেদে এবং জেন্দাভেস্তায় উভয়েতেই দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তিনি হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশবাসী ঋষি ছিলেন। অঙ্গিরা অবশ্যই ব্রহ্মার অপেক্ষা প্রাচীন লোক ছিলেন। কেননা ব্রহ্মার নাম বেদে এবং বিশেষতঃ বেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ উপনিষদেই কেবল দৃষ্ট হয়। কিন্তু অঙ্গিরার নাম বেদে এবং জেন্দাবেস্তায় উভয়েতেই পাওয়া যায়। অঙ্গিরা নামে অনেক ঋষি পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছেন।

দোষারোপ করা আমাদের কখনই কর্ত্তব্য হয় না। সামাজিক বিষয়ে উক্ত আদিম ধর্ম্মসংস্কারকের ভিন্ন মত ছিল। এখনকার কালের ন্যায় ঐকাল সুসভ্য ছিল না। সনক, সনন্দ, সনৎকুমার প্রভৃতি তাঁহার যে সকল মানস পুত্রকে, অর্থাৎ শিষ্যদিগকে তিনি প্রজাপতিরূপে বরণ করিয়া সেই শৈশব আর্য্য সমাজের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সাংসারিক কর্ত্তব্য অবহেলা পূর্ব্বক কেবল অধ্যাত্মযোগে নিমগ্ন থাকিয়া কালাতিপাত করিতেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের এইরূপ মতি দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া ছিলেন। কারণ তিনি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন তাহাতে ক্রিয়া কাণ্ডের বাহুল্য। অধ্যাত্মযোগ সাধন যদিও গৃহস্থের কার্য্য কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড তাঁহাদের উপেক্ষণীয় হইতে পারিবে না। ঐ ভবিষ্যদ্দর্শী ব্রহ্মা এই বৈদিকধর্ম্মে এইরূপ বিধি দিয়া ছিলেন যে, উন্নত অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণও যাঁহারা যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনাবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সেই সকল বিষয় স্বভাবতঃ তুচ্ছ জ্ঞান করেন তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য, কারণ তাহা হইলে যে সকল অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম তাহারা তাহাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে ক্রিয়া পালনে অনুরক্ত থাকিবে এবং এই প্রকার ক্রিয়াকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে তাহারা এককালে ধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িবে না।

পূর্ব্বে কথিত মানস পুত্রগণের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মা পুলস্ত,পুলহ,ক্রতু,অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ নামক অপর নয় জন মানস পুত্রকে বরণ করিয়া প্রজাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে মনু অর্থাৎ রাজনিয়ম সংস্থাপকের পদগ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বয়ম্ভু(১) নামে আখ্যাত করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ (২) স্বয়ম্ভূ মনু হইলেন। আমরা এখন হইতে ব্রহ্মাকে আর "ব্রহ্মা" নামে উল্লেখ না করিয়া মনু স্বয়ম্ভূ বলিয়া উল্লেখ করিব।

উদ্ভিদ্ রহস্য।

দৈত্য বৃক্ষ।

ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্নিবিষ্ট ওরটাবা নামক এক জনপদ আছে। এইস্থানে গুয়াঞ্চী নামে এক বর্ব্বর জাতির বাস। ইহারা অতিশয় প্রকাণ্ড এক বৃক্ষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। এই বৃক্ষটির নাম দৈত্য-বৃক্ষ। বৃক্ষের আকার অতিশয় বৃহৎ, সেই দ্বীপের কুত্রাপি আর এরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃষ্ট হইত না, এইজন্য তাহারা বৃক্ষটির এইরূপ আখ্যাপ্রদান করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় এই দৈত্যবৃক্ষকে Dragon tree বলা যায়।

এই দৈত্যবৃক্ষকে চিরহরিৎ পাদপশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট বলা যাইতে পারে। কারণ ইহার পত্রের রঙ চিরকাল হরিৎ বর্ণ থাকে। এই বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ আনারসের ঝুঁটির মত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৪৫ হাত, মূলের উপরিস্থ গুঁড়ির পরিধি ৩০ হাত এবং ৬ হাত উচ্চে গুঁড়ির ব্যাস ৮হাত। এই দৈত্যবৃক্ষের বয়স কত, কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। বেথেন-

১ মনু স্বয়ম্ভুর অর্থ আপনা আপনি নিয়োজিত সর্ব্ব প্রথম ব্যবস্থাপক

২ "প্রজাপালন" এই বাক্য দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজব্যবস্থা দ্বারা প্রজাপালন করিবার মানস করিলেন।

কোর্টিয় নাবিকেরা ১৪০২ খৃঃঅব্দে ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন। ইহাঁরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া এই অদ্ভুত বৃক্ষের নাম সাধারণের গোচর করেন। তৎপরে ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত পরিব্রাজক হম্বোল্ট সাহেব ক্যানারী পরিভ্রমণকালে এই বৃক্ষ দেখিয়া আইসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেথেন কোর্টেরা বৃক্ষের উচ্চতা যে পরিমাণ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, প্রায় চারি শত বৎসর পরে, পরিব্রাজক হম্বোল্টও তাহাই দেখিয়াছিলেন। এত দীর্ঘকালেও এই দৈত্য বৃক্ষের উচ্চতার কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই।

প্রত্যেক জীবদেহের পরিবর্দ্ধন অবস্থার এক নিরূপিত সময় আছে। সেই সময় অতীত হইলে তাহার দেহের পরিমাণ কিঞ্চিন্মাত্রও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ইহা প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নিয়ম। উদ্ভিদ্ শরীর কেনই বা এই ঐশিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবে? ধন্য সেই বিশ্বনিয়ন্তা, যিনি অখিল চরাচর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এইরূপ এক নিয়মসূত্রে মনুষ্যশরীর ও উদ্ভিদ্শরীরকে সম্বদ্ধ করিয়াছেন।

প্রায় তেইশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, ১৮৭১ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝটিকায় বহুকালের এই প্রাচীন বৃক্ষটি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দৈত্য-শিশুগণের মৃদুবর্দ্ধনশীলতার বিষয় অনুধাবন করিয়া হম্বোল্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কুত্রাপি কোন বৃক্ষ এরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছে কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে গুজরাটের বটবৃক্ষ অপর সকল বৃক্ষাপেক্ষা অতিশয় প্রাচীন। কিন্তু এতটা দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে কি না কে জানে? গ্রীকদিগের পরমপণ্ডিত ইফিসাসের আশতরু, পারস্যরাজ জরাক্সিসের বিজয়বৈজয়ন্তী যাহার মস্তকোপরি উড্ডীয়মান হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মিত্র ও করদ রাজ্য সমূহকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিল— লিবিয়ার সেই বিশাল দেবদারু এতটা দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে নাই। উদ্ভিদ্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডেকাণ্ডোলের গণনানুসারে কেণ্টশায়ারের অন্তঃপাতী ব্রাবরণ গ্রামের ইউ-তরু তিন সহস্র বর্ষ, পর্ত্তুগালের স্কচ্ জাতীয় ইউবৃক্ষ ২৬০০ ছাবিশ শতবর্ষ এবং জার্ম্মণীর অন্তঃপাতী হিল্দিশিম নগরের ভজনালয়ের উপকণ্ঠস্থ সমাধিস্থানে রোপিত গোলাপতরু এক সহস্র বর্ষকাল পরমায়ু লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কেহই অরটাবার দৈত্য বৃক্ষের মত দীর্ঘজীবী হয় নাই। কেপকলনী, বোর্ব্বো ও মেডিরা দ্বীপে কয়েকটি প্রকাণ্ড দৈত্যবৃক্ষ অদ্যাপি জীবিত আছে।

গজদন্ত বৃক্ষ।

দক্ষিণ আমেরিকা গজদন্ত বৃক্ষের জন্মস্থান। এই বৃক্ষের বীজ হইতে কৃত্রিম গজদন্ত প্রস্তুত হয় এইজন্য এই বৃক্ষকে গজদন্ত বৃক্ষ কহে। বৃক্ষের আকার অনেকটা নারিকেল গাছের মত। মস্তকের ভার অতিশয় অধিক বলিয়া গজদন্ত বৃক্ষ নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় উর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। একটু বাড়িলেই শুইয়া পড়ে। শাখা-সমেত বৃক্ষ গুলির দৈর্ঘ্য ২৬ হস্তের অধিক।

দক্ষিণ আমেরিকার বহুদূর বিস্তৃত গজদন্ত কানন গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। প্রকৃতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া যেন তথায় সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। বৃক্ষের তলদেশ দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বভাবসুন্দরী স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া প্রতিদিন বনভূমির জঞ্জালরাশি দূর করিয়া

তলদেশ পরিচ্ছন্ন রাখেন। ইচ্ছা হয়, দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, উহার সুশীতল ছায়ায় মৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করি। বৃক্ষের ভূতলশায়ী বঙ্কিমদেহ, সুন্দর শাখা, শ্যামল পত্ররাজি, অতীব হৃদয়গ্রাহী। ফুল-ফুলের সুষমারাশি সন্দর্শন করিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়।

আকারগত কোন প্রকার বিশেষ বৈসাদৃশ্য না থাকিলেও অন্যান্য অধিকাংশ উদ্ভিদের ন্যায় গজদন্ত বৃক্ষ পুরুষ ও স্ত্রীভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দুই জাতীয় বৃক্ষে দুই প্রকার ফুল দৃষ্ট হয়। পুং পুষ্পে পরাগকেশর এবং স্ত্রী পুষ্পে গর্ভকেশর থাকে। উদ্ভিদের ফলোৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিলে বিশ্ববিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুং পুষ্পের পরাগরেণু কোন প্রকারে স্ত্রী পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত না হইলে ফলোৎপত্তি হয় না। কোন পতঙ্গ যখন পরাগকেশরে মধুপান করে, তখন তাহার পক্ষে পরাগরেণু জড়িত হইয়া যায়। আবার যখন সেই পতঙ্গ স্ত্রী পুষ্পের মধুপানার্থে গমন করে, তখন তাহার গাত্র হইতে রেণু সকল গর্ভকেশরে ঝরিয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা ফলোৎপত্তি হয়। অথবা বাতাসে পরাগরেণু পুং পুষ্প হইতে স্ত্রীপুষ্পে নীত হইলে ফল জন্মে।

গজদন্ত বৃক্ষে এককালে অনেকগুলি ফল হইয়া থাকে। ফলগুলি দেখিতে কাঁটালের মত এবং ওজনে বার তের সের পর্য্যন্ত হয়। প্রত্যেক ফলের মধ্যে ৬০। ৭০ টী বীজ পাওয়া যায়। এক একটি বীজের দৈর্ঘ্য আড়াই ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে এই বীজগুলি জলপূর্ণ থাকে, তখন অনেক সময়ে তৃষাতুর পথিকেরা ইহার মধ্যস্থ জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই জল ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া দুগ্ধের আকার ধারণ করে, এবং একটু মিষ্ট আস্বাদন হয়। বন্য বরাহ ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুগণ অতিশয় তৃপ্তির সহিত তাহা পান করে। যখন বীজ পরিপক্ক হয়, তখন উহার শস্য দেখিতে হস্তিদন্তের মত। ইহাই ব্যবসায়ীদিগের কৃত্রিম গজদন্ত। ইহার দ্বারা বোতাম, লকেট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে মনোহারির দোকানে যে সকল হস্তিদন্তের চিরুণী, বোতাম, প্রভৃতি বিক্রয় হয়, তাহাদের কিছুই প্রকৃত হস্তিদন্তনির্ম্মিত নহে। তাহা এই গজদন্ত ফলের শস্য হইতে প্রস্তুত। আলু হইতে এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাও দেখিতে কতকটা হস্তিদন্তের ন্যায়। ইহা হইতে হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রের পরদা নির্ম্মিত হয়। আলুর চিরুণীও অনেককে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। গজদন্ত শস্য হইতে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা এমন সুন্দর হয়, যে কৃত্রিম গজদন্ত বলিয়া সহজে বুঝা যায় না। আলুর জিনিস ইহার ন্যায় তত সক্ত হয় না।

দক্ষিণ আমেরিকার জল বায়ুর সহিত ভারতবর্ষের জল বায়ুর অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশে গজদন্ত বৃক্ষ আনিয়া রোপণ করিলে বোধ হয়, বেশ হইতে পারে। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যে স্থানে গজদন্ত বৃক্ষ রোপণ করা যায়, সে স্থানে আর অন্য কোন প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে না।

ইহার ফুলগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার সৌরভও সেইরূপ সুখকর। নানা প্রকার পতঙ্গ ইহার সৌরভে মুগ্ধ হইয়া বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে সর্ব্বদা উড়িয়া বেড়ায়।

এরূপ শুনা গিয়াছে, একদা একব্যক্তি কয়েকটি গজদন্তপুষ্প লইয়া ছয়ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন স্থানে গমন করেন, পতঙ্গগুলিও তাঁহার সঙ্গে ততদূর গিয়াছিল। সুগন্ধ-ব্যবসায়ীরা বলেন, এমন তীব্র সুরভিযুক্ত পুষ্প উদ্ভিদ্‌রাজ্যে আর কখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

—

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬ জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫০২৷৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৭৪৷ ২
সমষ্টি	৩৬৭৬৷৵২
ব্যয় ...	৪২৯৷৴৬
স্থিত	৩২৪৭৷ ৮

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
	৩০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১৸৵০
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা	৩৲
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী ঐ	৩৲
" " শ্রীগোপাল মল্লিক ঐ	২৲
" " উমাপ্রসাদ ঘোষ ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ঐ	২৷০
শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার হালদার বর্দ্ধমান	৩৲
" " অযোধ্যানাথ চট্টোপাধ্যায় গড়বেতা	৩৷৵০
" " গৌরীশঙ্কর রায়, কটক	৩৷৵০
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ রামপুরহাট	১৸৵০
	২১৸৵
পুস্তকালয়	৩৲
যন্ত্রালয়	৪৪৬৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৷০
সমষ্টি	৫০২৷৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৭৭৷ ৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৷৶৯
পুস্তকালয় ...	২৬৸৴৬
যন্ত্রালয় ..	২৯৬৷৶৯
সমষ্টি	৪২৯৷৴৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

—

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সমস্ত গ্রাহকের নিকট ১৮১৬ শকের মূল্য ও মাশুল প্রাপ্য আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
সহকারী সম্পাদক।

—

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৬।

৬০৫ সংখ্যা ১৮১৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

জীবাত্মা।

সকল জাতিরই ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে জীবাত্মা পরমাত্মার আদর্শে রচিত। জীবাত্মা আশ্রিত ও পরমাত্মা আশ্রয়। জীবাত্মার সহিত যেমন পরমাত্মার আত্মীয়তা জড় জগতের সহিত তদ্রূপ নয়—উভয়ে উভয়ের সখা। পিতাপুত্র সম্বন্ধ অপেক্ষা পার্থিব সকল বস্তু অপেক্ষা জীবাত্মাতে ও পরমাত্মাতে অতি নিকটতর ও স্থায়ী সম্বন্ধ। পরমাত্মার সত্তাতেই জীবাত্মার সত্তা। ধ্যানযোগেও আমরা দেখিতে পাই যে ঐ সমস্ত পরম সত্য। জীবাত্মা পরমাত্মার ক্রোড়ে অবস্থিত। পরমাত্মা অসীম ও অনন্ত, জীবাত্মা সীমাবিশিষ্ট। পরমাত্মার স্বরূপ যে জীবাত্মাতে পরিমিত ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পরমাত্মা জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিত্য, নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গল স্বরূপ, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ। জীবাত্মা পরিমিতজ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, এক, অমর ও শক্তিমান্। জীবাত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলে কেবল যে জ্ঞান চরিতার্থ হয় তাহা নহে, ইচ্ছাতে কর্ত্তব্যবোধের স্ফূর্ত্তি হয়, জীবনকে নিয়মিত করা যায় ও ভাবে আনন্দ ভোগ করিতে পারা যায়। আমরা আমাদের স্বরূপ জানি না বলিয়াই তাই এত দুঃখে ও কষ্টে ইহ সংসারে বিচরণ করি—পাপ তাপ বিষয় ব্যাপারে জড়িত হই—প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বোধ করি। যাহা আমাদের সম্বন্ধে কিছুই নয়, তাহার জন্য লালায়িত হই; আর যাহা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তাহার দিকে একবার তাকাই না। দুঃখ আমাকে স্পর্শ না করুক, নিত্য সুখে ও শান্তিতে আমি বিরাজ করি, এই যদি জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় হয়, তবে একমাত্র আত্মজ্ঞানই আমাদের সেই বাঞ্ছা পূরণ করিতে পারে। জড় পদার্থের জ্ঞান বা অপর কিছু আমাদের সে বাঞ্ছা পূরণ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানই ঈশ্বরজ্ঞানের সোপান। আপনাকে জানিলে ঈশ্বরকে জানা যায়। আত্মজ্ঞান বশাৎ ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' যাঁহাকে লাভ করিলে অপর লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,